রাঁচি, সোমবার
24:04:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>192 >>10 Boisakh 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ১৯২ >> << ১০ই, বৈশাখ ১৪৩০>>

দ্রুতগতিতে গলেছে বিশ্বের সব হিমবাহ

জেনেভা ঃ বিশ্বের হিমবাহগুলো গত বছর অনেক দ্রুতগতিতে গলেছে এবং এগুলো রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। গত শুক্রবার জাতিসংঘ প্রকাশিত নতুন এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তনের সূচকগুলো আবার রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। জাতিসংঘের বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার (ডব্লিউএমও) তথ্য অনুযায়ী, গত আট বছর ছিল বিশ্বের সবচেয়ে উষ্ণতম। কার্বন ডাইঅক্সাইডের মতো গ্রিনহাউস গ্যাসের ঘনত্ব নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। ডব্লিউএমওর বার্ষিক জলবায়ু পর্যালোচনায় বলা হয়েছে, অ্যান্টার্কটিক সমুদ্রে বরফের স্তর সর্বনিম্ন মাত্রায় পৌঁছেছে। এ ছাড়া ইউরোপের হিমবাহগুলো এতটাই গলছে যে অনেক হিমবাহ তার অস্তিত্ব হারাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাও রেকর্ড পরিমাণ বাড়ছে। ২০১৩ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর গড়ে ৪.৬২ মিলিমিটার পর্যন্ত সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে, যা ১৯৯৩ থেকে ২০০২ সালের দ্বিগুণ। সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধির বিষয়টিও রেকর্ড করা হয়েছে। ২০১৫ সালে প্যারিস চুক্তি অনুসারে, এই শতাব্দীর শেষে বিশ্বের তাপমাত্রা দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার চেষ্টার কথা বলা হয়। ডব্লিউএমওর প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২২ সালে বিশ্বে গড় তাপমাত্রা ১৮৫০ থেকে ১৯০০ সালের গড় থেকে ১.১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল।

বাজার দর
SENSEX : 59655.06 +22.71
NIFTY : 17624.05 -0.40

রাঁচি PARA UPDATE
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
33.00 °c	19.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .13 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .20 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 57,700 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 60,380 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 81,300 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

মিয়ানমারে বেসামরিক নাগরিকদের উপর বোমাবর্ষণ ঃ গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে মানুষ

নেপিদো ঃ ১০ দিন আগে মিয়ানমারের মধ্যাঞ্চলের একটি গ্রামে বোমা হামলায় ৩৮ জন শিশুসহ প্রায় ২০০ জন বেসামরিক লোক নিহত হওয়ার পর, জনসাধারণের জন্য বিমান প্রতিরক্ষা সতর্কতা ব্যবস্থা স্থাপনে কাজ করছে নির্বাসিত মিয়ানমার সরকার। তাদের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা এই সপ্তাহে ভিওএকে এই কথা জানিয়েছেন। জাতীয় ঐকমত্যের সরকারের মানবাধিকার মন্ত্রী অং মিও মিন ভিওএকে বলেছেন, বেসামরিক নাগরিকদের উপর মিয়ানমার জান্তার প্রাণঘাতী বিমান হামলা বন্ধ করার উপায় খুঁজে বের করা আমাদের জন্য অত্যন্ত অপরিহার্য। অং মিও মিন বলেন, আমরা জনসাধারণের জন্য বিমান প্রতিরক্ষা সতর্কতা ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য কাজ করে যাবো। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে আমাদের এর গুরুত্ব জানাতে হবে। আমাদের অবশ্যই একটি 'এয়ার সিগন্যাল সিস্টেম' দরকার, যা মানুষকে সতর্ক করতে পারে। প্রত্যক্ষদর্শীরা ভিওএকে জানিয়েছে, গত ১১ এপ্রিল ভোরে সাগাইং অঞ্চলের কানবালু শহরের পাজিগি গ্রামের বাইরে একটি ছোট স্থানীয় এনইউজি প্রশাসনিক কার্যালয় উদ্বোধনের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০০ জন লোক জড়ো হয়েছিল। ঠিক সেসময়ই মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর বিমান ওই স্থানে বোমাবর্ষণ করে। ওই গ্রামে দুই শতাধিক বাড়ি ছিল। গ্রামবাসীরা, প্রধানত দরিদ্র কৃষক, এছাড়াও কাছাকাছি নদী খুঁড়ে স্বর্ণ খুঁজে বের করে তা বিক্রি করেও অনেকে জীবিকা নির্বাহ করে। হামলার তিন দিন পর স্থানীয় উদ্ধারকারী গোষ্ঠীর একজন বালা গি ভিওএকে বলেছেন, ১১ এপ্রিল পাজিগি গ্রামে সামরিক জান্তা বোমা হামলার পর ২৪ জন নারী ও ৩৮ জন শিশুসহ অন্তত ১৭০ জন নিহত হয়। তবে, ভিওএ বোমা হামলায় নিহতের সংখ্যা স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি। বালা গিবলেন, এছাড়াও, আরও ৩০ জন আহত হয়েছে, যাদের মধ্যে ২০ জনের অবস্থা গুরুতর, এঁদের মধ্যে একজন গর্ভবতী মহিলা এবং ৮ বছর বয়সী একটি শিশুও রয়েছে। যারা মারা গেছে তাদের মধ্যে ১৭১ জনের মৃতদেহ দাহ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, কানবালু শহরে এটিই ছিল প্রথম বিমান হামলা। তিনি বলেন, যেহেতু এলাকায় আগে কখনো কোনো হামলা হয়নি, তাই পাজিগি গ্রামবাসীরা বোমা হামলার ঝুঁকিতে আছে বলে মনে করেননি। জান্তার মুখপাত্র মেজর জেনারেল জাও মিন তুন হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, তবে মারাত্মক পরিণতির জন্য বিরোধী বাহিনীকেই তিনি দায়ী জাতিসংঘ এবং পশ্চিমা সরকারগুলি, সেইসাথে সাতটি শীর্ষস্থানীয় শিল্পোন্নত দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা, বেসামরিক নাগরিকদের উপর এই সর্বসাম্প্রতিক হামলার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বিমান হামলা চালানোর জন্য তাঁরা মিয়ানমারের শাসক জান্তার নিন্দা করেছেন এবং দায়ীদের জবাবদিহিতার দাবি জানিয়েছেন।

কর্ণাটকে উজ্জীবিত কংগ্রেস, চাপে বিজেপি?

নয়া দিল্লিঃ আগামী ১০ মে কর্ণাটকে বিধানসভা নির্বাচন। বিজেপি কি এখানে ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে?

ভারতে কোনো রাজ্যে বা লোকসভার নির্বাচন হলে দেখা যায়, কংগ্রেস বা আঞ্চলিক দল ছেড়ে নেতারা বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। কিন্তু কর্ণাটকে এবার উল্টো হয়েছে। বিজেপির সাবেক মুখ্যমন্ত্রী জগদীশ শেট্টার এবং সাবেক উপমুখ্যমন্ত্রী সাভাড়ি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। দুই জনই লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের নেতা। বিজেপি এবার এই দুই নেতাকে প্রার্থী করতে চাইছিল না। দলের প্রতি বিরক্ত হয়ে তারা কংগ্রেসে যোগ দেন এবং রাহুল গান্ধীর দল তাদের পুরনো কেন্দ্র থেকে দাঁড় করিয়েছে। এছাড়া অমর পাল সিংও বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে এসেছেন।

ঘটনাটা শুধু এই দুইতিনটি কেন্দ্রেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। এর প্রভাব আরো ব্যাপক হতে পারে বলে দাবি করছে কংগ্রেস। তারা মনে করছে, এই দুই নেতা লিঙ্গায়েত ভোট তাদের দিকে টেনে আনবেন। জগদীশ শেট্টার পাঁচবারের বিধায়ক এবং সেভাড়ি তিনবারের। মোট ভোটদাতার মধ্যে লিঙ্গায়েতরা প্রায় ১৮ শতাংশ। ফলে তারা পঞ্চাশের বেশি আসনে ভোটের ফল কোনদিকে যাবে তা ঠিক করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেন। এর মধ্যে অধিকাংশই বিজেপি পায়। লিঙ্গায়েতদের সবচেয়ে বড় নেতা হলেন সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাপ্পা। তিনি এখনো বিজেপির সঙ্গে আছেন। কংগ্রেসের আশা, শেট্টার ও সেভাড়ি অন্তত গোটা দশেক আসন কংগ্রেসের দিকে নিয়ে আসবেন। বাস্তবে তা হলে কংগ্রেসের বিপুল লাভ ও বিজেপির ক্ষতি হবে।

এমনিতেই এবার ওপিনিয়ন পোল বা জনমত সমীক্ষায় বলা হচ্ছে, কর্ণাটকে কংগ্রেস এগিয়ে আছে বা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হচ্ছে অথবা বিজেপি সামান্য এগিয়ে। সেই অবস্থা্য় দুই প্রভাবশালী নেতা বিজেপি থেকে কংগ্রেসে যোগ দেওয়াটা তাৎপর্যপূর্ণ। কংগ্রেস সভাপতি শিবকুমার মনোনয়নপত্র পেশ করতে যাওয়ার সময় বিশাল রোড শো করেছিলেন।

যারা ওপিনিয়ন পোল করেছেন, তাদের মতে, ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে ভোট দেয়ার প্রবণতা, দুর্নীতির অভিযোগ, শক্তিশালী বিরোধী দল, মানুষের মোহভঙ্গের কারণে বিজেপি বেশ চাপের মধ্যে আছে। কংগ্রেসের বাড়তি পাওনা হলো, বর্তমানে সর্বভারতীয় সভাপতি ও দলিত নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে কর্ণাটকের নেতা। তিনি অনেকটা সময় প্রচারে দিচ্ছেন। তাছাড়া শিবকুমার যথেষ্ট দক্ষ সংগঠক।

তবে মোদী-শাহ কোনোভাবেই হারতে পছন্দ করেন না। তারা শেষপর্যন্ত লড়ে যান। প্রতিটি রাজ্যে পরিস্থিতি বিবেচনা করে তারা কৌশল নেন। শেষ তারা হিমাচল প্রদেশে হেরেছিলেন। এবার কর্ণাটকে ক্ষমতা হারালে সেটা তাদের কাছেও বড় ধাক্কা হবে। ফলে তারাও মরিয়া হয়ে জিততে চাইবেন। কর্ণাটকে ভোট হবে ১০ মে। ফলাফল প্রকাশ ১৩ মে।

ক্রিমিয়া নিয়ে ফ্রান্সে চীনের রাষ্ট্রদূতের মন্তব্যে সমালোচনা

প্যারিস ঃ প্যারিসে বেইজিংয়ের রাষ্ট্রদূত বলেছেন, আন্তর্জাতিক আইনে সাবেক সোভিয়েত রাষ্ট্রগুলির 'প্রকৃত মর্যাদা' নেই। ইউক্রেনের মতো সাবেক সোভিয়েত দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ফ্রান্স। একটি ফরাসি টিভিকে সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রদূত লু শায়েকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ক্রিমিয়া ইউক্রেনের অংশ কি না। উত্তরে তিনি বলেন, ইতিহাস বলে এটি রাশিয়ার অংশ এবং সাবেক সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ ইউক্রেনকে দিয়ে দিয়েছিলেন।

লু বলেন, এই সাবেক সোভিয়েত রাষ্ট্রগুলো আন্তর্জাতিক আইনে প্রকৃত কোনো মর্যাদা নেই। কারণ তাদের সার্বভৌম মর্যাদা বাস্তবায়িত করার জন্য কোনও আন্তর্জাতিক চুক্তি নেই। চীনা রাষ্ট্রদূতের শুক্রবার দেয়া এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া প্যারিস জানিয়েছে রোববার। যেসব মিত্র দেশ সংকটে পড়েছে, তাদের প্রতি ফ্রান্সের 'পূর্ণ সংহতি' রয়েছেবলেও মন্তব্য করেছেন ফরাসি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র। তিনি বলেন, দশকের দশকের নিপীড়নের পর এই রাষ্ট্রগুলো তাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছে। ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, বিশেষ করে ইউক্রেনের বিষয়ে বললে, ক্রিমিয়া সহই এই দেশকে ১৯৯১ সালে চীনসহ সমগ্র আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় স্বীকৃতি দিয়েছিল। মুখপাত্র আরো বলেন, চীনকে স্পষ্ট করতে হবে যে এই বক্তব্য তাদের আনুষ্ঠানিক অবস্থানের প্রতিফলন কি না। এস্তোনিয়া, লাটভিয়া এবং লিথুয়ানিয়ার বাল্টিক রাজ্যগুলি, যেগুলি পূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ ছিল, ফ্রান্সের মতো একই লাইনে প্রতিক্রিয়া জানায়। ফ্রান্স ছাড়াও সাবেক সোভিয়েতভুক্ত বেশকয়েকটি দেশ এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বাল্টিক রাষ্ট্র এস্তোনিয়া, লাটভিয়া এবং লিথুয়ানিয়া। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের এক জ্যেষ্ঠ সহযোগী মিখাইলো পোডোলিয়াক এক টুইটে লিখেছেন, ''নিজেদের হাজার বছরের ইতিহাস নিয়ে সচেতনএকটি দেশের প্রতিনিধির কাছ থেকে 'ক্রিমিয়ার ইতিহাস' নিয়ে এমন অযৌক্তিক কথা শোনাটা অদ্ভুত।

স্ত্রীকে বাঁচাতেই কি গ্রেপ্তার হলেন অমৃতপাল

মোগা ঃ চলতি বছরের ১৮ মার্চ থেকে পলাতক ছিলেন ভারতের খালিস্তানপন্থী 'ওয়ারিশ পাঞ্জাব দে' (পাঞ্জাবের উত্তরাধিকারী) নেতা অমৃতপাল সিং। আজ রোববার সকালে পাঞ্জাব পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করার কথা জানিয়েছে। আত্মসমর্পণের পর পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, এত দিন নির্বিঘ্নে পালিয়ে থাকার পর এখন হঠাৎ কী এমন হলো যে অমৃতপালকে আত্মসমর্পণ করতে হলো? পাঞ্জাবের রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট সূত্রের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, অমৃতপাল তাঁর স্ত্রী কিরণদীপ কৌরকে নিয়ে উদ্বেগে ভুগছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, তাঁকে না পেয়ে পুলিশ কিরণদীপকে গ্রেপ্তার করতে পারে। এই আশঙ্কা থেকে অমৃতপাল নিজেকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন।

আজ সকালে পাঞ্জাব পুলিশ জানায়, আত্মসমর্পণের পর পাঞ্জাব রাজ্যের মোগা জেলা থেকে অমৃতপালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে অমৃতপালের খোঁজে পুলিশের তল্লাশি অভিযানের সমাপ্তি ঘটেছে। গত বৃহস্পতিবার পাঞ্জাবের অমৃতসর বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার হন স্বাধীন খালিস্তান আন্দোলনের নতুন 'পোস্টার বয়' অমৃতপালের স্ত্রী কিরণদীপ। সেই থেকে তিনি পুলিশের নজরদারিতে আছেন। কিরণদীপ যুক্তরাজ্যের নাগরিক। অমৃতসর থেকে তিনি লন্ডনে যাওয়ার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। যুক্তরাজ্যের পাসপোর্ট নিয়েই তিনি ভারত ছাড়ার চেষ্টা করছিলেন। যদিও ভারতে তাঁর নামে কোনো মামলা কিংবা আইনি অভিযোগ নেই। স্ত্রী কিরণদীপ পুলিশের নজরদারিতে আসার পরই আত্মসমর্পণ করলেন অমৃতপাল।

গত ফেব্রুয়ারিতে কিরণদীপকে বিয়ে করেন অমৃতপাল। মার্চ মাসে জাল্লুপুর খেদা গ্রামে কিরণদীপকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল পুলিশ। ওই সময় অমৃতপালের আন্দোলনে বিদেশি অর্থায়নের বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এখন অমৃতপাল আশঙ্কা করছেন, তাঁর আন্দোলনে সহযোগিতা করার অভিযোগে কিরণদীপকেও গ্রেপ্তার করা হতে পারে। হিন্দুস্তান টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, অমৃতপাল সিং একজন অনাবাসী ভারতীয়। দুবাইতে ট্রাকচালক হিসেবে কাজ করতেন। সেখান থেকেই পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার (আইএসআই) এজেন্ট হিসেবে তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল। সংযুক্ত আরব আমিরাতে থাকার সময়ই অমৃতপাল পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার সংস্পর্শে এসেছিলেন।

অভিযান
খালিস্তানপন্থিদের দাবি, ভারতীয় ভূখণ্ডে একটি প্রস্তাবিত সার্বভৌম শিখ রাষ্ট্র তৈরি করা

ভারতে খালিস্তানপন্থি নেতা অমৃতপাল সিংয়ের আত্মসমর্পণ

নয়া দিল্লি ঃ কট্টর খালিস্তানপন্থি নেতা অমৃতপাল সিং আত্মসমর্পণ করেছেন। এক মাসেরও বেশি আগে তাকে গ্রেপ্তার করতে অভিযান শুরু হয়েছিল। এর আগে একাধিকবার তিনি গ্রেপ্তারি এড়িয়েছেন।

পাঁচ সপ্তাহের অভিযান শেষে ভারতীয় পুলিশ অমৃতপাল সিংকে গ্রেপ্তার করেছে। কর্মকর্তারা রোববার বলেছেন, দীর্ঘদিন তিনি পলাতক ছিলেন। পাঞ্জাবের মোগা এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। শিখরা পাঞ্জাবের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ।

পাঞ্জাব রাজ্য পুলিশ একটি টুইটে জানিয়েছে, (আমরা) নাগরিকদের শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য আহ্বান জানাই। কোনও ভুয়া খবর শেয়ার করবেন না। সবসময় খবর খতিয়ে দেখে শেয়ার করুন।

স্থানীয় গণমাধ্যম পুলিশি সূত্রের উল্লেখ করে জানিয়েছে রোববার অমৃতপাল আত্মসমর্পণ করেছেন। শিখ ধর্মীয় নেতা, যশবীর সিং রোডেও বলেন, ২৯ বছরের এই তরুণ মোগায় একটি গুরুদ্বারে সকালের প্রার্থনা করার পর আত্মসমর্পণ করেন।

অমৃতপাল এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে দেশে অশান্তি ছড়ানো, খুনের চেষ্টা, পুলিশ কর্মীদের আক্রমণ এবং তাদের দায়িত্বে বাধা দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে।

তরুণ এই বিচ্ছিন্নতাবাদী এই বছরের শুরুর দিকে খালিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করে উত্তেজক বক্তৃতা দিয়ে সবার নজরে আসেন। খালিস্তানপন্থিদের দাবি, ভারতীয় ভূখণ্ডে একটি প্রস্তাবিত সার্বভৌম শিখ রাষ্ট্র তৈরি করা।

খালিস্তানপন্থি আন্দোলন ১৯৮০ সাল নাগাদ প্রচার পেয়েছিল। খালিস্তানের দাবিতে রক্তঝরা আন্দোলন আগেও দেখেছে পাঞ্জাব। সেই সময় খালিস্তানি নেতা ভিন্দ্রানওয়ালের বিরুদ্ধেও সরকারের সমান্তরাল প্রশাসন চালানোর অভিযোগ উঠেছিল। গোঁড়া এবং রক্ষণশীল শিখনেতা হিসাবে পরিচিত ভিন্দ্রানওয়ালে সে সময় গোটা পাঞ্জাবের 'আতঙ্কের কারণ' হয়ে উঠেছিলেন।

শিখ সন্ত্রাসী এই নেতা জার্নাইল সিং ভিন্দ্রানওয়ালেকে বন্দি করার জন্য শিখদের পবিত্রতম স্থান স্বর্ণ মন্দিরে ভারতীয় সেনারা 'অপারেশন ব্লু স্টার' অভিযান চালায়। সেনা অভিযানের পর ভিন্দ্রানওয়ালে মুক্ত হয় শিখদের পবিত্র তীর্থ স্বর্ণমন্দির।

যদিও 'সার্জিকাল অ্যাটাকের' সময়ভারতীয় সেনারা ভিন্দ্রানওয়ালের সমর্থকদের প্রতিরোধের মুখে পড়েছিল। ১৯৮৪ সালের অক্টোবরে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী শিখ দেহরক্ষীর হাতে নিহত হন। সহিংসতা বাড়তে থাকে। সেই সময় ভারতজুড়ে শিখদের হত্যার অভিযোগ ওঠে।

এই ভিন্দ্রানওয়ালেই তার অনুপ্রেরণা, এমনটাই দাবি করেন অমৃতপাল সিং।

কট্টরপন্থি শিখ প্রচারক বর্তমানে ওয়ারিশ পাঞ্জাব দে (পাঞ্জাবের উত্তরাধিকারী) সংগঠনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ভারতে মোদী সরকারের আনা বিতর্কিত কৃষি সংস্কারের বিরুদ্ধে কৃষকদের একত্রিত করার জন্য একটি বিশাল প্রচারণায় অংশ নিয়েছিল এই সংগঠন।

ভারতে তার উসকানিমূলক বক্তৃতার পাশাপাশি ক্যানাডা, যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঞ্জাব প্রবাসীদের সমর্থন বেড়ে যাওয়া আশির দশকের মতো সহিংসতার আশঙ্কা বাড়িয়েছে।

অমৃতপাল এবং তার সমর্থকরা তরবারি, ছুরি ও বন্দুক নিয়ে একটি থানায় হামলা চালানোর পর কর্তৃপক্ষ তাকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করে। হামলা ও অপহরণের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া সহযোগীদের মুক্তির দাবি জানায় তারা। মোটরসাইকেলে পালিয়ে গিয়ে গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হন অমৃতপাল। ৩৭ দিন ধরে তার খোঁজ চলছিল। এরপর আত্মসমর্পণ করেন তিনি। তিনি কর্তৃপক্ষকে কটূক্তি করে একটি ভিডিও বার্তা শেয়ার করেছিলেন। সেখানে তিনি বলেন, আমি আগে গ্রেপ্তারের ভয় পাইনি, এখনো ভয় নেই। আমি উদ্যমী। কেউ আমার ক্ষতি করতে পারেনি। এটা ঈশ্বরের কৃপা।

মার্চের শেষে ভ্যাঙ্কুভারে ভারতীয় দূতাবাসে খালিস্তানপন্থিদের তাণ্ডবের পর দিল্লিতে ক্যানাডার রাষ্ট্রদূতকে ডেকে কড়া বার্তা দেয় ভারত। ক্যানাডার রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়ে দিয়েছে,বিচ্ছিন্নতাবাদী ও চরমপন্থিদের এই আচরণ ভারত মেনে নিচ্ছে না। ক্যানাডা যেন অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুসারে ব্যবস্থা নেয়।

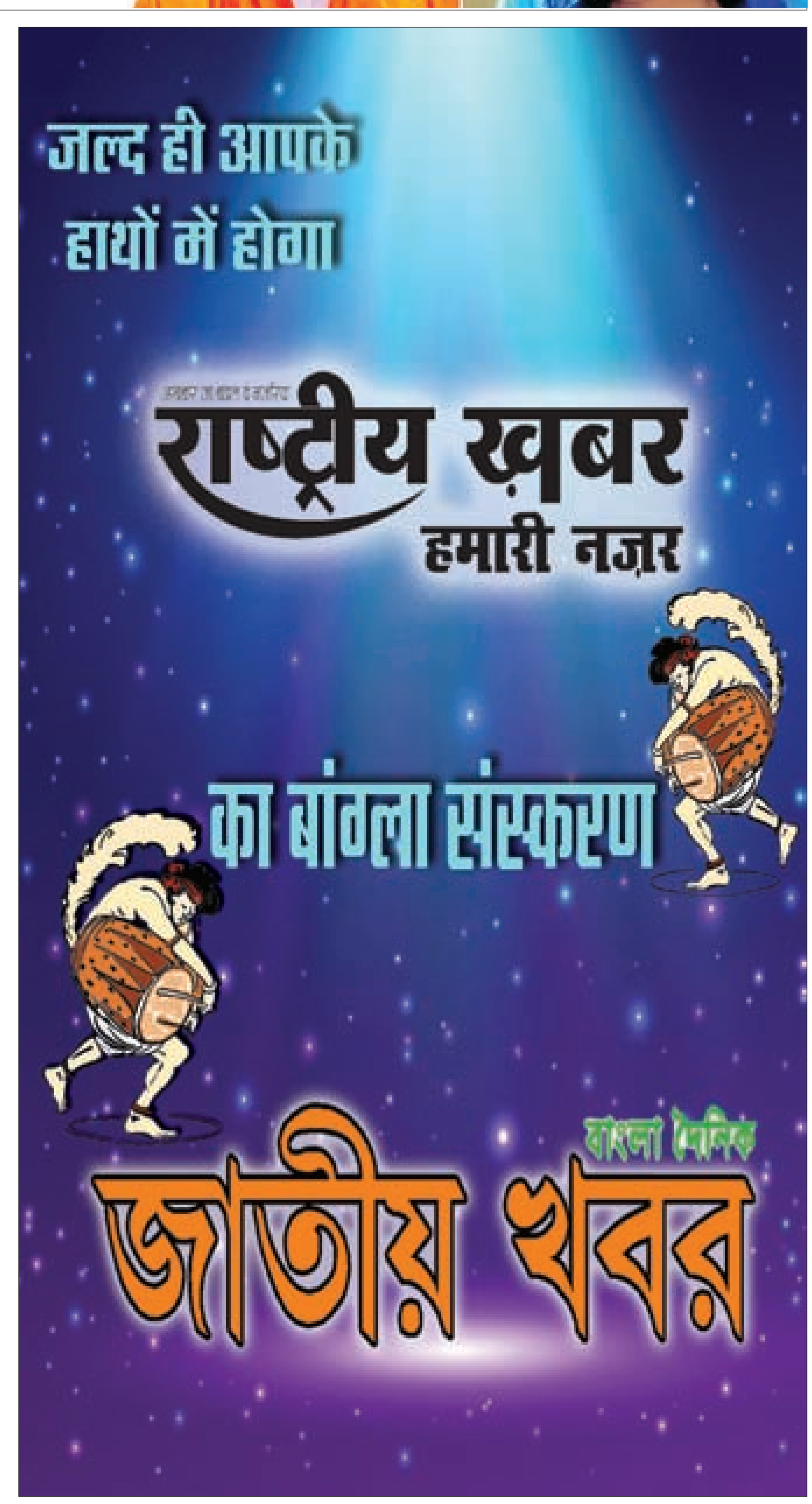

জীবনে যিনি রাজনীতি করলেন না, পার্টির মিটিং মিছিলে গেলেন না, পোস্টার সাটলেট না, তাকেই তৃণমূলের জেলা কমিটির পদস্থ পদে বসানো হলো বেসুরো মন্তব্য করেছেন কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী

মালদা ঃ জীবনে যিনি রাজনীতি করলেন না, পার্টির মিটিং মিছিলে গেলেন না, পোস্টার সাটলেট না , তাকেই তৃণমূলের জেলা কমিটির পদস্থ পদে বসানো হলো। এটা মেনে নেওয়া যায় না। বৃহস্পতিবার মালদায় সাংবাদিকদের সামনে খোলামেলা ভাবেই দলের জেলা কমিটি নিয়ে বেসুরো মন্তব্য করেছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা তৃণমূল পরিচালিত ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান চৌধুরী। রাজ্য তৃণমূলে সাধারন সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরীর বক্তব্য, যারা বিগত দিনে দলের মিছিলে হাঁটেন নি। স্লোগান দেন নি। পাড়ায় পাঁচটি ছেলে নেই। বুথ নির্বাচনে হেরে যায়। তারা দলের দায়িত্বে। কলকাতার নেতারা পর্যালোচনা না করেই জেলা কমিটি তৈরী করেছেন। ফলে দলের কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি জেলা কমিটি গঠন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মাইনোরিটি সেলের সহ সভাপতি মহম্মদ আনোয়ারুল হক। তাঁর অভিযোগ, অর্থের বিনিময়ে জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী। ইতিমধ্যে তৃণমূলের একাংশ নেতারা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও চেয়ারম্যানের নামে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে মেইল করে।

দলের একাংশ নেতাদের অভিযোগ, সদ্য প্রকাশিত তৃণমূলের জেলা কমিটির গঠন করা হয়েছে। এবং সেখানে যাদেরকে নেওয়া হয়েছে সেটা টাকার বিনিময় জেলা সভাপতি ও চেয়ারম্যান নিয়েছেন।যারা পুরনো তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী তাদেরকে জেলা কমিটিতে স্থান দেওয়া হয় নি।। পাশাপাশি দলে সংখ্যালঘুদের কেও জায়গা দেওয়া হচ্ছে না। সংখ্যালঘুদের ফুটবলের মত ব্যবহার করা হচ্ছে।

মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মাইনোরিটি সেলের সহ সভাপতি আনারুল হক জানিয়েছেন, মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কমিটি কিছুদিন আগেই ঘোষণা হয়েছে । এই নতুন কমিটিতে টাকার বিনিময়ে অনেককেই জায়গা পেয়েছে। উল্লেখ্য, একজন কালিয়াচক ১ নম্বর ব্লকের ভোটার সে নাকি কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকের ঠিকানা দিয়ে মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি পদ পেয়েছে। আমাদের অভিযোগ মালদা জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী , ও চেয়ারম্যান সমর মুখার্জী এরা টাকার বিনিময়ে জেলা তৃণমূল কমিটিতে অনেকের নাম নিয়েছেন । পুরনো তৃণমূল কর্মীদেরকে দলে জায়গা দেওয়া হচ্ছে না। এইভাবে চলতে থাকলে আগামীতে তৃণমূল কংগ্রেসের বড় ক্ষতি হবে। সংখ্যালঘুদের জেলা কমিটিতে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না।

তৃণমূলের কালিয়াচক ২ ব্লকের সাধারণ সম্পাদক তথা জয় হিন্দ বাহিনীর সম্পাদক মহাতাব আলী জানিয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের এক শ্রেনীর দলাল চোর যারা আজকে সংখ্যালঘুদের ফুটবলের মত ব্যবহার করছে। এটা কিন্তু আমরা মেনে নিতে পারছি না। সংখ্যালঘুরা যদি মুখ ফিরিয়ে নিলে সরকার কিন্তু চলে যেতে পারে।

নতুন জেলা কমিটির নিয়ে দলীয় কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে একথা মানছেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী । কৃষ্ণেন্দুবাবু বলেন, নতুন জেলা কমিটিতে যাদের নাম রাখা হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকেরই রাজনৈতিক পরিচয় নেই । তাদেরকে কোনোদিনও তৃণমূলের কোনো মিছিল ,মিটিংয়ে ,এমনকি নির্বাচনেও এলাকায় ভোট প্রচারে দেখা যায়নি। পার্টির স্লোগান বা পোস্টার মারতে দেখেনি। তাকে আবার অনেকেই নতুন কমিটিতে জেনারেল সেক্রেটারি করা হয়েছে। আজকে যারা দলের বিরোধিতা করেছে তাদেরকেই জেলা কমিটিতে আনা হয়েছে।। কলকাতার নেতারা এই নতুন কমিটি নিয়ে কোন রকম পর্যালোচনা করে নি। সাধারণত এই জন্যই তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে।

জলপাইগুড়ি মহিলা সাবকমিটি অফ ইন্স্যুরেন্স এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন রক্তদান করেছে

জলপাইগুড়ি ঃ প্রচন্ড গরমে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের রক্ত সংকট মেটাতে রক্তদানে এগিয়ে এলেন মহিলারা।তীব্র দাবদাহের মধ্যেই স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির জলপাইগুড়ি তে। বিভাগীয় বীমা কর্মচারী সমিতি জলপাইগুড়ি মহিলা সাব কমিটির উদ্যোগে। এদিন শান্তিপাড়া, এলআইসি এক নম্বর শাখা অফিসে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আযোজন করা হয়। মহিলা এবং পুরুষ কর্মচারী প্রায় ৫০ জন রক্ত দান করেন।

ফের লোকালয়ে চিতাবাঘ,চা শ্রমিকের উপর চিতা বাঘের আক্রমণ

জলপাইগুড়ি ঃচিতা বাঘের হানায় আহত এক চা শ্রমিক। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার সদর ব্লকের পাতকাটা অঞ্চলের লেবু ডাঙ্গা এলাকায়।এদিন সকালে হঠাৎই চিতা বাঘ চা বাগানে কাজ করতে আসা এক চা শ্রমিকের উপরে আক্রমণ করে বলে দাবি। জখম অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়। খবর দেওয়া হয় বনদপ্তরকে এবং কোতোয়ালি থানার পুলিশকে। ঘটনার পর খবর ছড়িয়ে পড়তেই মুহূর্তের মধ্যে এলাকাবাসীর ভিড় জমে যায় সেই চিতা বাঘ দেখতে। এলাকাবাসীরা জানান, এই এলাকায় আগে এরকম কোন চিতা বাঘ দেখা যায়নি হঠাৎই চিতাবাঘ এসে পড়ায় তারা আতঙ্কে রয়েছেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় কোতোয়ালি থানার পুলিশ ও বেলাকোবা রেঞ্জের বনকর্মীরা।বনকর্মীরা এসে এলাকা ঘুরে দেখেন এবং খাঁচা বসানোর ব্যবস্থা করছেন তারা। এলাকাবাসীরা জানান, আহত ব্যক্তির নাম গোপাল দাস বয়স ৩৫ এই এলাকারই বাসিন্দা। দীর্ঘদিন থেকে এই চা বাগানে তিনি কাজ করেন বলে জানান।এলাকাবাসীদের বক্তব্য হঠাৎই এরকম ঘটনায় এলাকার সকলে আতঙ্কে রয়েছেন।

উত্তরবঙ্গে রিয়েল এস্টেট ব্যবসার অপার সম্ভাবনা রয়েছে ঃ রবীন্দ্র জৈন

শিলিগুড়ি ঃ উত্তরবঙ্গে রিয়েল এস্টেট ব্যবসার অপার সম্ভাবনা রয়েছে। অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সীমানা ঘেঁষে এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর উত্তরবঙ্গে রিয়েল এস্টেট ব্যবসা দিন দিন বিকাশ লাভ করছে।এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে একথা বলেন রিয়েল এস্টেট ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত শহরের বিশিষ্ট সমাজসেবক রবীন্দ্র জৈন। তিনি বলেন, রিয়েল এস্টেট ব্যবসার দিক থেকে উত্তরবঙ্গ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।তিনি বলেন যে গত ২০ বছরে, উত্তরবঙ্গের মতো এত দ্রুত ভারতের আর কোথাও বিকাশ হয়নি। রবীন্দ্র জৈন বলেন, উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের মানুষ বাস করে, যারা স্বভাবগতভাবে খুবই ভালো ও পরিশ্রমী। তিনি উত্তরবঙ্গকে সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে মনোরম ও সুন্দর বলে আখ্যায়িত করেন।

তুমি তোমার কাজ করো,ঈশ্বর তোমাকে তার ফল অবশ্যই দেবেন ঃ রবীন্দ্র জৈন

শিলিগুড়ি ঃতুমি তোমার কাজ করো,ঈশ্বর তোমাকে তার ফল অবশ্যই দেবেন। জীবনে সফল হওয়ার জন্য আপনার লক্ষ্যের প্রতি ধৈর্য এবং সম্পূর্ণ নিবেদন থাকা প্রয়োজন। এমনটাই মনে করেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী রবীন্দ্র জৈন। নিজের অক্লান্ত পরিশ্রম, সততা এবং দৃঢ় সংকল্পে জীবনে সাফল্যের পতাকা উড়িয়ে অন্যদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ওঠা রবীন্দ্র জৈন এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বলেন, যে কাজই আবেগ নিয়ে করা হোক না কেন, সাফল্য নিশ্চিত।রবীন্দ্র জৈন ঝাড়খণ্ড থেকে যে কম্পানি শুরু করেছিল, আজ সারা দেশে বড় বড় প্রকল্পে কাজ করছে। তার সাফল্যের কৃতিত্ব তার বাবামা এবং পরিবারের সদস্যদের দিয়ে তিনি বলেছিলেন যে তিনি তাদের জীবন থেকে অনেক কিছু শিখেছেন। রবীন্দ্র জৈন, যিনি সময়ের আগেই কাজ শেষ করতে বিশ্বাসী, তিনি শিলিগুড়িকে সিটি সেন্টার এবং নিওটিয়া হাসপাতালের মতো অত্যাধুনিক ভবন দিয়েছেন।

অবৈধ দেশীয় মদসহ একজনকে আটক করা হয়েছে

শিলিগুড়ি ঃ গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ির মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত ভাঙ্গাপুল এলাকাতে মাটিগাড়া থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে অবৈধ দেশি মদ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো। ধৃত ব্যক্তির নাম হাদীস আলী, বয়স ৪৪। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে জুতো ঐ ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় অবৈধভাবে দেশী মদের রমরমা কারবার চালাচ্ছিল । সেই খবর পুলিশের কাছে আসা মাত্রই গতকাল বিকেলে পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালালে হাতেনাতে ওই ব্যক্তিকে দেশি মদ সহ গ্রেফতার করে। বুধবার ধৃত ব্যক্তিকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

পাওনাগন্ডা নিয়ে বিবাদের জেরে বুধবার সকাল থেকে জলপাইগুড়িতে বন্ধ হয়ে গেল মাছ বাজার

জলপাইগুড়ি ঃ পাইকারি ও খুচরো মাছ বিক্রেতাদের মধ্যে পাওনাগন্ডা নিয়ে বিবাদের জেরে বুধবার সকাল থেকে জলপাইগুড়িতে বন্ধ হয়ে গেল মাছ বাজার। এর ফলে এদিন কোনও মাছ নিলাম হল না। আচমকা মাছ বাজার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম সমস্যায় পড়েছেন সাধারন ক্রেতারা। জলপাইগুড়ি শহরের দিনবাজারে রয়েছে জেলার সবচেয়ে বড় মাছের আড়ত। প্রায় ২৬ জন পাইকারি মাছ ব্যবসায়ী আড়তদার রয়েছেন এখানে। ওড়িশা, বিহার ও অন্ধ্রপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে মাছ এনে তা নিলামে বিক্রি করেন তারা। মূলত এই আড়তদারদের থেকে মাছ কিনে জলপাইগুড়ি শহর এবং শহর সংলগ্ন বিভিন্ন বাজারগুলোতে সেই মাছ বিক্রি করেন খুচরো ব্যবসায়ীরা। যদিও পয়লা বৈশাখের পর থেকে মাছ কেনার ক্ষেত্রে এক শতাংশ ছাড় দেওয়া নিয়ে আড়তদারদের সঙ্গে বিবাদ শুরু হয় খুচরো ব্যবসায়ীদের। সেই বিবাদ হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ানোয় বুধবার সকাল থেকে মাছ নিলাম বন্ধ রেখেছেন আড়তদাররা। এর ফলে এদিন জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন মাছ বাজারে মাছের যোগান না থাকায় বন্ধ রয়েছে মাছ ব্যবসা। মাছ বাজার আচমকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম সমস্যায় পড়েছেন সাধারন ক্রেতারা। অনেকের বাড়িতে বিয়ে সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান রয়েছে। সবচেয়ে বেশি সমস্যা তৈরি হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে।

আরবি ভাষায় লেখা কোরানের বাংলা অনুবাদ করে ফেললেন জলপাইগুড়ি শহরের শিক্ষক মজাহারুল হক

জলপাইগুড়ি ঃএকেই বিদেশী ভাষা। কঠিন তার উচ্চারণ। পড়তে গিয়ে মাঝে মধ্যে হোঁচট খেতে হয়। আবার শব্দের মানে বুঝতে না পাড়ায় তা অনুধাবন করা যাচ্ছিলো না। এই পরিস্থিতে আরবি ভাষায় লেখা কোরানের বাংলা অনুবাদ করে ফেললেন জলপাইগুড়ি শহরের সেন পাড়ার বাসিন্দা মজাহারুল হক। তার দাবি এটাই কোরানের প্রথম বাংলা অনুবাদ। শুধু তাই নয়, মাতৃভাষায় অনুবাদ করার কারণে কোরানে আল্লাহ, ধর্মের যে বানী দিয়ে গেছে তার অর্থ বুঝে জানতে আরো সুবিধা হবে বলে মনে করছেন তিনি। ইতিমধ্যে তার এই অনুবাদ করা কোরান দেশের সীমা ছাড়িয়ে বাংলা দেশে পাড়ি জমিয়েছে বলেও জানান পেশায় শিক্ষক মজাহারুল হক। রাজগঞ্জ ব্লকের বেলাকোবা উচ্চ বিদ্যালয়ের জীব বিদ্যার শিক্ষক তিনি। ইসলাম ধর্মালম্বী এই বেক্তি জানালেন, কোরান আরবিতে লেখা। বিদেশী একটা ভাষা। পড়ে গেলেও তার সারমর্ম বোঝা কঠিন হয়ে যাচ্ছিলো। তাছাড়া কোরান কে জানার আগ্রহ থাকায় বাজারে বাংলায় অনুবাদ করা কোরান খুঁজে না পেয়ে নিজেই অনুবাদ করতে লেগে পরেন। ইন্টারনেট ছাড়াও আলেম ওলেমারদের সাহায্য নিয়ে, প্রায় ৬ মাস দিন রাত নিরলস প্রচেষ্টায় শুদ্ধ বাংলায় অনুবাদ করেছেন বলে জানান। এদিকে স্বামীর এই কাজে খুশি তার স্ত্রী ফিরোজা বেগম। তিনি বলেন আরবিতে কোরান পড়েন। কিন্তু অর্থ বুঝেতে সমস্যা হয়। আর নিয়ম আছে অর্থ বুঝে পড়তে হবে। এবার কোরানের বাংলা তর্যমা করাতে অর্থ বুঝে সুবিধা হচ্ছে।

প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার রুখতে সচেতনতামূলক অভিযান চালালো ২ নম্বর বোরো

শিলিগুড়ি ঃভবিষ্যত প্রজন্মের স্বার্থে বন্ধ করা হোক প্লাস্টিক কারিবাগের ব্যবহার।শিলিগুড়ি শহরে চলছে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার। শহরে যত্রতত্র চলছে নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার। বিগত সময় শিলিগুড়ি পৌরনিগমের পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও বন্ধ হয়নি প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগের ব্যবহার। ফলে পুনরায় শিলিগুড়ি শহরকে প্লাস্টিক মুক্ত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে শিলিগুড়ি পৌর নিগম। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি পৌর নিগমের দুই নম্বর বোরো কমিটির উদ্যোগে প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে এক সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান চালানো হয় বিধান মার্কেট জুড়ে। আগামীতে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগের ব্যবহার বন্ধ না হলে করা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানান আধিকারিকেরা।

বিয়ের আর কদিন বাকি ছিলো,তার আগেই ট্রেনে কাটা পড়ে ,মৃত্যু হলো এক যুবকের তার নাম মৃত্যুঞ্জয় রায়

ময়নাগুড়ি ঃ বৃহস্পতিবার, ময়নাগুড়ি বার্নিশ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ডাঙ্গাপাড়ার কলতা পাড়ার বাসিন্দা , উদয় শঙ্করের ছেলে , মৃত্যুঞ্জয় রায় আনুমানিক ২৭ বছর বয়স। পরিবার সূত্রে জানা যায় গতকাল বুধবার রাতের , খাবার খেয়ে রাত্রি আনুমানিক এগারোটা বারোটা পর্যন্ত তাকে বাড়িতেই দেখতে পেয়েছেন বাড়ির সদস্যরা। কিন্তু গভীর রাতে কখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় মৃত্যুঞ্জয় সেটা কেউ জানেন না। বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে ভোরের দিকে স্থানীয় মানুষজন দেখতে পায় গ্রামের পাশেই ময়নাগুড়ি রোড থেকে চ্যাংড়াবান্ধা যাওয়ার রাস্তায় ট্রেন লাইনে ,ট্রেনে কাটা অবস্থায় মৃতদেহটি দেখতে পায় স্থানীয়রা। পরে স্থানীয়রা মৃত যুবকের বাড়িতে খবর দিলে পরিবারের লোকজন এসে মৃতদেহ সনাক্ত করে। ঘটনার খবর পেয়ে ময়নাগুড়ির থানার পুলিশ ও জিআরপি ঘটনা স্থলে পৌঁছায়। ঘটনা তদন্ত করছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ও জিআরপি। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের, অধীনার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে , পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে পরিবারের এক সদস্য বলেন মৃত যুবক মৃত্যুঞ্জয়ের সামনের মাসেই এক তারিখে তার বিয়ে ছিল।

রাস্তার দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক দিলেন রসিক বিল বনাঞ্চল এলাকার আদিবাসী বস্তির বাসিন্দারা

কোচবিহার ঃ ভোট আসে ভোট যায়। নেতারা এলাকার উন্নয়নের বহু প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায় ভোটের আগে। কিন্তু ভোট ফুরুলে ভুলে যায় রসিক বিল বনাঞ্চল এলাকার আদিবাসী বস্তির মানুষদের। তাই এবার ভোটের আগে পাকা রাস্তার দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক দিলেন রসিকবিল বনাঞ্চল এলাকার আদিবাসী বস্তির বাসিন্দারা। মঙ্গলবার তুফানগঞ্জ২ নম্বর ব্লকের মহিষকুচি২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের রসিকবিল আদিবাসী বস্তিতে রীতিমতো প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে ভোট বয়কটের ডাক দিলেন আদিবাসী বস্তির বাসিন্দারা। মহিষকুচি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার টাকোয়ামারি বাজার হয়ে পাগলীরকুঠির ধাম সংলগ্ন এলাকায় প্রায় চল্লিশ বছর ধরে বসবাস করেন বহু আদিবাসী সমাজের লোকজন। বর্তমানে প্রায় ১৫০ টি পরিবারের বসবাস ওই গ্রামে। অভিযোগ আদিবাসী সমাজের ভোট ব্যাংককে হাতিয়ার করতে ভোটের আগে শাসক ও বিরোধী দুই দলের রাজনৈতিক দলের নেতাদের আনাগোনা বারে এই আদিবাসী বস্তিতে। সে সময় রাজনৈতিক নেতাদের মুখে আদিবাসীদের জন্য উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি মিললেও সেই প্রতিশ্রুতি আর বাস্তবায়িত হয়নি। বহু বছর ধরে গ্রামে ঢোকার একমাত্র রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় থাকলেও সেটি সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেয়নি প্রশাসন। বেহাল রাস্তার কারণে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছে। এলাকার ছাত্রছাত্রীরা সাইকেল নিয়ে স্কুলে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। এই অবস্থায় পাকা রাস্তা দাবিতে ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এলাকার বাসিন্দারা।

পাঁচকেলগুড়ি এলাকায় নতুন পাঁচটি রাস্তার উদ্বোধন

শিলিগুড়ি ঃশিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকার ফুলবাড়ি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচকেলগুড়ি এলাকায় নতুন পাঁচটি রাস্তার উদ্বোধন করলেন ক্ষত্ত্বকএর চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। বুধবার,আনুষ্ঠানিকভাবে এই রাস্তা গুলির উদ্বোধন করা হয়। জানা গিয়েছে প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে এই রাস্তা নির্মান করা হয়েছে ক্ষত্ত্বকএর তরফে। এদিনের এই অনুষ্ঠানের SJDA-এর চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রঞ্জন শীল শর্মা,গৌতম গোস্বামী, দেবাশীষ প্রামানিক সহ ডাবগ্রাম ১ এবং ২ এর দুই প্রধান। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ক্ষত্ত্বকএর চেয়ারম্যান জানান মানুষের স্বার্থে এই পঞ্চায়েত এলাকাতে যেভাবে পাকারাস্তা তৈরী হয়েছে তা বেনজীর।

মহানন্দা নদীর ধারে মেলা বসতে না দেওয়ার দাবিতে সরব ডুয়ার্স হিউম্যান কেয়ার সোসাইটি

শিলিগুড়ি ঃশিলিগুড়ি শহরের মহানন্দা নদীকে দূষণের হাত থেকে বাঁচাতে এবং শিলিগুড়ি সূর্যসেন পার্ক সংলগ্ন ময়দানে একটি মেলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলে তারই বিরোধিতা করে শহরের প্রশাসনিক মহলে স্মারকলিপি দিয়ে বুধবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন ডুয়ার্স হিউম্যান কেয়ার সোসাইটির সদস্যরা।বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করে ডুয়ার্স হিউম্যান কেয়ার সোসাইটির সম্পাদক বাবলু তালুকদার বলেন, মহানন্দা নদীর ধারে দেড় মাস ব্যাপী একটি মেলা হওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু সামনেই রয়েছে বর্ষার মরশুম।এই মরশুমে নদীর ধারে মেলা হলে মাল নদীর মতো দূর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তাই আমাদের দাবি মেলাটিকে অন্যত্র করা হোক। মহানন্দা নদীর চরে এই মেলা বন্ধ করা হোক।

আগামী ২৩শে এপ্রিল শিলিগুড়ির ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন

শিলিগুড়ি ঃশিলিগুড়ির চম্পাশাড়ির জাতীয় শক্তি সংঘ এবং উত্তরের অভিযানের পক্ষ থেকে আগামী ২৩শে এপ্রিল একটি মেগা রক্তদান শিবিরের আযোজন করা হয়েছে।শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রীগুরু বিদ্যামন্দির ময়দানে এই অনুষ্ঠান হবে বলে জানা গেছে। প্রচন্ড গরমে শিলিগুড়ি ব্লাড ব্যাংক গুলিতে দেখা দিয়েছে রক্ত সংকট। সেই বিষয়কে মাথায় রেখেই ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর দিলীপ বর্মনের সহযোগিতায় এবং জাতীয় শক্তি সংঘ ও পাঠাগার এবং উত্তরের অভিযানের তরফে এই রক্তদান শিবিরের আযোজন করা হয়েছে।এই রক্তদান শিবিরে আনুমানিক ৬০০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহের লক্ষ্য রাখা হয়েছে বলে জানান ওয়ার্ড কাউন্সিলর দিলীপ বর্মন। এছাড়াও উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে চারটি বেডও দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। এবং ওয়ার্ডে যোগাসন প্রতিযোগিতারও আযোজন করা হবে। বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিযোগিরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন। এবং বিজয়ী প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হবে।

একই দিনে দুটি প্রকল্পের উদ্বোধন চাঁচলে ,উন্নয়ন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে তোপ সভাধিপতির

মালদা ঃ একই দিনে দুটি প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি।গ্রামবাসীদের সম্মুখে ফিতে কেটে কাজের সূচনা করলেন সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন।পঞ্চায়েত ভোটের মুখে এলাকায় উন্নয়ন হওয়ায় খুশি এলাকাবাসী। বুধবার চাঁচল২ নং ব্লকের ভাকরি গ্রাম পঞ্চায়েতের পানীয় জল প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়।জেলা পরিষদের তহবিল থেকে ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দে পানীয় জলের প্রকল্পটি বসানো হয়েছে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে। তীব্র দাবদাহে প্রসূতি মায়েরা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে এসে সমস্যার সম্মুখীন হতেন।সমস্যার কথা শুনে পানীয় জলের প্রকল্প বসালেন সভাধিপতি। এছাড়াও এদিন ভবানীপুরে ২০০ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি পাকা ড্রেন নির্মাণের কাজের উদ্বোধন করা হয়।সেখানে জেলা পরিষদের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের তহবিল থেকে ৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দে পাকা ড্রেন নির্মাণ করা হচ্ছে।বর্ষাকালে সামান্য বৃষ্টি হলেই জল থৈথৈ করত এলাকায়। চরম দুর্ভোগে পড়তেন বাসিন্দারা থেকে শুরু করে পথচারীরা।জল নিকাশি ব্যবস্থার জন্য এলাকাবাসীর দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়েছি আসছিলেন।দাবি মেনে পঞ্চায়েত ভোটের আগে কাজ শুরু করলেন সভাধিপতি। সভাধিপতি বলেন,শুধু ভোটের মরসুমে নয়,সবসময় রাজ্য সরকার উন্নয়ন মূলক কাজ করে চলছে।রাজ্য ও মালদা জেলায় প্রচুর উন্নয়ন হয়েছে।কেন্দ্রীয় সরকার একশো দিনের কাজ পশ্চিমবঙ্গে স্থগিত রাখলেও উন্নয়ন থেমে নেই।রাজ্য সরকার রাস্তা ঘাট,পানীয় জল সহ বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করছে।

অবশেষে স্বস্তির বৃষ্টি!গরম থেকে কিছুটা স্বস্তি পেলো শিলিগুড়ি ও পাহাড়বাসী

শিলিগুড়ি ঃশিলিগুড়ি সংলগ্ন সেবক রোড ও শালুগাড়া এলাকায় স্বস্তির বৃষ্টি। বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া।গরম থেকে কিছুটা স্বস্তি পেলো শিলিগুড়ি ও পাহাড়বাসী। বিগত কয়েকদিন ধরে তীব্র দাবদাহে হাঁসফাঁস করছিল রাজ্যবাসী।এদিন স্বস্তির বৃষ্টি হওয়াতে তীব্র দাবদাহ থেকে রেহাই পেলো এলাকাবাসীরা।গত কয়েকদিন ধরে গরমে কার্যত নাভিশ্বাস উঠছে সাধারণ মানুষের।তাপপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে একাধিক জেলায়।দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলায় রয়েছে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা।অন্যদিকে, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে তাপপ্রবাহ চলছে বুধবারও। দার্জিলিং, কালিম্পং,কোচবিহার জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার, বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি এবং শিলাবৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা।

সালুগাড়া এলাকায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি ঃ বৌদ্ধদের ধর্মগুরু দলাই লামা কে নিয়ে সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়। সেই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই দেশজুড়ে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের তরফে তীব্র বিরোধিতা শুরু করা হয়েছে। বুধবার একইভাবে শিলিগুড়ির সালুগাড়া এলাকায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পক্ষ থেকে একটি বিক্ষোভ প্রতিবাদ কর্মসূচি করা হয় পাশাপাশি একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। মিছিলে পা মেলায় বিভিন্ন বয়সের বৌদ্ধ ধর্মের প্রচুর মানুষ। মিছিল থেকে বৌদ্ধ ধর্মের মানুষেরা ওই প্রকাশিত খবরের বিরুদ্ধে তীব্র সুর চরায়।

স্থানীয় লোকজনের তৎপরতায় আত্মহত্যার চেষ্টা করা এক যুবকের জীবন রক্ষা পেয়েছে

শিলিগুড়ি ঃশিলিগুড়ি নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের সামনে নিজের গলায় চাকু চালিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করল এক যুবক। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় স্টেশন চত্বরে। জানা গিয়েছে বুধবার বিকেলে ওই যুবককে নিজের গলায় চাকু চালাতে দেখে সেখানে থাকা মানুষেরা। তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় নিউ জলপাইগুড়ি থানায়। তড়িঘড়ি নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই যুবককে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে বর্তমানে ওই যুবক চিকিৎসাধীন রয়েছে। তবে যুবকের নাম পরিচয় এখনো জানা যায়নি। পুরো ঘটনা তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

ফালাকাটা ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ে জরুরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

আলিপুরদুয়ার ঃ আসন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ফালাকাটা ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ে জরুরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলো বুধবার। ওই সভায় ফালাকাটা ব্লকের প্রতিটি অঞ্চলে পঞ্চায়েত নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যানদের নাম ঘোষনা করা হয় এবং তাদের আগামী দিনে উক্ত অঞ্চলের নির্বাচনি প্রক্রিয়া রূপরেখা নির্ধারনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন ফালাকাটা ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মৃন্ময় সরকার ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেস সাধারন সম্পাদক তথা ফালাকাটা ব্লক পঞ্চায়েত নির্বাচন পর্যবেক্ষক ত্রিদিবেশ তালুকদার, চিরঞ্জিত দত্ত সহ নেতা ও কর্মীরা।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

‘টর্নেডো’ কি সময়ের অপেক্ষা! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মঙ্গলেই বৈঠকে নীতীশ কুমার

কলকাতা ঃ বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন! আর সেই নির্বাচনের আগে ফের একবার জোরদার হচ্ছে বিরোধী ঐক্য। ইতিমধ্যে সে বিষয়ে আলোচনাও শুরু হয়েছে জাতীয় রাজনীতিতে। এই অবস্থায় বাংলায় আসছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। গত কয়েকমাস আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করে গিয়েছেন সমাজবাদী সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। বৈঠক হয়েছে কুমারস্বামীর সঙ্গেও। এমনকি সম্প্রতি তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী স্টালিনের সঙ্গেও ফোনে কথা হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এবার তৃণমূল সুপ্রিমোর মুখোমুখি হচ্ছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী। আগামী মঙ্গলবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন নীতীশ। বিকেল চারটে নাগাদ নবান্নে এই বৈঠক হতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে। বড় বাজি যখন ফের একবার জাতীয় রাজনীতিতে বিরোধী জোটের জল্পনা তৈরি হয়েছে সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নীতীশ কুমারের বৈঠক খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে বলেই মনে করা হচ্ছে। আর এই বৈঠক থেকে একাধিক বদলের ইঙ্গিত দেবে বলেও মনে করছে রাজনৈতিকমহল। বলে রাখা প্রয়োজন, মাস কয়েক আগে হঠাত করেই বিজেপির সঙ্গে সম্পূর্ক ছিন্ন করেন নীতীশ কুমার। আর এরপরেই দিল্লির মসনদ থেকে মোদীকে উৎখাতের ডাক দেন। শুধু তাই নয়, বিজেপি বিরোধী সমস্ত জোটকে এক ছাতার নীচে আনার কথাও শোনা যায় নীতীশের মুখে। এই বিষয়ে তিনি উদ্যোগী হবেন বলেও মন্তব্য করেন। আর এরপরেই কখনও রাহুল গান্ধী এবং সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন জেডিইউ সুপ্রিমো। এমনকি একাধিক বিজেপি বিরোধী মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর কথা হয়েছে। সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনায় কি সিদ্ধান্ত হয় সেদিকেই রাজনৈতিক মহল। ইতিমধ্যে জাতীয় রাজনীতিতে বিরোধী ঐক্যের ঝড় উঠবে বলে বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, সবার সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। কোনও সময়ে নিস্তব্ধতাও অনেক কিছুর বার্তা দেন বলে জানিয়েছেন। যথা সময়ে বিরোধী ঐক্য দেখা যাবে বলেও জানিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। আর সেই সময়ে ঝড় উঠবে। আর তাতেই বিজেপি উৎখাত হয়ে যাবে বলে দাবি তাঁর। শুধু তাই নয়, আগামই লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ২০০ এরও বেশি আসন পাবে না বলেও মন্তব্য করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রবল তুষারপাত সঙ্গে প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস! আবহাওয়া বদলে বড় বার্তা সরকারের

উত্তরাখন্ড ঃ শুরু হয়েছে কেদারনাথ যাত্রা! আর তার আগেই অ্যালার্ট জারি করল উত্তরাখন্ড সরকার। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই কেদারনাথ ধামে প্রবল বৃষ্টি সম্ভাবনা রয়েছে। এমনকি হতে পারে তুষারপাতও। এই অবস্থায় কেদারনাথ যাত্রীদের জন্যে সতর্কবার্তা জারি করা হল সরকারের তরফে। সাবধানে যাত্রা করার কথাও বলা হয়েছে। ইতিমধ্যে সেখানে মাঝে মধ্যেই বৃষ্টি হচ্ছে। মাঝে মধ্যেই তুষারপাত হচ্ছে। এই অবস্থায় ভক্তদের সতর্ক হওয়ার কথা বলা হয়েছে। উত্তরাখন্ডের ডিজিপি অশোক কুমার জানিয়েছেন, গত ২৪ ঘন্টায় কেদারনাথে ভারী তুষারপাত হয়েছে। এই অবস্থায় তীর্থযাত্রীদের সতর্ক থাকার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি পরিবেশ-পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই যাত্রা শুরু করার কথাও বলা হয়েছে ডিজিপির তরফে। যদিও সরকারের তরফে দীর্ঘ এই যাত্রাপথে একাধিক ক্যাম্প খোলা হয়েছে। খোলা হয়েছে সাস্থব্য ক্যাম্পও। যে কোনও পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি সরকারের তরফে গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে বলা হয়েছে। গোটা যাত্রাপথের উপর মনিটারিং করা হচ্ছে। অক্ষয় তৃতীয়াকে মাথায় রেখে চার ধাম যাত্রা শুরু হয়েছে। চার ধাম যাত্রা যাতে ভক্তদের ভালো হয় সেদিকে তাকিয়ে ইতিমধ্যে সরকারের তরফে একাধিক ব্যবস্থা করা হয়েছে। তীর্থযাত্রীদের জন্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি ইতিমধ্যে গোটা পরিস্থিতির বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এমনকি খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজে প্রত্যেকটি সাস্থ্য কেন্দ্র খতিয়ে দেখেছে বলে জানা গিয়েছে। স্বাস্থ্যসচিব জানিয়েছেন, চার ধাম যাত্রা যাত্রার জন্যে স্বাস্থ্য দফতরের তরফে একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রস্তুত চিকিৎসক থেকে স্বাস্থ্যকর্মীরাও। অক্সিজেন থেকে শুরু করে একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি যাত্রা নিয়ে ইতিমধ্যে এসওপিও জারি করা হয়েছে। যেখানে যাত্রীদের ভ্রমণের সময় পাহাড়ের আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের শরীরকে মানিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে দীর্ঘ যাত্রাপথে একাধিকবার বিশ্রাম নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। অন্যদিকে আঁটসাঁট করা হয়েছে চারধামের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। শতাধিকেরও বেশি জায়গা থেকে ভক্তদের উপর নজর রাখা হবে বলে জানা গিয়েছে। সরকার জানিয়েছে, এবার কেদারনাথগ যাত্রার উপর বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। বলে রাখা প্রয়োজন, কয়েক হাজার তীর্থযাত্রী কেদারনাথ যাত্রা করেন। পাশাপাশি বদ্রিনাথ, গঙ্গোত্রী, জমুনাত্রী একসঙ্গেই দর্শন করেন ভক্তরা। কথায় আছে চার ধাম দর্শনে পুণ্য লাভ হয়।

কর্নাটকে শয়ে শয়ে ফৌজদারি মামলা রদ! সুবিধাভোগীদের তালিকায় বিজেপি সাংসদ ও বিধায়করাও

বেংলুরু ঃ মে মাসের দশ তারিখে কর্নাটকে বিধানসভা নির্বাচন। সে নির্বাচনে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ক্ষমতাসীন বিজেপি। এরই মধ্যে রাজ্যে অন্তত ৩৮৫ টি ফৌজদারি মামলা রদ করার বিষয়টি সামনে এসেছে। এব্যাপারে এক সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত খবর অনুযায়ী ২০১৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ৩৮৫ টি মামলা রদ করা হয়েছে। এর মধ্যে ঘৃণামূলক বক্তৃতা, গোরক্ষ সংক্রান্ত এবং সাম্প্রদায়িক হিংসার ১৮২ টি মামলা রয়েছে। একহাজারে বেশি মানুষ এইসব মামলা রদের ফলে উপকৃত হয়েছেন বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিজেপির সাংসদ, বিধায়করাও। বড় বাজি ২০২০'র ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৩-এর ফেব্রুয়ারির মধ্যে ৩৮৫ টি ফৌজদারি মামলা বন্ধ করতে সাতটি সরকারি আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে অন্তত ১৮২ টি সাম্প্রদায়িক হিংসা সম্পর্কিত। প্রথম মামলা প্রত্যাহারের ঘটনা ঘটে ২০২০'র ১১ ফেব্রুয়ারিতে। সেই সময় কৃষক বিক্ষোভে জড়িতদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছিল। তবে বাকি ছটি আদেশের মধ্যে অর্ধেক সাম্প্রদায়িক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে। ২০২০'র ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২০'র অগাস্টের মধ্যে জারি করা আদেশে মাইসুরুর বিজেপি সাংসদ প্রকাশ সিমহা এবং বিজেপি বিধায়ক রেণুকা আচার্যর মতো জন প্রতিনিধিরাও রয়েছেন। যুব কংগ্রেস সভাপতিকে নোটিশ অসম পুলিশের! নেত্রীকে বহিষ্কারের পরে বিপাকে সর্বভারতীয় নেতা উল্লেখ্য যে হিংসার ঘটনায় যুক্ত ১৮২ টি মামলার মধ্যে রয়েছে ২০১৭'র ডিসেম্বরে উত্তর কন্নড় জেলায় হিংসার ঘটনা। সেই মামলায় ৩০০ জনের নাম ছিল। গত বছরের অক্টোবরে রাজ্য সরকারের তরফে প্রসিকিউশ বিভাগকে ৩৪ টি মামলা প্রত্যাহার করার জন্য প্রয়োজনীয় আবেদন আদালতের জমা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও প্রত্যাহার করা মামলার মধ্যে রয়েছে চিকমাগালুর রো-রক্ষা সংক্রান্ত চারটি মামলা, টিপু জয়ন্তী উদযাপন সংক্রান্ত কোডাগু এবং মাইসুরুতে হিংসার ঘটনা, রাম নবমী, হনুমান জয়ন্তী এবং গণেশ উৎসবের সঙ্গে যুক্ত মামলা, আন্তধর্মী৪ বিবাহে প্রতিবাদ সংক্রান্ত মামলাও রয়েছে সেই তালিকায়। আগামী ১৫-২০ দিনে ভাঙবে মহারাষ্ট্র গভর্নমেন্ট! শিন্ডে-ফড়নবিশ সরকারের মৃত্যু পরোয়ানা জারি হিন্দু জাগরণ বৈদিক নেতা জহদীশ কারান্থের বিরুদ্ধে থাকা ৪ টি মামলা ২০২২-এর ১ অক্টোব্র প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছিল সরকার। ২০১৬ সালের ২০ মার্চ কালবুরাগীর ঘটনার জন্য শ্রীরাম সেনার নেতা সিদ্দলিঙ্গ স্বামী এবং অন্য ১১ জনের বিরুদ্ধে ঘৃণার বক্তৃতা মামলা রদ করে। এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে রদ করা ২১ টি মামলার মধ্যে ১১ টি সাম্প্রদায়িক হিংসা সম্পর্কিত। আইন বিভাগ এবং পুলিশ বিভাগের সঙ্গে বসে মন্ত্রিসভার একটি সাবকমিটি এইসব মামলা প্রত্যাহারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরাগা জ্ঞানেন্দ্র। তিনি আরও বলেছেন মামলা প্রত্যাহারের জন্য তাঁর কাছে অনুরোধ আসেছিলেন। তিনি সেগুলি সাব কমিটির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

বিরোধী ঐক্য তৈরির গতি বেড়েছে স্ট্যালিনের সাবধানী পদক্ষেপে, নেতৃত্বে কে

তামিলনাড়ু ঃ বিরোধী ঐক্য গড়ে তোলার কাজ চলছে সন্তর্পণে। ভার্চুয়ালি ঐক্য গড়ার পদক্ষেপ নিয়েছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী তথা ডিএমকে সুপ্রিমো এম কে স্ট্যালিন। স্ট্যালিনের এই সাবধানী পদক্ষেপে বিজেপি বিরোধী বিরোধী ঐক্যকে এক সূত্রে গাঁথার কাজ তরতরিয়ে চলছে। প্রশ্ন একটাই নেতৃত্বে কে? বিরোধী ঐক্য গড়তে বিরোধী দলগুলির শীর্ষ নেতারা ফোনে ফোনেই কাজ সারছেন। এতদিন বিরোধী ঐক্য নন-স্টার্টার ছিল, সেখানে অপারেশন অপোজিশন ইউনিটির কাজ শুরু হয়েছে। কর্নাটক নির্বাচনের পরই দিল্লিতে এই বিরোধী ঐক্যের শক্তি প্রদর্শন করবেন দলীয় শীর্ষ নেতারা। সম্প্রতি বিরোধী ঐক্য গঠন নিয়ে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রায়শই অভিযোগ ওঠে, তারা সক্রিয় নয়। কিন্তু কংগ্রেস-বান্ধব ডিএমকে প্রধান এমকে স্ট্যালিন এক্ষেত্রে স্পষ্ট করে দিয়েছেন কংগ্রেস কতটা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে সম্প্রতি। মার্চের শেষের দিকে সংসদে ফ্লোর নেতাদের একটি বৈঠক হয়। সেখানে কংগ্রেসকে গতি বাড়াতে বলা হয়েছিল বিরোধী ঐক্য গঠনের। সেইমতো কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে গত ৭ এপ্রিল এম কে স্ট্যালিন, উদ্ধব ঠাকরে ও নীতীশ কুমারকে ডেকে বৈঠক করেন। এবং এই জোট গঠনের একটা প্রেক্ষাপট তৈরি করেন। তারপর ১২ এপ্রিল জেডিইউ সুপ্রিমো নীতীশ কুমার ও আরজেডির তেজস্বী যাদবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন রাহুল গান্ধী। পরের দিন আবার এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ারের সঙ্গে খাড়গে ও রাহুল গান্ধীর বৈঠক হয়। আবার শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে বৈঠকের জন্য কংগ্রেস মহাসচিব সি ভেনুগোপালকে মুম্বইয়ে পাঠিয়েছেন। যুব কংগ্রেস সভাপতিকে নোটিশ অসম পুলিশের! নেত্রীকে বহিষ্কারের পরে বিপাকে সর্বভারতীয় নেতা ফলে প্রমাণিত যে বিগত দু-তিন সপ্তাহ ধরে কংগ্রেস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বিরোধী জোট তৈরি করতে। মনে রাখা দরকার যে, বিভিন্ন মতাবলম্বী নেতাদের একটা মঞ্চে নিয়ে আসা খুবই কঠিন। প্রত্যেক দলেরই নিজস্ব অ্যাজেন্ডা রয়েছে। এই অবস্থায় বলাটা সহজ, কিন্তু করাটা কঠিন। সম্প্রতি বৈঠকে শরদ পাওয়ার কংগ্রেস নেতৃত্বকে বিরোধী ঐক্য প্রক্রিয়াকে চালনা করার জন্য একটি কমিটি তৈরির প্রযোজন রয়েছে। তবে তিনি নীতীশ কুমরাকে তার পরিকল্পনায় নেই। যদিও জল্পনা রয়েছে, নীতীশ জোটের আহ্বায়ক হতে পারেন। কারণ বিহারের মুখ্যমন্ত্রী আপ, তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিআরএস-এর মতো দলগুলির কাছে পৌঁছতে পারেন। আগামী ১৫-২০ দিনে ভাঙবে মহারাষ্ট্র গভর্নমেন্ট! শিন্ডে-ফড়নবিশ সরকারের মৃত্যু পরোয়ানা জারি একাংশ মনে করেন, কংগ্রেসের নীতীশের মতো নেতাদের থেকে সতর্ক থাকা উচিত। কেননা সমাজতন্ত্রী দলগুলি কংগ্রেস বিরোধী শিবির থেকে উঠে এসেছে। জেডিইউ নেতা এখনও ২০০৪ সালের ইউপিএর থেকে কংগ্রেস ছাড়া ১৯৮৯ ও ১৯৯৬ সালের ফ্রন্টকে বেশি পছন্দ করেন, যেখানে কংগ্রেস-বিরোধী দল জোট তৈরি হয়েছিল। এই অবস্থায় স্ট্যালিন ফ্যাক্টর কাজ করতে পারে। শীর্ষস্থানীয় অ-কংগ্রেস বিরোধী নেতাদের একাংশের মতে, ডিএমকে সুপ্রিমো তথা তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্টালিন, কংগ্রেসের একজন ভালো বন্ধু। তিনি উদ্যোগী হয়ে কংগ্রেস ও কংগ্রেস-বিরোধী আপ, তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিআরএস-এর মতো দলগুলির সঙ্গে মধ্যস্থতা করতে পারেন।

ফের ভয়াবহ ভূমিকম্পে কাঁপল ইন্দোনেশিয়া, আতঙ্কে বাসিন্দারা

জকার্তা ঃ তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইন্দোনেশিয়া। রিখটারস্কেলে কম্পনের তীব্রতা ছিল ৬.১। ২ ঘণ্টার মধ্যে পর পর ২ বার অনুভূত হয় বড় কম্পন। কেপুলান বেটুতে কম্পন অনুভূত হয়েছে। রবিবার ভোর ৬টা নাগাদ অনুভূত হয় কম্পন। ফের ভূমিকম্প ইংঃদানেশিয়ায়। রবিবার ভোরে পর পর ২ বার কম্পন অনুভূত হয়। প্রথম কম্পনের তীব্রতা ছিল ৬.১। তার পরে আবার কম্পন অনুভূত হয়। দ্বিতীয় কম্পনের তীব্রতা ছিল ৫.৮। প্রথম ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ৪৩ কিলোমিটার গভীরে। আর দ্বিতীয় কম্পনের কেন্দ্রস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ৪০ কিলোমিটার গভীরে। ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে রয়েছেন বাসিন্দারা। এখনও বড় ক্ষয়ক্ষতির কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে আবারও কম্পন অনুভূত হতে পারে এই আশঙ্কায় প্রহরগুণছেন এখানকার বাসিন্দারা। সেই আশঙ্কায় প্রহরগুণছেন তাঁরা। কয়েকমাস আগেই বিধ্বংসী ভূমিকম্পে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছিল ইন্দোনেশিয়ায়। সেই ভূমিকম্পে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল বাড়ি ঘর। কমপক্ষে ১৬৯ জনের মৃত্যু হয়েছিল। তার পর থেকে দফায় দফায় একাধিক ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে ইন্দোনেশিয়ায়। এমনকী গোটা বিশ্বের একাধিক দেশে কম্পন অনুভূত হয়েছে। তুরস্ক সিরিয়ার বিধ্বংসী ভূমিকম্পের ধাক্কা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি তাঁরা।

যোগীরাজ্যে সাড়ে পাঁচ লক্ষ চাকরি গত ৬ বছরে, স্বচ্ছ নিয়োগের বার্তা আদিত্যনাথের

লখনউ ঃ যোগীরাজ্যে সাড়ে পাঁচ লক্ষ চাকরি হয়েছে গত ৬ বছরে। সাড়ে পাঁচ লক্ষ যুবককে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ দিতে সক্ষম হয়েছে বলে প্রকাশ্য মঞ্চে দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি বলেন, এই চাকরি নিয়ে কেউ একটা প্রশ্নও তুলতে পারেনি। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, এই নিযুক্তি হয়েছ সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে। গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে দুর্নীতিমুক্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া সাধন করতে। তারা তা করতে পেরেছেন। সম্প্রতি একটি সরকারি অনুষ্ঠানে তিনি নিয়োগপত্র বিতরণ করে সরকারের সাফল্যের এই দিক তুলে ধরেন। যোগী আদিত্যনাথ একটি সরকারি অনুষ্ঠানে পাবলিক সর্ভিস কমিশন দ্বারা নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগপত্র বিতরণ করে জানান, মুখ্যমন্ত্রী অভ্যুদয় কোচিংয়ের সাফল্যের কথা। তিনি বলেন, বিগত ছয় বছরে উত্তরপ্রদেশ একটি নতুন উত্তরণ শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, ৬ বছর আগে উত্তরপ্রদেশের যুবকরা বেকারত্বের জ্বালায় ভুগছিল। এ রাজ্যের যুবকরা দেশের অন্য রাজ্যে গিয়ে নিজ রাজ্য সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে দ্বিধা করত। এখন তারা নিজের রাজ্য নিয়ে গর্ব করে। আদিত্যনাথ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘মিশন রোজগার’ যুবকদের স্বপ্নকে ডানা মেলতে সাহায্য করছে। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, গত ছ’বছরে তাঁর সরকার এমএসএমই সেক্টরের অধীনে ১.৬১ কোটিরও বেশি যুবকদের কর্মসংস্থান প্রদানে সফল হয়েছে। আদিত্যনাথ বলেন, ৬০ লক্ষেরও বেশি তরুণ উদ্যোক্তাকে তাদের স্টার্ট-আপ এবং তাদের ব্যবসা শুরু করতে সহায়তা করা হয়েছে। তারা বর্তমানে ভালো কাজও করছে। কলকাতায় পোর্ট ট্রাস্টে মোটা বেতনে চাকরি সুযোগ, অফলাইনে করতে হবে আবেদন যোগী বলেন, সরকারি পরিষেবাগুলির জন্য রাজ্যের নিযগেে প্রক্রিয়া চলমান থাকায়, যুবকরাও বেসরকারি ক্ষেত্রেও নিজেদের কাজ খুঁজে পাচ্ছে।

সম্পাদকীয়

যুক্তরাষ্ট্রে কেন নেই দ্রুতগতির ট্রেন

আধুনিক এই যুগে উচ্চগতির ট্রেন কতটা জরুরি, সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এতে ভ্রমণে কেবল সময় কম লাগে না, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও মানুষকে কাছাকাছি নিয়ে আসতে এই ট্রেনের ভূমিকা অসাধারণ। চীন, জাপান ও ইউরোপের দেশগুলো উচ্চগতির ট্রেনের ব্যবহারে নেতৃত্ব দিচ্ছে বলা যায়। কিন্তু এসব দেশের মতো যুক্তরাষ্ট্রে কেন এমন রেল নেটওয়ার্ক নেই। এই গ্রহের সবচেয়ে ধনী দেশ, অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে সফল দেশ। দেশের প্রায় ৩০ কোটি মানুষ নগরজীবনে বসবাস করে। কিন্তু তারা কেন উচ্চগতির ট্রেনের ব্যবহার করছে না, সেটা বোঝা বেশ মুশকিল। জাপান ১৯৬৪ সালে শিনকেনসনের সঙ্গে প্রথম 'বুলেট ট্রেন' চালু করে। ফ্রান্স ১৯৮০-এর দশকে টিজিভি উচ্চগতির ট্রেন চালুর পর বিশ্বব্যাপী পরিবহনব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। কিন্তু এই বিপ্লবকে এত দিন ধরে অনেকটা এড়িয়ে চলেছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রে দূরপাল্লার পথে যাতায়াতের জন্য এখনো মহাসড়ক বা আকাশপথই ভরসা। এ জন্য তাঁদের কম ভোগান্তি হচ্ছে না। চীন ২০০৮ সাল থেকে প্রায় ২৬ হাজার মাইল (৪২ হাজার কিলোমিটার) উচ্চগতির ট্রেন চলাচলের জন্য রেললাইন

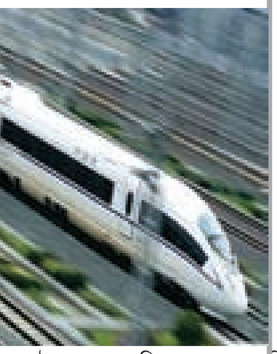

নির্মাণ করেছে। ২০৩৫ সাল নাগাদ তারা ৪৩ হাজার মাইল (৭০ হাজার কিলোমিটার) রেললাইন নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে। এই জায়গায় যুক্তরাষ্ট্র অনেক পিছিয়ে। ১০০ মাইলের বেশি গতিতে চলাচলের মতো তাদের মাত্র ৩৭৫ রুটমাইল দীর্ঘ লাইন রয়েছে। উত্তর আমেরিকার রেলপথশিল্পের পুরোনো প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান রেলওয়ে এজএর প্রধান সম্পাদক উইলিয়াম সি বানতুনো বলেন, অধিকাংশ মার্কিন নাগরিকের মধ্যে উচ্চগতির ট্রেন বা এই ট্রেনের মূল্য সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। হতাশাজনকভাবে মহাসড়ক আর আকাশপথই তাদের মনে গেঁথে আছে। ১৯৫০-এর দশক থেকে প্রাইভেট কার ও উড়োজাহাজ যুক্তরাষ্ট্রে দূরপাল্লার ভ্রমণে প্রধান ভরসা হয়ে আছে। তবে 'দ্য এম্পায়ার বিল্ডার', 'সুপার চিফ' ও 'সিলভার কমেট'-এর মতো বিলাসী যাত্রীবাহী ট্রেন দ্রুত জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ১৯৭০-এর দশকে নিউইয়র্ক সেন্ট্রালের মতো বিখ্যাত রেল পরিবহন দেউলিয়া হয়ে যায়। ফলে ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় যাত্রীবাহী ট্রেন পরিচালনাকারী সংস্থা আমট্রাকের কাছে এই প্রতিষ্ঠানটিকে হস্তান্তর করা হয়। পণ্যবাহী রেলপথ নির্মাণে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। তবে ব্যাপক হারে কর্মী ছাঁটাইসহ নানা বাজে অভিজ্ঞতার কারণে যাত্রীবাহী ট্রেনের বিষয়টি আর হালে পানি পায়নি। মার্কিন আইনপ্রণেতারাও এ নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামান না। ওয়াশিংটনে প্রভাবশালী উড়োজাহাজ কোম্পানি, তেল ও গাড়িশিল্পের লবি গ্রুপ নিজেদের স্বার্থে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছে। তবে এটা ঠিক, পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ ও যানজটের অবনতিশীল অবস্থায় তাদের অবস্থান দিন দিন দুর্বল হচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রেলপথ উন্নয়নে ১৭ হাজার কোটি ডলারের পাশাপাশি অবকাঠামো উন্নয়নে ১ দশমিক ২ ট্রিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দিয়েছেন। আমট্রাকের বোস্টন, নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনের মধ্যে সংযোগকারী উত্তরপূর্ব করিডর (এনইসি) মেরামতে এখান থেকে কিছু বিনিয়োগ করা হবে। আন্তনগর ও রাজ্যের মধ্যে নাগরিকদের দ্রুত ও টেকসই ভ্রমণের স্বার্থে দেশের অন্যান্য শহরে যাত্রীবাহী ট্রেন ফিরিয়ে আনার বড় পরিকল্পনা রয়েছে। কয়েক দশক আগেও এসব অঞ্চল ও শহরে ট্রেন যোগাযোগ ছিল। এর মধ্যে রয়েছে বেসরকারি বিনিয়োগে তৈরি ফ্লোরিডার ব্রাইটলাইন। ২০২৭ সালের মধ্যে ফ্লোরিডার সঙ্গে লস অ্যাঞ্জেলেস ও লাস ভেগাসের উচ্চগতির রেললাইন নির্মাণ করা হবে। ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাসের মধ্যেও এমন পরিকল্পনা রয়েছে। প্রস্তাবিত ক্যাসকাডিয়া রুটের আওতায় পোর্টল্যান্ড, অরেগন, সিয়াটল ও ভ্যাঙ্কুবারের মধ্যে রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা হবে। অবশেষে এসব পরিকল্পনা দেখে মনে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে যাত্রীবাহী ট্রেনে বিপ্লব হতে যাচ্ছে। ট্রেন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান অ্যালস্টম ইউএস ডিভিশনের প্রধান বাণিজ্য কর্মকর্তা স্কট শেরিন বলেন, প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান থেকে প্রত্যেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নের কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁরা সব সময় কাজ করেছেন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে। তবে এখন খুব গুরুত্ব দিয়ে সবাই এগোচ্ছে। একটা আশাবাদ তৈরি হয়েছে। যাত্রীবাহী ট্রেনের উন্নয়নে কাজ করার এখনই সময়।

সত্য যাচাই কঠিন হওয়ার কালে বিদ্যানন্দ বিতর্ক

সবকিছু চোখে দেখার পরই বিশ্বাস করতে হয় বলে আমাদের যা শেখানো হয়েছিল, তা এখন অচল হয়ে গেছে। 'আমরা কোনো কিছুই কি আর দেখে বিশ্বাস করতে পারব না?' (ক্যান উই নো লঙ্গার বিলিভ এনিথিং উই সি?) শিরোনামে নিউইয়র্ক টাইমস ৮ এপ্রিল একটি প্রতিবেদন ছেপেছে। প্রতিবেদনে অনেক ছবি আছে। একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন নাচছেন। ছবিটি বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু ছবিটি কম্পিউটারের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের (এআই) তৈরি। তারও কয়েক দিন আগের কথা।

কামাল আহমেদ
প্রাবন্ধিক

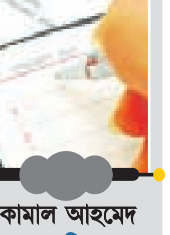

নিউইয়র্কের আদালতে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের আগের কথা। তাঁর বর্তমান আবাস ফ্লোরিডায় মারএ লাগোতে এফবিআই বিভিন্ন গোপন নথির সন্ধানে যখন তল্লাশি চালায়। সেদিনেই ছবি ছড়িয়ে পড়ল যে এফবিআইয়ের সদস্যরা তাঁকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। নিউইয়র্কের আদালতে হাজিরা দেওয়ার আগেই ছবিটা টুইটারে আট লাখ মানুষ দেখেছে। বিবিসির ডিজইনফরমেশন ওয়াচ ছবিটি ভুয়া এবং এআই দিয়ে তৈরি বলে চিহ্নিত করে।

এ তো গেল ছবির কথা। কিন্তু ১১ এপ্রিল আরও এক ধাপ এগোনোর খবর দিয়েছে বিবিসি। তাও সেটি পাশ্চাত্যের কোনো দেশ নয়, আরব দেশ, কুয়েতের। কুয়েতে টেলিভিশনে খবর পড়তে দেখা গেছে এআইসৃষ্ট এক নারীর ভিডিওতে। আপনি ভিডিওতে একজন মানুষকে মুখ নাড়তে দেখছেন, চোখেমুখে নানা রকম অনুভূতি প্রকাশ করতে দেখছেন। কিন্তু সংবাদ অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর যদি আপনাকে বলা হয় যে এতক্ষণ যাঁর ভিডিও দেখেছেন, তিনি অশরীরী। অনেকেরই তখন অজ্ঞান হওয়ার দশা হতে পারে, বিশেষ করে যাঁরা ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করেন।

ভুয়া সংবাদের বিরুদ্ধে লড়াইটা কত কঠিন হয়ে উঠছে, এগুলো হচ্ছে তার কয়েকটি খণ্ডচিত্র। এআই নিয়ে অনেকেই আতঙ্কিত এবং এর উন্নয়নে রাশ টেনে ধরার আওয়াজ উঠেছে খোদ প্রযুক্তি খাতের দানবাকৃতির প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে। তাদের মধ্যে মতভেদ এবং বিভাজনও আছে। টুইটারের ইলন মাস্ক যেমন এর রাশ টানার পক্ষে, তেমনি মাইক্রোসফটের বিল গেটস এখনই কোনো নিয়ন্ত্রণের পক্ষে নন। সরকারগুলোও বিষয়টির নীতি তৈরিতে গুরুত্ব দিয়ে বিতর্ক ও সলাপরামর্শে ব্যস্ত। চীন ঘোষণা করে দিয়েছে, তাদের দেশে বিদেশি কোনো প্রতিষ্ঠান এআই নিয়ে কাজ করতে চাইলে আগে তার একটা সরকারি নিরীক্ষা হবে।

বিদ্যানন্দের অডিট প্রতিবেদন তাদের ওয়েবসাইটে আছে। কিন্তু সেগুলোর আরও অধিকতর নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যাবে না। সংস্থাটির ওয়েবসাইটে তাদের পরিচালনা পরিষদ বা ট্রাস্টি কারা, কী তাদের পরিচয়, সেসব বিষয়ে কোনো তথ্যই নেই। অনাথ বাচ্চাদের জন্য সাহায্য চাইতে বাচ্চাদের ছবি যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তা কি শিশু আইনের অনুমোদনযোগ্য? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তরের দায়িত্বের মধ্যেই তো পড়ার কথা।

যুক্তরাষ্ট্রের মতোই আমাদের রাজনীতিতে বিভাজন তীব্র। সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ছবির মতো এ দেশেও কোনো রাজনীতিবিদের বানোয়াট ছবি দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা অসম্ভব নয়। বিশেষ করে বিভিন্ন ওপেনসোর্স এআই অ্যাপ এখন যেভাবে সহজলভ্য হয়ে গেছে এবং আসন্ন নির্বাচনের আগে সেগুলোর যে আরও উন্নতি ঘটবে, তাতে সন্দেহ নেই। নিউইয়র্ক টাইমস যে অ্যাপ ব্যবহার করে বানোয়াট ছবি বানিয়েছিল, সেটি হচ্ছে মিডজার্নি। তারা ভুয়া ছবি চিহ্নিত করার কৌশল নিয়েও আলোচনা করেছে। যেসব ছবি তারা বানিয়েছে, সেগুলোর হাত নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে তা কৃত্রিম, মানবীয় নয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এতটা সূক্ষ্মভাবে বিচারবিশ্লেষণ সম্ভব নয়। ফলে, ভুয়া ছবি ও খবর মোকাবিলা এখন মূলধারার সংবাদমাধ্যমের জন্য যে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ভুয়া ছবির বিষয়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে গেটি ইমেজ। তারা এ রকম এআইনির্ভর ছবি তৈরির টুল স্ট্যাবিলিটি ডিফিউশনের স্বত্বাধিকারী কোম্পানি স্ট্যাবিলিটি এআইয়ের বিরুদ্ধে ১ কোটি ২০ লাখ ছবি বেআইনিভাবে কপি করার অভিযোগ এনে মামলা করেছে। কোম্পানিটি যে এআই টুল তৈরি করেছে, সেই টুলের প্রশিক্ষণের জন্য এসব ছবি সংগ্রহ করেছে। এ রকম মামলা হচ্ছে বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানির তরফ থেকে তাদের লোগো ও ব্র্যান্ডের সুনাম সুরক্ষার জন্য।

তথ্যের সত্যতা যাচাই সব সময়েই সাংবাদিকদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

কিন্তু এখন সে দায়িত্ব নতুন মাত্রা পেয়েছে এবং সংবাদমাধ্যমগুলোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ভুয়া তথ্য চিহ্নিত করার সক্ষমতা অর্জন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ফরাসি বার্তা সংস্থা বিডিফ্যাক্টচেক নামে একটি সেবা শুরু করেছে। ফেসবুক ও গুগলও ভুয়া তথ্য ও ছবি যাচাইয়ে প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছে। কিন্তু এই ফ্যাক্টচেকিং বা সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আরও কিছু উদ্যোগ এখন বাংলাদেশে আবির্ভূত হয়েছে, যাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও যোগসূত্র নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ফেসবুক হ্যাকার হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের প্ল্যাটফর্মে নিষিদ্ধ করেছে এমন কয়েকজন ফ্যাক্টচেকিংয়ের কাজ শুরু করায় এ আশঙ্কা ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। সাইবার জগৎ বা অনলাইন হচ্ছে এখন প্রচারের নতুন যুদ্ধক্ষেত্র। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনো কিছু ভাইরাল হতে সময় লাগে না এবং ভাইরাল হলে তা সমাজ ও রাজনীতিতে যে কতটা আলোড়ন তৈরি করে, তার অভিজ্ঞতা আমাদের কম হয়নি। তবু আমরা যথেষ্ট সতর্ক বলে মনে হয় না। রাজনৈতিক বিভাজনের প্রভাব সমাজে যেভাবে স্থায়ী রূপ নিয়েছে, তাতে সামাজিক মাধ্যমের যেকোনো বিতর্কেও তার প্রতিফলন পড়তে বাধ্য।

সাম্প্রতিক বিদ্যানন্দ বিতর্কের কথাই এখানে উল্লেখ করা যায়। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, ঘটনাটি ফেসবুকে উত্তাপ যতটা ছড়িয়েছে, মূলধারার সংবাদমাধ্যমে তা ততটাই উপেক্ষিত থেকেছে। পক্ষেবিপক্ষে যাঁরা কথা বলেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিচয় নিয়েও কথা উঠেছে। আমাদের দেশে মূলধারার সংবাদমাধ্যম কি এসব বিতর্কে কোনো ভূমিকা নিতে পারে? স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির প্রশ্নে সংবাদমাধ্যমের নিশ্চয়ই এ ক্ষেত্রে কিছু দায় আছে। কেননা, এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রসার ও প্রচারে তারাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বিদ্যানন্দের অডিট প্রতিবেদন তাদের ওয়েবসাইটে আছে। কিন্তু সেগুলোর আরও অধিকতর নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যাবে না। সংস্থাটির ওয়েবসাইটে তাদের পরিচালনা পরিষদ বা ট্রাস্টি কারা, কী তাদের পরিচয়, সেসব বিষয়ে কোনো তথ্যই নেই। অনাথ বাচ্চাদের জন্য সাহায্য চাইতে বাচ্চাদের ছবি যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তা কি শিশু আইনের অনুমোদনযোগ্য? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তরের দায়িত্বের মধ্যেই তো পড়ার কথা। তাদের সব কাজের জবাবদিহি চাওয়ার অধিকার সাধারণ মানুষের রয়েছে। বিতর্ক তৈরি হওয়ার পর তা অনিষ্পন্ন থাকলে প্রতিষ্ঠানেরই ক্ষতি হয়, যা কারোরই কাম্য নয়।

বিশ্বের বিখ্যাত কিছু দাতব্য সংস্থার ক্ষেত্রেও অর্থের নয়ছয়, কর্তাদের জবাবদিহিতে অনীহা এবং যৌন অপরাধের মতো অভিযোগ অতীতে উঠেছে। অক্সফাম, সেভ দ্য চিলড্রেনের মতো প্রতিষ্ঠান এ ধরনের কেলেঙ্কারির মুখে পড়েছে। এমনকি জাতিসংঘকর্মীদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু সেগুলোর নিষ্পত্তি হয়েছে তৃতীয় পক্ষকে স্বাধীনভাবে তদন্ত করতে দেওয়ার মাধ্যমে। ওই সব ক্ষেত্রেও সংবাদমাধ্যমগুলোর ভূমিকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সত্য যাচাই কঠিন হওয়ার কালে সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে আমাদের দেশেও সংবাদমাধ্যমের কাছে ব্যতিক্রম কাম্য নয়।

সাময়িকী

চিত্রা নদীর ইলিশ যেন কল্পকাহিনি

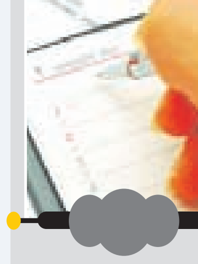

নজমুল হক
কলামিস্ট

ইলিশ বাংলাদেশের জাতীয় মাছ। বাঙালির কাছে ইলিশ খুব জনপ্রিয়। মূলত এটি একটি সামুদ্রিক মাছ। সমুদ্রের লবণাক্ত জলেতে এদের ঝাঁকে ঝাঁকে দেখা যায়। এগুলো মিঠাজলেতে ডিম পাড়তে আসে। ডিম থেকে রেণু বের হলে বৃদ্ধি ও পরিপক্বতার জন্য সেগুলো আবার সমুদ্রে চলে যায়। বাংলাদেশের উপকূলবর্তী নদী, যেমন পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তেঁতুলিয়া, শিবসা নদীগুলোর মোহনার কয়েকটি স্থানকে এগুলোর ডিম ছাড়ার ক্ষেত্র হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। এগুলো সাধারণত জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে তাদের প্রজনন ঘটায়।

বাংলাদেশের পদ্মা, মেঘনা নদীর নিচের অংশ, রূপসা, শিবসা, বিষখালী, তেঁতুলিয়া, আড়িয়াল খাঁ ও পশুরে প্রচুর ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। ইলিশ দেশের মোট উৎপাদিত মাছের প্রায় ১২ ভাগ ও সামুদ্রিক মাছের প্রায় ৪১ ভাগের বেশি। এ ছাড়া পুরো বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম। অর্থাৎ বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনে ৭৫ ভাগই বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়। ইলিশ মাছ অর্থনৈতিক দিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আহরিত মাছের একটা বড় অংশ স্থানীয় বাজারে বিক্রি হয়। এ ছাড়া চাহিদা বেশি থাকায় বিদেশে, বিশেষ করে ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে ইলিশ রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়ে থাকে। নদীতে পলি জমে উপরিভাগ শুকিয়ে যাওয়া, ব্যাপক আকারে জাটকা নিধন ইলিশ মাছের সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাব্য অন্তরায়। এ ছাড়া ভারতের গঙ্গা নদীতে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ ইলিশের উৎপাদন কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ। আশার কথা, বর্তমান সরকার ইলিশসম্পদ টিকিয়ে রাখতে বছরের কিছু নির্দিষ্ট সময় ইলিশ মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা, জাটকা নিধন বন্ধ ও ডিমওয়ালা ইলিশ রক্ষার্থে প্রণীত মৎস্য আইন প্রয়োগে বহুবিধ ব্যবস্থা নিয়ে আশানুরূপ ফল পাওয়া গেছে। এর ফলে মাছের আকার ও উৎপাদন আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে।

ইলিশ মাছের ধর্ম স্রোতের বিপরীতে সাঁতরানো। আর জাল গড়া দেওয়ার সময় জালে ধরা পড়ত বিভিন্ন সাইজের রুপালি ইলিশ। যেসব লোকের নিজস্ব নৌকাজাল ছিল না, তাঁরা অন্য লোকের নৌকাজাল দিয়ে মাছ ধরে তা মালিকের সঙ্গে আধাআধি ভাগ করে নিত। মায়ের কাছ থেকে শুনেছিলাম, এ রকম নৌকাজালের মালিক হিসেবে আমরা একদিন আধাআধি ভাগে বিভিন্ন সাইজের ২২টি ইলিশ মাছ পেয়েছিলাম। বর্তমান সময়ে বাঙালির এই অতি প্রিয় ইলিশের আকাশছোঁয়া দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। যেমন ১ কেজির একটা ইলিশের দাম ১৫-১৬ শত টাকা, যা একজন সাধারণ মানুষ কেনার কথা চিন্তাই করতে পারে না। উল্লেখ্য, এমন এক সময় ছিল, যখন বাংলাদেশের ছোটবড় অনেক নদীতে প্রচুর ইলিশ পাওয়া যেত। যেমন আমাদের নড়াইলের চিত্রা নদীতে পঞ্চাশষাটের দশকে আমাদের শৈশবে প্রচুর ইলিশ ধরা পড়ত। বাংলাদেশের দক্ষিণপশ্চিম অঞ্চলে যে কয়টি গুরুত্ব পূর্ণ নদী আছে, চিত্রা তার অন্যতম। নড়াইল শহরের পাশ দিয়ে এই নদীর প্রবাহ। নদীটি চুয়াডাঙ্গা ও দর্শনার নিম্নস্থল থেকে উৎপন্ন হয়ে মাগুরা ও ঝিনাইদহর মধ্য দিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে নড়াইলে প্রবেশ করে নবগঙ্গা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে আর মাইজপাড়া থেকে উত্তরে মাগুরার সঙ্গেও নবগঙ্গা নামে মিলিত হয়েছে। পঞ্চাশষাটের দশকে আমাদের চিত্রা নদীতে প্রচুর ইলিশ মাছ ধরা পড়ত। সে সময় নদীর পার্শ্ববর্তী গ্রামের মোটামুটি সচ্ছল পরিবারের লোকেরা ডিঙিনৌকায় করে সাইংলেজাল দিয়ে নদীতে ইলিশ মাছ ধরত। ইলিশ মাছ ধরার এই জাল আমাদের নড়াইলের স্থানীয় ভাষায় সাইংলেজাল নামে পরিচিত। তাঁরা ডিঙিনৌকা থেকে এই গভীর নদীতে জাল ফেলে উজান থেকে ভাটির দিকে জাল গড়া দিত।

জানা অজানা

অক্ষয় তৃতীয়ার শুভদিনে মাতাজী আশ্রমে বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ক্লাস শুরু হলো

সুনীল কুমার দে

পূর্ব নির্ধারিত কার্যসূচি অনুসারে আজ তারিখ ২৩ শে এপ্রিল মাতাজী আশ্রম হাতাতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষ্যে বাংলা ভাষী ছাত্র ছাত্রী ও ছেলে মেয়েদের কে বাংলা ভাষা শেখানোর জন্য প্রথম বাংলা ক্লাস শুরু করা হলো।প্রথম বাংলা ক্লাস শুরু করলেন আশ্রমের সঞ্চালক সহ কবি ও লেখক সুনীল কুমার দে।ক্লাসের আগে আশ্রমের অধ্যক্ষ কৃষ্ণ পদ মণ্ডল ছাত্র ছাত্রী ও বাংলা ভাষা শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানালেন ও বাংলা ভাষা শেখার আগ্রহের জন্য ধন্যবাদ দিলেন।সুনীল কুমার দে বাংলা ভাষা শেখানোর সাথে সাথে নৈতিক শিক্ষার উপর ও জোর দিলেন।তিনি বললেন,,,বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষ গড়ার শিক্ষা নেই।মানুষ গড়ার জন্য নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন।নৈতিক শিক্ষা ছাড়া একজন ছাত্র ছাত্রী প্রকৃত মানুষ ও দেশের একজন ভালো নাগরিক পারবে না।তিনি নিজেদের মাতৃভাষা কে অনিবার্য্য রূপে শেখার জন্য আহ্বান ও আবেদন জানান কারণ মাতৃভাষা ছাড়া শিক্ষা অসম্পূর্ন।বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্লাসে শিক্ষার্থী রূপে উপস্থিত ছিলো নিশা ভকত, রিয়া মোদক,প্রিয়ঙ্কা মোদক,ঋতু রায়,বেবী রানী সরদার,চৈতন মণ্ডল,সুদীপ কুমার মণ্ডল,অভিষেক মণ্ডল,অম্বিকা মোড়ল ও ধ্বনিকা মোড়ল।প্রতি রবিবার সকাল ৯ থেকে ১১ টা পর্য্যন্ত মাতাজী আশ্রমে বাংলা ভাষা শেখানোর ক্লাস হবে।এই শিক্ষা অবৈতনিক হবে।যারা বাংলা শিখতে আগ্রহী তারা আশ্রমে এসে সুনীল কুমার দের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

মর্যাদা পুরুষোত্তম রাম ঃ সুনীল কুমার দে

ভগবান রাম আমাদের দেশের কোটি কোটি হিন্দু নর নারীর ইষ্ট দেবতা।ভারতের একজন আদর্শ পুরুষ।রাম আমাদের দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতিতে আজ ও প্রবাহমান।রাম কে শুধু হিন্দুরাই মানে তা নয় বিভিন্ন ধর্মের মানুষ ও তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে।ইন্দোনেশিয়া তে রামায়ণ কে তো স্কুল পাঠ্যে অনিবার্য করে দিয়েছে কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রদীপের নিচেই অন্ধকার।আমাদের দেশের কিছু তথাকথিত সেক্যুলার বাদীরা রামের অস্তিত্ব কে পর্যন্ত অস্বীকার করেন,রাম মন্দির নির্মাণের বিরোধিতা করেন। রামচন্দ্রের নামে যা তা কথা বলেন।ইনারা সবাই রাক্ষসের মধ্যে পড়ে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যদি সত্য হন,তাহলে রাম ও কৃষ্ণ ও সত্য।কারন সত্যবাদী শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ কে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়ে গেছেন, যে রাম সেই কৃষ্ণ,সেই ইদানীং এই শরীরে রামকৃষ্ণ।রামচন্দ্র কে আমাদের হিন্দু ধর্মে তাঁকে বিষ্ণুর সপ্তম অবতার হিসাবে মানা হয়।রামচন্দ্রের মধ্যে ঈশ্বর ভাবের চেয়ে মানব ভাবের প্রকাশ বেশি।তাই তিনি অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ খুব কম দেখিয়েছেন।তিনি একজন আদর্শ পুত্র,আদর্শ দাদা,আদর্শ পতি, আদর্শ বন্ধু,ও আদর্শ রাজা হিসাবে জগতে উদাহরণ প্রস্তুত করে গেছেন যাঁকে আমরা সাধারণ মানুষ অনুসরণ করতে পারি।অনেকেই বলেন রাম নির্দোষ বালিকে বধ করে,সীতার অগ্নি পরীক্ষা করে ও তাকে বনবাস দিয়ে ভালো কাজ করেন নি।আজকাল এমনও কিছু দিগগজ পন্ডিতেরা বলেন, রাম তো কোনো ভগবান ই নন,যিনি তাঁর পত্নীকে রাবনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন নি।ভগবানের লীলা বোঝা সবার পক্ষ্যে সম্ভব নয়।তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন,,, এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে।অর্থাৎ আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে অনন্ত ঈশ্বরের ধারণা করতে পারি না। রামচন্দ্র মানব রূপে এসেছিলেন তাই সাধারণ মানব হয়ে আদর্শ মানবের লীলা করেছেন।রাজা দশরথের কাছে রানী কৈকেয়ী দুটো বর চাইলেন,এক বরে রামের চৌদ্দ বছর বনবাস ও দ্বিতীয় বরে তারপুত্র ভরতের রাজ্যাভিষেক।রামচন্দ্র কোনো বিরোধ না করে বনে যেতে রাজি হয়ে গেলেন পিতৃ সত্য পালন করার জন্য।এখানে তিনি এই প্রস্তাব নাও মানতে পারতেন কারন প্রতিশ্রুতি তার বাবা দশরথ দিয়েছিলেন তিনি নন।এখানে তিনি একজন আদর্শ পুত্রের নজির দেখালেন।পতিব্রতা নারী সীতাদেবী ও আদর্শ ভাই লক্ষন রাজ সুখ পরিত্যাগ করে রামচন্দ্রের সাথে তাঁর সেবা করার জন্য বনে গেলেন।এটাই আমাদের ভারতীয় সমাজের মহানতা ও আদর্শ। রামচন্দ্র যখন বনে গেলেন তখন আসল সীতাকে অগ্নিদেবের কাছে রেখে দিয়ে ছায়া সীতাকে নিয়ে লীলা করলেন।তিনি আগে থেকেই জানতেন কি ঘটনা ঘটবে।একদিন রাবনের বোন সূর্পনখা সেই বনে এসে রামের রূপে মুগধ হয়ে তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় রামচন্দ্র বিবাহিত পুরুষ,সাথে স্ত্রী ও রয়েছে তাই তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারেন না।তিনি তাই লক্ষণের কাছে পাঠালেন কিন্তু লক্ষণ ও বিবাহ করার অসম্মতি জানালেন।তখন সূর্পনখা সীতা দেবী কে বধ করার জন্য উদ্যত হলো ।তখন লক্ষণ তার নাক কেটে দিলেন।এখানে রামচন্দ্র একজন আদর্শ পতির পরিচয় দিলেন যে একজন পত্নী থাকতে অন্য কোনো নারীকে গ্রহণ করা উচিত নয়।সূর্পনখা র কথায় রাবন সন্ন্যাসীর বেশে সীতা দেবী কে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে গেল।লক্ষী স্বরূপিনি সীতা দেবী রাবন কে ভিক্ষা দেওয়ার জন্য লক্ষণ রেখা পার করে ভিক্ষা নাও দিতে পারতেন কিন্তু তিনি এখানে অতিথি নারায়ণ বলে সংসার ধর্ম পালন করলেন।তিনি চাইলে রাবন কে বধ করতে পারতেন কিন্তু রাক্ষস কুলকে উদ্ধার করার জন্য সীতাদেবী রাবনের লঙ্কায় গেলেন।কারন এজন্যই তাঁদের পৃথিবীতে আসা।রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন, দুষ্ট বালী কে বধ করে বন্ধু ধর্ম পালন করলেন।এখানে তিনি একজন আদর্শ বন্ধুর নিদর্শন প্রস্তুত করলেন কলংকের বোঝা মাথায় নিয়ে।অবশ্য বালী অবশেষে প্রভু রামচন্দ্রের কাছে নিজের ভুল ও অপরাধের কথা স্বীকার করলেন।রাবন বিভীষণ কে ভালো কথা বলার জন্য তাকে তাড়িয়ে দিলো।বিভীষণ রামের শরনে এলেন।রামচন্দ্র তাঁকে বন্ধুর মর্য্যাদা দিলেন। আমরা কিন্তু বিভীষণ কে ঘরভেদী বিভীষণ বলে জানি কিন্তু আসলে তিনি ভক্ত বিভীষণ তাই তিনি ভগবান কে বন্ধু ও সখা রূপে পেয়েছিলেন।এখানেও সেই আদর্শ বন্ধুর নিদর্শন দেখালেন প্রভু রামচন্দ্র।রাবন বধ হয়ে গেলে সীতাদেবী কে গ্রহণ করার কথা উঠলে রামচন্দ্র আগুন জ্বেলে সেই আগুন পার করে তাঁর কাছে আসার আমন্ত্রণ জানালেন।এতে লক্ষণ সহ সবাই বিরোধ করলেন।প্রভু রামচন্দ্র সব কথা খুলে বললেন।ছায়া সীতা আগুনে দগদ্ধ হলো।আসল সীতা কে অগ্নিদেব রামচন্দ্রের হাতে তুলে দিলেন।

সীতা উদ্ধার করে অযোধ্যায় ফিরলেন রামচন্দ্র।রাম রাজা হলেন।সীতা দেবী রানী হলেন। এরই মধ্যে সীতা দেবী অন্তরসত্তা হলেন।প্রজাদের মধ্যে চারিদিকে গুঞ্জন উঠলো সীতার চরিত্র নিয়ে।পতি রাম দুঃখিত হলেন কিন্তু রাজা রাম বিচলিত হলেন।অবশেষে রাজা রাম সীতা দেবী কে বনবাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।লক্ষণ কে পাঠালেন বাল্মীকি র তপবনে রেখে আসতে।লক্ষণ এর অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বড় দাদার কথা অমান্য করতে পারলেন না।অবশেষে সীতা মাকে বাল্মীকি র তপবনে ছেড়ে দিয়ে এলেন।লক্ষণ দেখালেন ভ্রাতৃ প্রেম।এদিকে রামচন্দ্র দ্বিতীয় বিবাহ করলেন না বরং সীতার মতো বনবাসী জীবন পালন করতে লাগলেন।অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় পত্নীর প্রয়োজন হয়।কি হবে,হয় সীতা দেবী কে ফিরিয়ে আনতে হবে নচেৎ রামচন্দ্র কে দ্বিতীয় বিবাহ করতে হবে।কিন্তু প্রজারা চায় না যে সীতাদেবী পুনরায় অযোধ্যায় ফিরে আসুক তাই সবাই তাঁকে দ্বিতীয় বিবাহ করার অনুরোধ জানালেন।কিন্তু রামচন্দ্র বললেন,,রামের মনে সীতা ছাড়া অন্য নারীর কোনো স্থান নেই তাই দ্বিতীয় বিবাহ সম্ভব নয়।তখন সবাই মিলে সোনার সীতা মূর্তি বানিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ন করলেন। এই হলো আদর্শ পতি।যথা সময়ে রাম পুত্র লবকুশের জন্ম হলো।বাল্মীকি মুনি সীতাদেবী কে ও লবকুশ কে প্রভু রামচন্দ্রের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য অযোধ্যায় এলেন।প্রজারা অনুরোধ জানালো সীতা দেবীকে অগ্নি পরীক্ষা দিতে হবে।পতি রাম রাজা রামের কাছে হেরে গেলেন।কিন্তু সীতাদেবী অগ্নি পরীক্ষা না দিয়ে মা ধরিত্রীর কোলে বসে পাতাল প্রবেশ করলেন।রামচন্দ্র তো জানতেন সীতা শুদ্ধ ও পবিত্র কিন্তু তবু অগ্নি পরীক্ষার বিরোধ করলেন না কেন।এখানে কি পতি রামচন্দ্র পত্নী সীতার সাথে অবিচার করলেন।নারীবাদীরা হয়তো বলবেন হ্যাঁ রামচন্দ্র এখানে সীতাদেবী র উপর অবিচার করলেন কিন্তু রাজা রাম কিন্তু এখানে রাজধর্ম পালন করলেন।তাছাড়া যে কাজের জন্য তাদের মানুষ হয়ে আসা সে কাজ তাঁদের শেষ হয়ে গেছিলো তাই তাঁরা ফিরে গেলেন নিত্যধামে এক অভিনয় করে।জয় শ্রীরাম।

পাঠকের চিঠি

পরনিন্দা ও পরচর্চা করলে আত্ম চর্চা ও ঈশ্বর চর্চা দুই ভুল হয়

ভগবানের নাম করার সময় থাক বা না থাক,মঠ,মন্দির,আশ্রম ও সৎসঙ্গে যাওয়ার সময় হউক বা না হউক,আজ কাল পরনিন্দা ও পর চর্চা করার সময়ের অভাব নেই।পরের পিছনে লাগা,পরের দোষ দেখা,সমালোচনা করা ও বদনাম করার সময় খুব পাওয়া যায়।অনেকের ভগবানের নাম না করলেও চলবে কিন্তু পরের চর্চা ও পরের নিন্দা করা খুবই জরুরি।এ সব না করলে পেটের ভাত হজম হবে না।যার সে বদনাম বা নিন্দা করছে তার যদি কেউ নাম করে ও প্রশাংশা করে তাহলে তো আর বলার নেই,চোখের ঘুম নষ্ট হয়ে যায় তার,পেট ব্যথা শুরু হয়ে যায়।দোষে গুনে মানুষ।কেউ সবার জন্য ভালো নয় আবার কেউ সবার জন্য খারাপ ও নয়।কারো যদি নাম হচ্ছে,কেউ যদি কারো নাম করছে তাহলে আমার তাতে দুঃখ কেন,কষ্ট কেন।নিশ্চয় সে সমাজের জন্য অথবা মানুষের জন্য কিছু ভালো কাজ করেছে বা করছে তবেই মানুষ তার নাম করছে।তুমি ও ভালো কাজ করো মানুষ তোমার ও নাম করবে।পরনিন্দা বা পরচর্চা করলে তো কেউ তোমার নাম করবে না।এতে আত্ম চর্চা ও ঈশ্বর চর্চা দুই নষ্ট হবে।মন মলিন ও কলুষিত হবে।মানুষের কাছে একদিন ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়াবে।হয়তো সামনে তোমাকে কিছু বলবে না কিন্তু পিছনে তোমাকে গালি দিতেও ছাড়বে না।তাই সারদা মা বলেছেন,,,জীবনে যদি শান্তি পেতে চাও তবে কারো দোষ দেখো না,দোষ দেখবে নিজের,এ জগতে কেউ পর নয়,প্রেমে জগৎ তোমার।

সুনীল কুমার দে, পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

যুব নেত্রী অঙ্কিতা দত্তকে কংগ্রেস থেকে ছয় বছরের জন্য বহিষ্কার করার নির্দেশ প্রসঙ্গে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া

রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্কিতা দত্তের সমর্থনে স্থিতি প্রকাশ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ কংগ্রেসের অনুশাসন কমিটি অঙ্কিতা দত্তকে ছয় বছরের জন্য প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে বহিষ্কার করার নির্দেশ দিয়েছে। এক্ষেত্রে ইতিমধ্যে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা সহ মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তবে এই সংক্রান্তে পিছিয়ে নেই বিজেপি, অগপ কিংবা এআইইউডিএফ। প্রতিটি দল এই প্রসঙ্গে অঙ্কিতা দত্তের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতারাও একইভাবে এই বিষয়ে নিজেদের মতামত তুলে ধরেছেন। তবে প্রদেশ কমিটির সভাপতি ভূপেন বরার মতো বিধানসভায় দলীয় নেতা দেবব্রত শইকিয়া অঙ্কিতা দত্তের প্রসঙ্গে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সমর্থন জানিয়ে রাজ্যের যুব নেত্রীর বিরোধিতা করেছেন।

প্রসঙ্গত অঙ্কিত দত্ত এবং যুব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিবাস বিভির বিরুদ্ধে তার অভিযোগকে কেন্দ্র করে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে কংগ্রেস। যুব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিবাসের বিরুদ্ধে মানসিক নির্যাতন, অশালীন ব্যবহার এবং বৈষম্য মূলক আচরণের অভিযোগ এনে এক প্রকার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিকে প্রায় তথৈবচো অবস্থায় ফেলে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন অঙ্কিতা দত্ত। তবে এক্ষেত্রে শ্রীনিবাসের বিরুদ্ধে থানা এবং সিআইডিতে অঙ্কিতা দত্ত অভিযোগ জানানোর পর অস্বস্তিকর এই বলটিকে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের পকেটে দিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। অবশেষে অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সিদ্ধান্তে যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন সভাপতি ভূপেন বরা এন্ড পার্টি। ফলে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের অনুশাসন কমিটির এই বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত আসার পরেই এক্ষেত্রে তার যাবতীয় দায়িত্ব এবার শেষ হলো বলে মন্তব্য করেছেন প্রদেশ কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। তবে একইভাবে এই ঘটনায় অঙ্কিতা দত্তকে ষড়যন্ত্র রচনাকারী বলে আখ্যা দিয়েছেন বিধানসভায় দলীয় নেতা দেবব্রত শইকিয়া।

শনিবার এই বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন অঙ্কিতা দত্ত মানহানির চক্রান্ত রচনা করেছিলেন। এক্ষেত্রে ষড়যন্ত্র রচনা করে দলের একজন নেতার ভাবমূর্তি নষ্ট করার প্রচেষ্টা করেছেন অঙ্কিতা দত্ত। এক্ষেত্রে দলেরও ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়েছে বলে মতামত ব্যক্ত করেন দেবব্রত শইকিয়া। তিনি বলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস অঙ্কিতা দত্তকে ৬ বছরের জন্য দল থেকে বহিষ্কার করেছে। অঙ্কিতা দত্ত সম্প্রতি পার্টি লাইনের বাইরে গিয়ে দলবিরোধী কার্যকলাপ

করেছিলেন। এরজন্য তাকে শোকজ নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এই নোটিশের জবাবে সন্তুষ্ট হয়নি অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি। ফলে অবশেষে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিধানসভায় দলীয় নেতা দেবব্রত শইকিয়া।

বিজেপির রাজ্য কমিটির সভাপতি ভবেশ কলিতা বলেন কংগ্রেস নিজের দলের মহিলাকে নিরাপত্তা দিতে পারে না। তাছাড়া অঙ্কিতা দত্তকে ন্যায় দিতেও অক্ষম কংগ্রেস। তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ জানিয়েছিলেন অঙ্কিতা দত্ত। অথচ কংগ্রেস নিজের দলীয় নেত্রীকে গুরুত্ব দেয়নি। অসম যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিলেন তিনি। একজন সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা এভাবে অসমের দলীয় নেত্রীকে অপমান করার সুবিচার করতে কংগ্রেস পারেনি বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি।

রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা বলেন নিজের দলের মহিলাকে ন্যায় এবং বিচার দিতে না পারা এটাই কংগ্রেস দল। এটাই কংগ্রেসের কালচার। কংগ্রেসের শুধুমাত্র একটি সংস্কৃতি রয়েছে সেটা হল অপমান করা বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। একইভাবে বিজেপি সাংসদ পল্লব লোচন দাস বলেন একজন কংগ্রেসের মহিলা দলের কার্যকর্তা কিংবা কর্মী হিসেবে যখন নির্যাতনে বলি হয়েছেন এবং সেটা জনসমক্ষে বলেছেন। তাহলে নিশ্চিত হবে দলের উচিত ছিল এক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তবে অসমের কন্যা এভাবে নির্যাতনের বলি হওয়াটি কোন দলেই মেনে নেবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন সাংসদ পল্লব লোচন দাস।

অসম গণ পরিষদের সভাপতি এবং কৃষি মন্ত্রী অতুল বরা বলেন অঙ্কিত দত্ত একজন মহিলা। ফলে অসমীয়া মহিলার সম্মান অসমীয়া কন্যার মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকাটি প্রত্যেকেই দাবি করেন । কিন্তু যেহেতু অঙ্কিতা দত্ত বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে এজাহার দাখিল করেছেন বলে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ফলে আইন নিজের রাস্তা নেবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন অগপ সভাপতি এবং কৃষি মন্ত্রী অতুল বরা। অন্যদিকে বরাক উপত্যকার সোনাই বিধানসভা কেন্দ্রের এআইইউডিএফ বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া অঙ্কিতা দত্ত প্রসঙ্গে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিকে তীক্ষ্ণ ভাষায় সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন যে যা খুশি ধরনের রাজনীতি করুক। কিন্তু একজন মহিলা যখন নিজের আত্মসম্মান এবং মর্যাদা রক্ষার জন্য লড়াই করছেন তখন কংগ্রেসের উচিত ছিল একটি কমিটি গঠন করা। এক্ষেত্রে অ্যাকশন রিয়েকশনের অপেক্ষা না করে অসম প্রদেশ কংগ্রেস সরাসরি দিল্লির পক্ষ নিয়েছে, যুব কংগ্রেস সভাপতির পক্ষ নিয়েছে। এবং এর পাশাপাশি অসমের কন্যার অপমান করেছে। এটা ঠিক হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া বলেন অঙ্কিতা দত্তের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে মতবিরোধ থাকতে পারে। কিন্তু যেহেতু একজন অসমের কন্যাকে অপমান অপদস্থ করা হয়েছে ফলে দলীয় স্বার্থের জন্য কোন রাজনৈতিক দল এভাবে সেই মহিলার বিরোধিতা করবে এই ধরনের নজির অসমের ইতিহাসে নেই। এক্ষেত্রে বিধায়ক বলেন ঈদের দিনে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন অসমের কন্যাকে অপমান করা ব্যক্তির বিরুদ্ধে যাতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া অসম পুলিশের ডিজিপি জিপি সিংহকে এক্ষেত্রে কোন ধরনের চাপ না মেনে মহিলাকে অপমান করা ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এআইইউডিএফ বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া।

অঙ্কিতা দত্তকে ছয় বছরের জন্য প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে বহিষ্কার করার নির্দেশ সর্বভারতীয় কংগ্রেসের

বিষয়টি নাগালের বাইরে চলে গেছে বলে মন্তব্য সভাপতি ভূপেন বরার, এবার পুলিশ নিজের কাজ শুরু করবে বলে আগাম বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা ইতিমধ্যে অঙ্কিত দত্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। অবশেষে তার ইঙ্গিত এর প্রতি মোহর লাগিয়েছে সর্বভারতীয় কংগ্রেস। দলটির অনুশাসন কমিটি অঙ্কিতা দত্তকে ছয় বছরের জন্য প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে বহিষ্কার করার নির্দেশ দিয়েছে। এক্ষেত্রে পুলিশ এবার নিজের কাজ শুরু করবে বলে আগাম কড়া বার্তা প্রেরণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তবে এই কড়া বার্তার পরেই তাৎপর্যপূর্ণভাবে জাতীয় যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনিবাসকে গ্রেফতার করতে দিল্লি এবং কর্ণাটক রওনা হয়েছে অসম পুলিশের দল।

অঙ্কিত দত্ত এবং যুব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিবাস বিভির বিরুদ্ধে তার অভিযোগকে কেন্দ্র করে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখে পড়েছিল কংগ্রেস। এক্ষেত্রে বেকায়দায় থাকা দলটিকে কনফিউজড হতেও দেখা গেছে। মূলত যুব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিবাসের বিরুদ্ধে মানসিক নির্যাতন, অশালীন ব্যবহার এবং বৈষম্য মূলক আচরণ করছেন বলে অভিযোগ জানিয়েছেন অঙ্কিতা দত্ত। গত ছয় মাস ধরে এই ধরনের নির্যাতন চলছে বলে টুইট করার পাশাপাশি থানা এবং সিআইডিতে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগও দাখিল করেছেন তিনি। তবে এরপরেই তাৎক্ষণিকভাবে তাকে শোকজ নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। প্রদেশ কমিটির মাধ্যমে পাঠানো সর্বভারতীয় কংগ্রেসের শোকজ নোটিশের ২৪ ঘন্টার মধ্যে জবাবও দিয়েছিলেন অঙ্কিতা দত্ত। কিন্তু এই জবাবে সন্তুষ্ট না হয়ে তার উপরে স্বাস্থ্যমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সর্বভারতীয় কংগ্রেস।

শনিবার জারি করা অখিল ভারতীয় কংগ্রেসের কমিটির সদস্য সচিব তারিক আনোয়ার স্বাক্ষর যুক্ত এক পত্রের মাধ্যমে অঙ্কিতা দত্তকে দল বিরোধী কার্যকলাপের জন্য আগামী ছয় বছরের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে দলের প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়।প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা ইতিমধ্যে শাস্তি হওয়া প্রসঙ্গে ইতিবাচক ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তবে ক্ষেত্রে এই ধরনের কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে সেটা হয়তো তিনিও অনুমান করতে পারেননি। এই বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমে কোন ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি ভুক্তভোগী যুবনেত্রী অঙ্কিতা দত্ত। সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা বারংবার তাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করলেও এ প্রসঙ্গে তিনি কোন জবাব দেননি। তবে নিকট ভবিষ্যতে এই বিষয়কে কেন্দ্র করে সবিস্তার সংবাদ মাধ্যমের সামনে তিনি প্রকাশ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। যুবনেত্রী অঙ্কিতা দত্তের সমর্থন না করে উল্টো দিল্লির কংগ্রেস নেতার স্বপক্ষে প্রত্যক্ষভাবে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি জড়িত রয়েছে বলে রাজ্যের রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে সেটা মানতে নারাজ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেসের অনুশাসন কমিটি অঙ্কিতা দত্তের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এক্ষেত্রে তার যাবতীয় দায়িত্ব এবার শেষ হলো বলে মন্তব্য করেছেন প্রদেশ কমিটির সভাপতি। ভূপেন বরা বলেন তিনি চেষ্টা করেছিলেন। বিশেষ করে অঙ্কিতা দত্তকে সরাসরি ভাবে সমর্থন দিয়েছিলেন। তাকে সাহায্য করার কথা বলেছিলেন। দিল্লির কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত করে অঙ্কিতা দত্তের যাবতীয় অভিযোগ সরাসরিভাবে জানানোর ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা বলেছিলেন তিনি। এর জন্য তাকে ৪৮ ঘন্টার সময় দেওয়ার জন্য অঙ্কিতা দত্তকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু অঙ্কিতা দত্ত সেটা শোনেননি। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা বলেন অঙ্কিতা দত্ত সেদিন রাতের বৈঠকেও তার প্রতি আস্থা রেখেছিলেন। কিন্তু পরদিন মুখ্যমন্ত্রী বললেন তাকে অভিযোগ দেওয়া হয়নি অভিযোগ দিলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এরপর অঙ্কিতা দত্ত থানায় আজাহার দাখিল করেছেন। অর্থাৎ তার কথা না শুনে অঙ্কিতা দত্ত মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনে পদক্ষেপ নিয়েছেন। তার সাহায্য না নিয়ে তিনি আইনের সাহায্য নিয়েছেন বলে মন্তব্য করেন সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন বর্তমান যেহেতু অঙ্কিতা দত্ত কংগ্রেসের সদস্য নন ফলে এবার দুই ব্যক্তির মধ্যে আইনের যুদ্ধ হবে। তার সঙ্গে আলোচনা কালে এজাহারে উল্লেখ করা বিষয়গুলি তাকে জানানো হয়নি। কিন্তু রাজস্থানের জয়পুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বৈঠকে মেফেয়ার হোটেলে বহুবার অঙ্কিতা দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পাশাপাশি রাত্রিভোজন একসঙ্গে করা হলেও এই বিষয়গুলো সম্পর্কে অঙ্কিতা দত্ত তাকে কিছুই জানাননি বলে মন্তব্য করেছেন সভাপতি ভূপেন বরা।

দিল্লিতে আযোজিত অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়ে অঙ্কিতা দত্তের প্রসঙ্গে মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন প্রথমত বিজেপির সঙ্গে অঙ্কিতা দত্তের কোন সম্পর্ক নেই। অদূর ভবিষ্যতে কোন ধরনের সম্পর্ক স্থাপন হবে বলেও সম্ভাবনা প্রায় নেই। দ্বিতীয়ত এই বিষয়টি কংগ্রেসের সমাধান করার প্রযোজেনীয়তা ছিল। একজন অসম কন্যার শরীরে হাত দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ফলে প্রথমে এক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি গঠন করা উচিত ছিল। তারপর কে দোষী কে নির্দোষী সেটা বের করা যেত। তদন্তের মাধ্যমে দোষী প্রমাণিত হলে সে ক্ষেত্রে ব্যবস্থার প্রসঙ্গ আসে। কিন্তু কংগ্রেস নিজের মধ্যে বিষয়টি সমাধান না করে আইনের মাধ্যমে সমাধান করতে চাইছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন তিনি স্বয়ং চার পাঁচ দিন অপেক্ষা করছিলেন যে এই সমস্যা দলটি নিজে সমাধান করবে। কিন্তু সেটা সমাধান করেনি কংগ্রেস। তবে এবার পুলিশ নিজের কাজ করবে। এক্ষেত্রে মামলা নথিভুক্ত করে পুলিশ নিজের কাজ শুরু করবে বলে পরোক্ষভাবে নির্দেশ দিলেন তিনি।

অন্যদিকে অঙ্কিত দত্তের বিজেপিতে যোগদান হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন বর্তমান তার বিজেপিতে যোগদান করা না করার পরিস্থিতি নেই। নিকট ভবিষ্যতেও এক্ষেত্রে সম্ভাবনা থাকার বিষয়টি নাকচ করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অর্থাৎ বিজেপিতে অঙ্কিতা দত্তের যোগদানের প্রবেশদ্বার প্রায় বন্ধ করে দিলেন তিনি। তবে মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লিতে এই মন্তব্যের পরেই অসম পুলিশের দল ইতিমধ্যে কর্ণাটক এবং দিল্লির জন্য রওনা হয়েছে। মূলত যুব কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীনিবাস বি ভিকে গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে অসম পুলিশের ৪-৫ জন সদস্যের একটি দল ইতিমধ্যে কর্নাটকের উদ্দেশে যাত্রা করেছে বলে জানা গেছে।

এদিকে অপর প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন তিনি আহ্বান জানালেই অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পাঁচ ছয় জন ছাড়া প্রত্যেকেই বিজেপিতে চলে আসবেন। কিন্তু বিজেপিতে স্থান দেওয়ার মতন জায়গা নেই বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন হয়তো চার পাঁচ জন কংগ্রেসে থেকে যাবেন। কিন্তু বাকি সবাই বিজেপিতে আসতে আগ্রহী। অসমে কংগ্রেস বলে বর্তমান কোন দল নেই বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

গর্ভপাত পিল সংগ্রহের সুযোগ আপাতত বহাল রেখেছে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট

নিউ মেক্সিকো ঃ যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট শুক্রবার গর্ভপাতের ওষুধ মিফেপ্রিস্টোন সংগ্রহের সুযোগ বহাল রেখেছে। সুপ্রিম কোর্টএর সিদ্ধান্ত আসলো এমন এক সময়ে. যখন এই ড্রাগের ব্যবহারকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা একটি মামলা চলছে নিম্ন আদালতে। বাইডেন প্রশাসন এবং ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ড্যানকো ল্যাবরেটরিজের পক্ষ থেকে নারীদের, এই ওষুধ ব্যবহারের অনুমতি অব্যাহত রাখার জন্য জরুরি অনুরোধ মঞ্জুর করে হাইকোর্ট শুক্রবার সন্ধ্যায় একটি সংক্ষিপ্ত আদেশ জারি করে। এই আদেশে টেক্সাসের এক ফেডারেল বিচারকের প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা স্থগিত রাখা হয়েছে। এই মাসের শুরুতে গর্ভপাতের এই ওষুধের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করে আদেশ দিয়েছিলেন সেই ফেডারেল বিচারক। নয় সদস্যের আদালতের দুই বিচারপতি রক্ষণশীল ক্লারেন্স টমাস এবং স্যামুয়েল আলিটো এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। নিম্ন আদালতের সিদ্ধন্ত চ্যালেঞ্চ করে প্রশাসন যখন আবেদন করেছে, তখন বাইডেন প্রশাসনের অনুরোধ অনুমোদন করে ওষুধটি সহজলভ্য রাখবে, নাকি এর সীমিত ব্যবহারের অনুমতি দেবে, এ বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য আদালত নিজের জন্য শুক্রবার মধ্যরাতের সময়সীমা নির্ধারণ করে। একটি গর্ভপাত বিরোধী গোষ্ঠী এবং চিকিৎসকরা যুক্তি তুলে ধরে যে যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) ২০০০ সালে এই ওষুধ যথাযথভাবে অনুমোদন করেনি।আর, সংস্থাটি এই ওষুধের ঝুঁকি ও সুবিধাদি পুরোপুরি মূল্যায়ন করেনি। এর পর, ৭ এপ্রিল নিম্ন টেক্সাসের ফেডারেল বিচারক আদেশ জারি করেন। এই মামলায় আবরো আপিল করা হবে বলে ধারনা করা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টএ এবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসতে পারেক্রবার হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়েছে, আপিল বলবত থাকায়, অন্তত আগামী বছর পর্যন্ত মিফেপ্রিস্টোনএর সহজলভ্যতা অব্যাহত থাকবে। দেশব্যাপী মোট গর্ভপাতের প্রায় অর্ধেকের বেলায় মিফেপ্রিস্টোন ব্যবহৃত হয়। গত ২০০০ সালে প্রথম অনুমোদিত হওয়ার পর থেকে প্রায় ৫০ লক্ষ নারী মিফেপ্রিস্টোন ব্যবহার করেছেন। প্রধান চিকিৎসা সংস্থাগুলো বলছে, এটি নিরাপদ বলে শক্তিশালী রেকর্ড রয়েছে। ড্রাগটি সাধারণত অকাল প্রসব ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত হয়।

ইউক্রেনের উপাখ্যান সত্যি প্রমাণ করতে লড়ছে রাশিয়া, বলছে যুক্তরাজ্য

দোনেৎস্ক ঃ ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণ নিয়েউদ্বিগ্ন ওয়াগনার গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা। জার্মানি, পোল্যান্ডে ট্যাঙ্ক মেরামত কেন্দ্র স্থাপন করার পর যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনীয় সৈন্যদের আব্রামস ট্যাংকএ প্রশিক্ষণ দেবে। ইউক্রেনের শস্য রফতানি এখনো ইউরোপীয় দেশগুলো দ্বারা নিষিদ্ধ। ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক শনিবার ইউক্রেন সম্পর্কিত দৈনিক গোয়েন্দা হালনাগাদ, প্রতিবেদনে বলেছে, ইউক্রেনের যুদ্ধকে ন্যায়সঙ্গত বলে প্রমাণ করার জন্য রাশিয়া যে মূল বর্ণনা দেয়, তা বজায় রাখতে সংগ্রাম করছে। আর সেই আখ্যানটি হলো, ইউক্রেন আক্রমণের অভিজ্ঞতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে সোভিয়েত অভিজ্ঞতার অনুরূপ। ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বলেছে, চলতি মাসের শুরুতে রাশিয়া নিরাপত্তা জনিত কারণ উল্লেখ করে ইমমর্টাল রেজিমেন্টএর গ্রেট প্যাট্রিয়টিক ওয়ার বার্ষিক উদযাপন বাতিল করে। বাস্তবে কর্তৃপক্ষ হয়তো অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলো যে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রাশিয়ার সাম্প্রতিক ক্ষয়ক্ষতি ফুটে উঠতে পারে। ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক আরো বলেছে, রুশ আখ্যানের আরেকটি অংশ হচ্ছে ইউক্রেনে নাৎসি আছে বলে উচ্চকন্ঠ প্রচার। কিন্তু এখন ওয়াগনার গ্রুপের প্রধান এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বন্ধু ইয়েভগেনি প্রিগোজিন প্রকাশ্যে ইউক্রেনে নাৎসিদের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আর এটা রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমনের যৌক্তিকতার প্রতি সাংঘর্ষিক । রাতের ভিডিও ভাষণে শুক্রবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি বলেন, পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে ইউক্রেন। শুক্রবার তিনি বলেন, সম্মুখ যুদ্ধক্ষেত্র হচ্ছে প্রথম অগ্রাধিকার । আমরা নতুন ব্রিগেড এবং ইউনিট গঠনে সক্রীয় প্রস্তুতি নিচ্ছি।আর যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের (রাশিয়াকে) আমরা তা দেখাবো। জেলেন্সকি ইউক্রেনের প্রতিরক্ষার প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতির জন্য মিত্রদের ধন্যবাদ জানান। জার্মানির রামস্টেইন বিমান ঘাঁটিতে শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্র আয়োজিত এক বৈঠকে ইউক্রেনের বিমান প্রতিরক্ষা ও গোলাবারুদ নিয়ে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা হয়। যুক্তরাষ্ট্র বলছে, তারা শীঘ্রই আব্রামস ট্যাঙ্ক পরিচালনার জন্য ইউক্রেনীয় সৈন্যদের প্রশিক্ষণ শুরু করবে। অন্যদিকে, জার্মানি ঘোষণা করেছে, তারা ইউক্রেনে মোতায়েন ট্যাঙ্ক মেরামতের জন্য পোল্যান্ডে একটি মেরামত কেন্দ্র স্থাপন করছে। বৈঠকে মিত্ররা কিয়েভকে তাদের নিঃশর্ত সমর্থনের কথা আবরো উল্লেখ করেন এবং ভবিষ্যতে নেটোতে যোগ দেয়ার বিষয়ে ইউক্রেনের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে। রুশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণের আগে ইউক্রেন তার মিত্রদের কাছে দূরপাল্লার অস্ত্র, যুদ্ধ বিমান এবং গোলাবারুদের জন্য চাপ দিয়েছে। আগামী সপ্তাহ বা মাসগুলোতে ঐ পাল্টা আক্রমণ শুরু হবে বলে প্রত্যাশা করছে তারা।

ইউরোপা লিগ থেকে ইউনাইটেডের বিদায়ে ‘পাগল’ হয়ে গিয়েছিলেন টেন হাগ

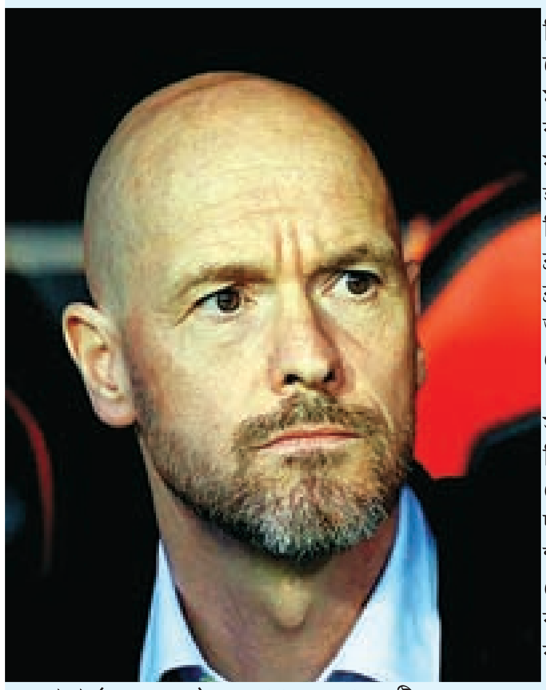

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক) ঃ প্রথম লেগে দুদুটি আত্মঘাতী গোল যদি না হতো, ফিরতি লেগে হ্যারি ম্যাগুয়ার যদি শিশুসুলভ ভুল না করতেন কিংবা দাভিদ দে হেয়া যদি প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের মুখে বল তুলে না দিতেনইংল্যান্ডের একমাত্র ক্লাব হিসেবে মৌসুমের চার শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা টিকে থাকত ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের। এফএ কাপের সঙ্গে ইউরোপা লিগের সেমিফাইনালে ওঠার গর্ব করতে পারতেন এরিক টেন হাগ। কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে সেভিয়ার বিপক্ষে যাচ্ছেতাই খেলে ইউরোপা লিগ থেকে ছিটকে পড়েছে ইউনাইটেড। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে সেরা তিনে থাকলেও শিরোপা দৌড়ে অনেক পিছিয়ে। রেড ডেভিলদের মূল পরিকল্পনায় এখন শুধুই এফএ কাপ। আজ রাতেই ব্রাইটনের বিপক্ষে ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে নামবে টেন হাগের দল। পেপ গার্দিওলার ম্যানচেস্টার সিটি এরই মধ্যে ফাইনালে উঠে গেছে। ব্রুনো ফার্নান্দেজকাসেমিরোরা আজ ব্রাইটনকে হারাতে পারলে আগামী ৩ জুন লন্ডনের ঐতিহাসিক ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে হবে ম্যানচেস্টার ডার্বি।

এফএ কাপ সেমিফাইনালপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে টেন হাগকে অবশ্য ইউরোপা লিগ নিয়েও কথা বলতে হয়েছে। সেভিয়ার কাছে ধরাশায়ী হওয়ার দুঃস্মৃতি তাড়িয়ে না বেড়ালেও একটু ক্ষত রয়েই গেছে ইউনাইটেড কোচের। সে রাতে ম্যাচ শেষে শিষ্যদের খুব বাজেভাবে বকাঝকা করেছিলেন ৫৩ বছর বয়সী ডাচ কোচ।

এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে আমাকে কঠোর হতে হয়। এটা অস্ত্রের মতো। সময় এলে এটা ব্যবহার করতে হয়। একজন কোচের বাচনভঙ্গি নানা রকম হতে পারে। এটা তার মধ্যে একটা।’ বৃহস্পতিবার সেভিয়ার মাঠে ফিরতি লেগে ৩-০ ব্যবধানে হারের পর খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলেন টেন হাগ। তাঁর কথা, ‘এটা এতটাই অগ্রহণযোগ্য ছিল যে সত্যিকার অর্থে আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। আমার দলের খেলোয়াড়েরা মাঠে সেরাটা দিচ্ছে না, এটা কখনোই মেনে নিতে পারি না।’

৫৬ বছর বয়সে ফুটবল খেলতে নেমে রেকর্ড গড়লেন এই জাপানি ফুটবলার

টোকিও ঃ ফেব্রুয়ারির শুরুতে ধারে জে লেগের ক্লাব ইউকোহামা থেকে পর্তুগালের দ্বিতীয় সারির ক্লাব অলিভিয়েরেন্সেতে যোগ দিয়ে আলোচনার জন্ম দিয়েছিলেন জাপানের কাজুইউশি মিউরা। ফুটবলে ৩০ পেরোতেই খেলোয়াড়দের যেখানে ‘বুড়ো’ বলে ডাকা হয়, সেখানে ৫৫ পেরোনো কারও নতুন ক্লাবে যাওয়াটা বিস্ময়করই বটে।

এখন কাজুকে ঘিরে নতুন খবর হচ্ছে ৫৬ বছর বয়সে অলিভিয়েরেন্সের হয়ে অভিষেকও হয়ে গেছে তাঁর, যা কিনা নতুন এক রেকর্ডও বটে। পর্তুগিজ লিগের ওয়েবসাইট বলছে, মিউরা হচ্ছেন পর্তুগিজ ফুটবলে খেলা সবচেয়ে বেশি বয়সী ফুটবলার।

গতকাল পর্তুগিজ লিগা প্রোর ম্যাচে একাডেমিকো ডি ভিসেয়ুর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই এ ইতিহাস গড়েছেন মিউরা। অলিভিয়েরেন্সের ৪-১ গোলে জেতা ম্যাচে ৯০ মিনিটের মাথায় নামানো হয় তাঁকে। যখন মিউরার বয়স ছিল ৫৬ বছর ১ মাস ২৪ দিন।

বর্তমানে নিজের ক্যারিয়ারে ৩৮তম মৌসুমটি পার করছেন ফেব্রুয়ারিতে ৫৬তে পা দেওয়া মিউরা। এর মধ্যেই ক্লাব ফুটবল ক্যারিয়ারে নিজের ষষ্ঠ দেশ হিসেবে পর্তুগালকে বেছে নিয়েছিলেন এই ফুটবলার। এর আগে বিভিন্ন মেয়াদে তিনি ব্রাজিল, জাপান, ইতালি, ক্রোয়েশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন ক্লাবে খেলেছেন।

১৯৮২ সালে বয়সভিত্তিক ফুটবল এবং ১৯৮৬ সালে মূল দলের হয়ে ফুটবলের পথে নিজের যাত্রা শুরু করেন মিউরা। তাঁর প্রথম ক্লাব ছিল ফুটবলের রাজাখ্যাত পেলের সান্তোস।

৩৮ বছরে সব মিলিয়ে ১৫টি ক্লাবে খেলেছেন মিউরা। যেখানে দুই মেয়াদে খেলেছেন সান্তোসে। লম্বা ক্যারিয়ারে অনেক ভক্তসমর্থকও পেয়েছে মিউরা। জাপানে সবচেয়ে পছন্দের ক্রীড়াবিদ হিসেবেও পরিচিত মিউরা, তাঁকে আদর করে ‘কিং কাজু’ বলে ডাকে।

ফরোয়ার্ড হিসেবে খেলা মিউরা এর আগে বলেছিলেন, ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি ফুটবল চালিয়ে যেতে চান। জাপানি এই ফুটবলার গত মৌসুমে ধারে খেলেছিলেন জাপানের চতুর্থ সারির ক্লাব সুজুকা পয়েন্ত গেতেরসে, যেখানে ১৮ ম্যাচ খেলে তিনি করেছিলেন ২ গোল। জাপানের পেশাদার লিগে সবচেয়ে বেশি বয়সে গোল করা ফুটবলারও মিউরা।

২০১৭ সালে ৫০ বছর ১৪ দিন বয়সে গোল করে এই কীর্তি নিজের করে নিয়েছেন এই ফুটবলার। জাপান জাতীয় দলের হয়ে তিনি ১৯৯০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত খেলেছেন। জাপানের জার্সিতে ৮৯টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে করেছেন ৫৫ গোল।

মেসি, রোনালদো, জিদান ঃ দেখা নাদেখার দুঃখসুখ

কলকাতা (উৎপল শুভ্র) ঃ লিওনেল মেসিকে যখন প্রথম দেখি, তখন ও একেবারেই বাচ্চা একটা ছেলে। কথাটা লেখার পর আবার তা পড়তে গিয়ে আমার নিজেরই কেমন যেন লাগছে। আপনার তো লাগতেই পারে। তবে ঘটনা কিন্তু সত্যি। মেসিকে প্রথম দেখি ২০০৬ বিশ্বকাপে। তখন মেসির আর কতইবা বয়স! হিসাব করে দেখছি, ওই বিশ্বকাপের মধ্যেই মেসির ১৯তম জন্মদিন পড়েছিল। আর আমার বয়স? একটা হিন্ট দিই। মেসি তখন আমার সাংবাদিকজীবনের চেয়ে মাত্র দুই বছরের বড়। মেসিকে আমার বাচ্চা ছেলে মনে হওয়াটা এখন আর নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক লাগছে না। মেসির তখন কাঁধ পর্যন্ত নেমে যাওয়া লম্বা চুল। মুখে কৈশোর লেগে আছে। সে কারণে বয়স আরও কম বলে মনে হয়। দাড়িটাড়ি রেখে চেহারা একটু ভারিক্কি করার চেষ্টার সময়টা যদি বাদ দেন, মেসির মুখ দেখে অবশ্য কখনোই বয়স বোঝার উপায় নেই। ‘নতুন ম্যারাডোনা’ তকমা তত দিনে গায়ে লেগে গেছে, তবে ২০০৬ বিশ্বকাপের আর্জেন্টিনা দলে মেসি নিছকই ‘বেবি’। সবচেয়ে বড় তারকা? অবশ্যই হুয়ান রিকুয়েলমে। পরে যেটিকে মেসি নিজের সম্পত্তি করে নিয়েছেন, সেই ১০ নম্বর জার্সিও তখন তাঁর। এমনকি কার্লোস তেভেজ ও হার্নান ক্রেসপোকে ঘিরেও অনেক বেশি তারকাদ্যুতি। এসব বলার কারণ আছে। মেসি তখনো মেসি হয়ে ওঠেননি বলেই তাঁর এত কাছে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। বিশ্বকাপ ফুটবলে প্রথাগত সংবাদ সম্মেলনের বাইরেও ম্যাচের আগেপরে খেলোয়াড়দের সঙ্গে সাংবাদিকদের কথা বলার সুযোগ মেলে। সেই সুযোগ আসে মিক্সড জোনের রূপ ধরে।

সাংবাদিকখেলোয়াড় মিথস্ক্রিয়া বোঝাতেই হয়তো এমন নাম, যার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল এর দুই বছর আগে প্রথম অলিম্পিক কাভার করতে গিয়ে। তা মিক্সড জোন জিনিসটা কী? মোটামুটি এ রকম ঃ একটা বড় হলরুমে কোমর সমান উচ্চতার একটা ফেন্সিং, যার একপাশে সাংবাদিকেরা দাঁড়িয়ে থাকেন। খেলোয়াড়েরা ওপাশ দিয়ে ফেরেন ড্রেসিংরুমে। ফেরার পথে ইচ্ছা হলে একটু পরপরই থেমে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। কথা বলা বাধ্যতামূলক নয়। তবে বলাটাই স্বাভাবিক বলে কেউ কথা না বললে সেটিও কখনো কখনো খবর হয়।

মেসিকে কাছ থেকে প্রথম দেখা এমনই এক মিক্সড জোনে। সম্ভবত হামবুর্গেই। আইভরিকোস্টের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে জিতেছে আর্জেন্টিনা। মেসি মাঠে নামারই সুযোগ পাননি। তখন তো খেয়াল করার কোনো কারণই নেই যে, লিওনেল স্কালোনি নামে একজনও রিজার্ভ বেঞ্চে মেসির সঙ্গী ছিলেন। সেই ম্যাচ শেষে মিক্সড জোনে রিকুয়েলমেতেভেজক্রেসপোরাই মূল আকর্ষণ। এতটাই যে সাংবাদিকদের মধ্যে রীতিমতো মল্লযুদ্ধ হচ্ছে। মানে, স্বল্পপরিসর ওই জায়গাটায় রীতিমতো ধাক্কাধাক্কি করে আরও কাছে যাওয়ার চেষ্টা আরকি! একে তো কথাবার্তা স্প্যানিশে হচ্ছে বলে কিছুই বুঝব না জানি, তার ওপর ঠেলাধাক্কার বাইরে বোনাস হিসেবে কনুইয়ের গুঁতোও খেয়েছি। তাই একটু নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ধাক্কাধাক্কিতে আমার মতোই খুব একটা পারঙ্গম নন বলেই হয়তো দুজন আর্জেন্টাইন সাংবাদিকও একই পথই অনুসরণ করেছেন। তাঁরাও আমার পাশেই দাঁড়িয়ে। এর মধ্যেই দূরে উঁকি দিলেন মেসি। মিক্সড জোন ধরে হেঁটে এদিকেই আসছেন। আর্জেন্টাইন সাংবাদিকদের একজন তাঁর পূর্বপরিচিতই হবেন। নইলে তাঁকে দেখেই মেসির মুখে হাসি ফুটবে কেন?

মুখে সেই হাসি নিয়েই ওই আজেন্টাইন সাংবাদিকের সঙ্গে মেসি কথা বলতে শুরু করলেন। ঘটনাচক্রে ওই দুই সাংবাদিকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি বলে মেসি আমার ঠিক সামনে। মাঝখানের দূরত্ব এক হাতও না। কথার বিন্দুবিসর্গও অবশ্য বুঝতে পারছি না। কারণ, কথাবার্তা যা হচ্ছে, তা সবই স্প্যানিশে। এর আগেই ব্রাজিল দলের মিক্সড জোনে পর্তুগিজ ভাষাটা জানি না বলে আফসোস হয়েছিল। এখন আফসোস হচ্ছে স্প্যানিশ জানি না বলে। এখানে অবশ্য আফসোসের মাত্রা একটু কম। ব্রাজিলের মিক্সড জোনে সামনে ছিলেন রোনালদো আর রোনালদিনিও। একজন চার বছর আগে ব্রাজিলকে বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন। আরেকজনের দুই বছর ধরে এমনই পারফরম্যান্স যে, ওই বিশ্বকাপটা কার হবেএই প্রশ্নে সবাই সমস্বরে তাঁর নাম বলছেন।

রোনালদোরোনালদিনিওর তুলনায় মেসি তখন কিছুই নন। যে কারণে ব্রাজিলিয়ান সাংবাদিকদের কাছ থেকে দুই রোনালদো (রোনালদিনহো মানে তো ছোট রোনালদোই) কী বললেন, তা উদ্ধারের চেষ্টা করেছিলাম, এখানে তা করিনি। মেসিকে নিয়ে আলাদা স্টোরি তখন পাঠকের চাহিদার তালিকায় মোটেই ওপরের দিকে নেই। এরপর সংবাদ সম্মেলন আর মিক্সড জোন মিলিয়ে মেসিকে অনেকবারই কাছ থেকে দেখেছি। পরে তো অপ্রত্যাশিতভাবে এই ঢাকাতেও। তারপরও মেসিকে দেখার কথা বললে প্রথম দেখার ওই স্মৃতিটা অবধারিতভাবেই মনে পড়ে। ওই বিশ্বকাপের দুই বছর পর আবারও মেসির সঙ্গে দেখা। এবার তাঁর গলায় বিজয়ীর পদক ঝোলানো। দেখা বলতে আপনি নিশ্চয়ই ধরে নিচ্ছেন না যে এটা দ্বিপক্ষীয়। এই সব দেখাদেখির স্মৃতি আমিই শুধু মনে রেখেছি। আমার সঙ্গে কবে কোথায় দেখা হয়েছে, প্রথম দেখা কোথায়মেসিকে কি এসব কোথাও বলতে শুনেছেন? আমি তো অন্তত শুনিনি।

মেসির গলায় বিজয়ীর যে পদকের কথা বলছিলাম, সেটি অলিম্পিক ফুটবলের স্বর্ণপদক। ২০০৮ বেইজিং অলিম্পিকে ফাইনালে নাইজেরিয়াকে হারিয়ে চার বছর আগে এথেন্সে জেতা সোনা ধরে রেখেছে আর্জেন্টিনা। পরপর দুই বছরে কোপা আমেরিকা আর বিশ্বকাপ জেতার আগপর্যন্ত আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে মেসির একমাত্র সাফল্য হয়ে ছিল ওই বেইজিং অলিম্পিক। ২০০৬ বিশ্বকাপের পর একটা বিশ্বকাপ বিরতি দিয়ে ২০১৪ সালে যখন আবার বিশ্বকাপ কাভার করতে গেলাম, আর্জেন্টিনার অনেক সাংবাদিককে মজা করে বলেছি, মেসিকে তো তোমরা আর্জেন্টিনার হয়ে কিছু জিততে দেখোনি, আমি কিন্তু দেখেছি। যাদের বলেছি, তারা যে বেইজিংয়ে ছিলেন না, তা বোধ হয় না বললেও চলছে। অলিম্পিকে সোনা জেতার পর আর্জেন্টিনার উৎসবটা মাঠের চেয়ে মিক্সড জোনেই বেশি হয়েছিল। একটা কারণ হয়তো অসম্ভব গরম। ফাইনালটা হয়েছিল ভরদুপুরে। প্রচণ্ড গরমকে আরও দুঃসহ করে তুলেছিল ভীষণ আর্দ্রতা। একটু পরপরই রেফারিকে তাই কুলিং ব্রেক দিতে হচ্ছিল। সেই বিরতিতে মাঠের পাশে গিয়ে ফুটবলাররা পানি খেয়ে, মাথায় পানি ঢেলে আবার খেলা শুরু করছিলেন। এসব রেকর্ড রাখার চল নেই, নইলে আন্তর্জাতিক ফুটবলে এতবার পানি পানের বিরতি নির্ঘাত রেকর্ড বইয়ে থাকত।

গলায় ঝোলানো পদক আর হাতে ফুলের তোড়া নিয়ে মিক্সড জোনে মেসিআগুয়েরোদের নাচানাচি এখনো চোখে ভাসে। আর্জেন্টাইন এক সাংবাদিককে দোভাষী বানিয়ে মেসিকে কী যেন একটা প্রশ্নও করেছিলাম সেদিন। পুরোনো পত্রিকার রিপোর্ট ঘাঁটলে হয়তো তা জানাও যেত। এ লেখায় তা এমন কিছু যোগ করবে না বলে সেই ঝামেলায় আর যেতে ইচ্ছা করল না।

লিওনেল মেসিকে নিয়ে এত কথা পড়তে পড়তে এরপর কার নামটা আসবে, আপনি তা অনুমান করে ফেলেছেন বলে মনে হয়। মেসি বললেই আরেকটা যে নাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে আসে, সেই ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকেও কাছ থেকে প্রথম দেখা ২০০৬ বিশ্বকাপেই। মেসির চেয়ে দুই বছরের বড়, তবে রোনালদোও তখনো রোনালদো হয়ে ওঠেননি। সেই বিশ্বকাপে আরও অনেক তারার ভিড়ে মেসিরোনালদো দুজনেরই পরিচয় ‘উদীয়মান প্রতিভা’। আমি কেন, কেউই তখন কল্পনা করতে পারেননি, পরের দেড় দশকেরও বেশি এই দুজনের দ্বৈরথ ফুটবলবিশ্বকে এমন আন্দোলিত করবে। কীভাবে করবেন, ফুটবল ইতিহাসই তো এমন কিছু দেখেনি এর আগে। কল্পনারও তো একটা লাগাম থাকে!

ন্যুরেমবার্গে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে পর্তুগালের ম্যাচ রীতিমতো যুদ্ধে রূপ নিয়েছে, ম্যাচপরবর্তী সংবাদ সম্মেলন আর মিক্সড জোনেও ছড়িয়ে পড়েছে সেই উত্তাপ। সেই মিক্সড জোনেই রোনালদোকে প্রশ্ন করেছিলাম, এমন ম্যাচ আগে কখনো খেলেছেন কি না। আগেই তো বলেছি, প্রথম দেখার দিন মেসিকে সামনে পেয়েও কোনো প্রশ্ন করিনি। রোনালদোকে কিন্তু করেছিলাম।

ন্যুরেমবার্গে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে পর্তুগালের ম্যাচ রীতিমতো যুদ্ধে রূপ নিয়েছে, ম্যাচপরবর্তী সংবাদ সম্মেলন আর মিক্সড জোনেও ছড়িয়ে পড়েছে সেই উত্তাপ। সেই মিক্সড জোনেই রোনালদোকে প্রশ্ন করেছিলাম, এমন ম্যাচ আগে কখনো খেলেছেন কি না। কেমন ম্যাচ, তা একটু মনে করিয়ে দেওয়া কর্তব্য বলে মনে হচ্ছে। ‘ব্যাটল অব ন্যুরেমবার্গ’ নামে কুখ্যাত হয়ে থাকা সেই ম্যাচে রুশ রেফারি ভালেন্তিন ইভানভকে চারবার লাল কার্ড বের করতে হয়েছিল, ১৬ বার হলুদ কার্ড। চার লাল কার্ডের রেকর্ড এখনো অটুট, হলুদ কার্ডের রেকর্ড ভেঙেছে গত বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনানেদারল্যান্ডস ম্যাচে। লাল কার্ডের সংখ্যা আরও একটি বাড়ত, যদি প্রতিপক্ষের এক খেলোয়াড়কে মাথা দিয়ে গুঁতো দিয়েও পার পেয়ে না যেতেন লুইস ফিগো। ‘ব্যাটল অব ন্যুরেমবার্গ’ কথাটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে, মাঠে যতটা না ফুটবল হয়েছিল, তার চেয়ে বেশি যুদ্ধ। সেই ম্যাচ শেষে পর্তুগালের সাংবাদিকদের সঙ্গে রোনালদো পর্তুগিজেই কথা বলছিলেন। ইংলিশ ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে তত দিনে বছর তিনেক খেলা হয়ে গেছে। সেই সুবাদে রোনালদো যে কাজ চালিয়ে নেওয়ার মতো ইংরেজি বলতে পারেন, তা আগেই জেনেছি। আমার ইংরেজিতে করা প্রশ্নের উত্তরটাও ইংরেজিতেই দিয়েছিলেন রোনালদো। তবে তা সীমাবদ্ধ ছিল দুটি শব্দেই, ‘নো, নেভার’।

২০০৬ বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল খেলেছিল পর্তুগাল। ফ্রান্সের বিপক্ষে ম্যাচটা হয়েছিল মিউনিখের আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায়। খেলা দেখার জন্য স্টেডিয়ামটা সাংবাদিকদের জন্য রীতিমতো স্বর্গ। জার্মানির বেশির ভাগ স্টেডিয়ামে প্রেসবক্স ছিল দোতলাতিনতলা উচ্চতায়, কোনোটা তো মহাকাশের কাছাকাছি। আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় যেখানে মাঠ শেষ, সেখানেই প্রেসবক্স শুরু। ভাগ্যক্রমে মাঠ লাগানো প্রেসবক্সের দ্বিতীয় সারির একটা চেয়ারে পড়েছিল আমার সিট। যেখানে বসে প্রাণভরে ম্যাচটা দেখেছিলাম। একই সঙ্গে মাঠের বাইরেও চোখ রাখতে হচ্ছিল। পর্তুগালের ডাগআউট ছিল ঠিক আমার সামনে। সেখানে কোচ লুই ফেলিপে স্কলারির কাণ্ডকীর্তি থেকেও চোখ সরানো যাচ্ছিল না। ডাগআউটে অস্থির কোচ হিসেবে স্কলারির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এক মার্সেলো বিয়েলসাই আসতে পারেন। এবং বিয়েলসাও না। ডাগআউটের বিয়েলসাও যথেষ্টই বিনোদন। তবে তাঁর সিলেবাসে স্কলারির মতো প্রতিপক্ষের বেঞ্চের দিকে কটাক্ষ আর টিটকারি নেই।

‘নো, নেভার’।

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো

রোনালদো প্রসঙ্গে স্কলারি এলেন, কারণ ওই ম্যাচটার কথা মনে হলে অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে ‘ক্রিস্টিয়ানো, ক্রিস্টিয়ানো’ বলে স্কলারির চিৎকারটাও আমার কানে বাজে। ঘটনা হলো, ফ্রেঞ্চ ফুটবলারদের পায়ে বল গেলেই স্কলারি চাইছিলেন পর্তুগিজ খেলোয়াড়েরা সব প্রেসিং করুক। অন্তত প্রতিপক্ষের কাছের খেলোয়াড়কে মার্কিং। রোনালদোর এসবে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই দেখেই স্কলারির ওই ‘ক্রিস্টিয়ানো, ক্রিস্টিয়ানো’ চিৎকার। তাতেও খুব একটা কাজ হয়েছিল বলে মনে পড়ে না।

সেই বিশ্বকাপেও বেশ ভালো খেলেছিলেন রোনালদো। তবে পর্তুগাল তখনো ‘রোনালদোর পর্তুগাল’ হয়ে ওঠেনি। আট বছর পর ব্রাজিলে আমার দ্বিতীয় বিশ্বকাপ কাভার করতে যাওয়ার অনেক আগেই যা হয়ে গেছে। সেই বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই জার্মানির কাছে ৪-০ গোলে হেরে পর্তুগাল খাদের কিনারায়। যেটির জের হিসেবে ঘানার বিপক্ষে শেষ ম্যাচে কঠিন এক সমীকরণ। দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠতে শুধু জিতলেই চলবে না। বড় ব্যবধানে জিততে হবে, সঙ্গে পক্ষে আসতে হবে জার্মানিযুক্তরাষ্ট্র ম্যাচের ফল। সেই ম্যাচের আগে প্রথাগত প্রিভিউ না লিখে রোনালদোর কাছে একটা খোলা চিঠির মতো লেখা লিখেছিলাম। যেটির শিরোনাম ছিলরোনালদো, আজ ইউসেবিও হয়ে ওঠার দিন। ইউসেবিও মানে রোনালদোপূর্ব পর্তুগালের সেরা ফুটবলার। ১৯৬৬ বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতা, উত্তর কোরিয়ার বিপক্ষে একাই চার গোল করে ৩-০তে পিছিয়ে পড়ার পরও পর্তুগালকে জেতানোর নায়ক। রোনালদো সেদিন ইউসেবিও হতে পারেননি, পর্তুগালও বিদায় নিয়েছিল প্রথম রাউন্ড থেকেই। মিক্সড জোনে রোনালদোকেই সবচেয়ে মনমরা লেগেছিল সেদিন। যেটির কাছাকাছি কিছু দেখেছিলাম কাতার বিশ্বকাপে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে কোচ ফার্নাণ্ডো সান্তোস যখন তাঁকে বেঞ্চে বসিয়ে রাখার অভাবনীয় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে এই ম্যাচেও বসেছিলাম পর্তুগালের ডাগআউটের পেছনে। মাঠের খেলার চেয়েও বেশি মনোযোগ ছিল মাঠের পাশেদেখি, রোনালদো কী করেন!

বিশ্বকাপে অ্যাক্রিডিটেশন কার্ডই সব ম্যাচ কাভার করার নিশ্চয়তা নয়। প্রতিটি ম্যাচের জন্যই আলাদা ম্যাচ টিকিট লাগে। অনলাইনে আগেই সেটির জন্য আবেদন করতে হয়। কাতার বিশ্বকাপে সেই আবেদন করার সময় মাথায় রাখতে হতো, কোনটা না মেসি বা রোনালদোর শেষ ম্যাচ হয়ে যায়। ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকতে কে না চায়! এটা মাথায় থাকার পরও কোনো লাভ হয়নি। মরক্কোর বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে হারার পর রোনালদোর কান্নাভেজা বিদায় টেলিভিশনেই দেখতে হয়েছে। একই দিনে যে আর্জেন্টিনানেদারল্যান্ডস কোয়ার্টার ফাইনালও ছিল। মরক্কোর কাছে পর্তুগাল হেরে যাবে, এটা কল্পনাও করিনি বলে মেসি না রোনালদোর মধ্যে একটা বেছে নিতে দুবার ভাবিনি। ম্যাচের মতো মিক্সড জোনে যেতেও আলাদা টিকিট লাগে। কাতারে কপাল এতই খারাপ ছিল যে একদিনও তা পাইনি। কাতারে পর্তুগাল দলের আবাসই ছিল দোহা থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে। সেখানেও যাওয়া হয়নি বলে শেষ বিশ্বকাপে ম্যাচের বাইরে রোনালদোকে তেমন দেখাই হয়নি। ইদানীং অবশ্য মনে হয়, রোনালদোকে দেখা এমন কঠিন কী! সৌদি আরব তো আর তেমন দূরে নয়। অন্তত ইংল্যান্ডস্পেনইতালির চেয়ে তো অনেক কাছে।

মেসিরোনালদোর কথাই সবিস্তার বললাম। তবে মনে করার চেষ্টা করে দেখছি, তিনটি বিশ্বকাপ ফুটবল কাভার করার সুবাদে গত ২০-২২ বছরের বিশ্বসেরা ফুটবলারদের প্রায় সবাইকেই কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। একটা আফসোস অবশ্য রয়েই গেছে। কখনোই আলাদা করে কারও মুখোমুখি ইন্টারভিউ নেওয়ার সুযোগ হয়নি। বিশ্বকাপের সময় সেই সুযোগ পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বিশ্বকাপের বাইরে আর তাঁদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগইবা কই!

সুযোগ অবশ্য এসেছিল দুবার। একবার তা কাজেও লাগিয়েছি। যদিও ক্রিস্টিয়ান কারেম্বুর ইন্টারভিউ করেছিএটা ঠিক গর্বভরে ঘোষণা দেওয়ার মতো কিছু নয়। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে দুটি চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছেন, ফ্রান্সের হয়ে বিশ্বকাপ, ইউরো, কনফেডারেশন কাপ সবকিছুএই বিবেচনায় অবশ্যই বড় ফুটবলার। তবে কিংবদন্তিসম কেউ তো নন। যদিও কারেম্বুর ইন্টারভিউ করে খুব মজা পেয়েছিলাম। তারকাসুলভ কোনো অহমিকা তো নেইই বরং এমন হাসিখুশি যে আনুষ্ঠানিক ইন্টারভিউয়ের বদলে যেন আড্ডাই হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। ইন্টারভিউয়ের মাঝখানে একবার তো দুজনের ভূমিকাও অদলবদল হয়ে গেল। যখন কারেম্বু মজা করে বললেন, তুমি শুধু আমাকে প্রশ্ন করছ, এবার আমি তোমাকে প্রশ্ন করি। তা করলেনও দুতিনটা প্রশ্ন। আমিও হাসতে হাসতে সেগুলোর উত্তর দিলাম।

ক্রিস্টিয়ান কারেম্বুর বাংলাদেশে আসার উপলক্ষ ছিল ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফির ওয়ার্ল্ড ট্যুর। সেটি ২০২২ সালের জুন। ছয় মাস পর সত্যি প্রমাণিত হয়েছিল কারেম্বুর কথা দিয়ে করা ইন্টারভিউয়ের শিরোনামটাফাইনাল হবে আর্জেন্টিনা ও ফ্রান্সের মধ্যে, মেসি বনাম এমবাপ্পে। আমার সিভিতে বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলারের ইন্টারভিউ ওই একটাই। লিখতে লিখতেই পেশাদার সাংবাদিকজীবনের সবচেয়ে বড় আক্ষেপটার কথা মনে পড়ে গেল। সেই আক্ষেপের একটা নামও আছেজিনেদিন জিদান। পেলেম্যারাডোনা আর মেসিরোনালদোর মাঝের সময়টায় সম্ভবত বিশ্বের সেরা ফুটবলার। রোনালদো বলতে এখানে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। যে সময়টার কথা বলছি, সেই সময়ে জিদানের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে যে একজনই বিবেচিত হতে পারেন, তাঁর নামও রোনালদো। মানে রোনালদো লুই নাজারিও দা লিমা। মেসিরোনালদোর মতো জিনেদিন জিদানকেও কাছ থেকে প্রথম দেখেছি ২০০৬ বিশ্বকাপেই। ফাইনালে তাঁর ওই পানেনকা পেনাল্টি আর মাতেরাজ্জিকে ঢুস মেরে লাল কার্ড দেখে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাওয়াও। কয়েক মাসের মধ্যে সেই জিদানকে ইন্টারভিউ করার এমন সুযোগ পেয়ে যাব, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। ইন্টারভিউয়ের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পরও যেটিকে স্বপ্নস্বপ্নই লাগছিল।

এমন মনে হওয়ার কারণটা একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। বাংলাদেশ ক্রিকেটের সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলতে শুরু করার বেশ আগে থেকেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাভার করতে শুরু করেছি। বিশ্ব ক্রিকেটের তারাদের কাছ থেকে দেখাটা ডালভাত হয়ে গেছে বহু দিনই। কথা বলা তো কোনো ব্যাপারই নয়, অনেকের একাধিকবার ইন্টারভিউও করা হয়ে গেছে। কারও কারও চারপাঁচবার। যত বড় ক্রিকেটারই হোন না কেন, তার সঙ্গে কথা বলা বা ইন্টারভিউ করা অনেক দিনই তাই মনে আর রোমাঞ্চের ঢেউ তোলে না। বিশ্বসেরা ফুটবলারদের ঘটনা তো তা নয়। আমার কাছে যাঁরা এখনো দূর আকাশের তারা হয়েই আছেন। জিদানও তাই ছিলেন। বলতে গেলে এখনো আছেন। কিন্তু জিদান কেন আমার কাছে এমন আক্ষেপের নাম? সেই গল্প দিয়েই শেষ করি লেখাটা।

বার্লিনের ফাইনালে ওই ঢুসকাণ্ডের মাস চারেক পরই জিদান ঢাকায়। সেটিও এমন এক কারণে, যার সঙ্গে ফুটবলের কোনো সম্পর্ক নেই। একটা প্রদর্শনী ম্যাচে মাঠে নেমে বাংলাদেশের অনেক তরুণ ফুটবলারকে বাকি জীবন গল্প করার রসদ উপহার দিয়েছিলেন সত্যি, তবে জিদানের বাংলাদেশে আসার মূল উপলক্ষ ছিল দই। ঠিকই পড়েছেনদইই। সুনির্দিষ্টভাবে বললে ফরাসি এক কোম্পানির সঙ্গে গ্রামীণ ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে তৈরি হতে যাওয়া শক্তি দই। জিদান আসছেন শুনেই তাঁর একটা ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য দৌড়ঝাঁপ শুরু করলাম। যতটা কঠিন হবে ভেবেছিলাম, তার চেয়ে একটু সহজেই তা নিশ্চিত হয়ে গেল। এরপর থেকে সত্যিকার অর্থেই আমার ক্ষণগণনা শুরু। সকালে জিদানের সংবাদ সম্মেলনে উপচে পড়া ভিড়। সেখানে বসে মনে মনে আমি সন্ধ্যার ছবি আঁকছি। সন্ধ্যায় হোটেলে ইন্টারভিউয়ের সময় ঠিক হয়েছে। সময় বরাদ্দ ১৫ থেকে ২০ মিনিট। কথায় কথায় তা আরেকটু বাড়িয়ে নেওয়া কোনো ব্যাপারই হবে না। এই আত্মবিশ্বাসের উৎস জিদানের জীবন ও ক্যারিয়ারের একটু ব্যতিক্রমী এবং তুলনায় কম আলোচিত বিষয়গুলো নিয়ে সাজানো প্রশ্নমালা। ঢুস নিয়ে প্রশ্ন তো অবশ্যই করতে হবে। সেই সময়ে জিদানকে ইন্টারভিউ করতে বসে ঢুস নিয়ে প্রশ্ন না করা আর নিল আর্মস্ট্রংকে পেয়েও চাঁদে পা রাখার অনুভূতির কথা জিজ্ঞেস না করা সমান কথা। তবে শুরুতেই ঢুস প্রসঙ্গ তুললে ইন্টারভিউয়ের সুর কেটে যাবে। তাই ঠিক করে রেখেছি, অন্য সব প্রশ্ন করা হয়ে যাওয়ার পর এই প্রশ্নটা করব সবার শেষে। রেগেটেগে গেলেও ততক্ষণে ইন্টারভিউ তো দাঁড়িয়েই যাবে। ঢাকার জিদানের সময়টা ছিল একেবারে ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা। এক মিনিট দেরি করলেও সব কেঁচে যেতে পারে। তা ছাড়া কিছু আনুষ্ঠানিকতাও আছে। সন্ধ্যায় নির্ধারিত সময়ের বেশ আগেই তাই জিদানের হোটেলে। একটা রুমে নিয়ে বসানো হলো আমাদের। আমাদের বলতে আমি আর আরেক পত্রিকার বন্ধুভাজন সাংবাদিক। দুজনের জন্য আলাদা সময় করা যায়নি। একসঙ্গেই ইন্টারভিউ করতে হবে। যৌথ প্রযোজনার ইন্টারভিউ আমার একদমই পছন্দ নয়। কিন্তু এখানে পছন্দঅপছন্দ নিয়ে ভাবার সুযোগ নেই। জিনেদিন জিদান বলে কথা। জিদানের সফরসঙ্গীদের একজন, সম্ভবত তাঁর মিডিয়া ম্যানেজারই হবেন, সব বুঝিয়েটুঝিয়ে গেলেন। এমনকি কে কোথায় বসবেন, এটাও। দোভাষীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর একটা ছোট রিহার্সালমতোও হয়ে গেল। আমরা ইংরেজিতে প্রশ্ন করব, আর জিদান উত্তর দেবেন ফ্রেঞ্চেদোভাষী তো লাগবেই।

জীবনে এত ইন্টারভিউ করেছি, এমন রোমাঞ্চ নিয়ে কারও জন্য অপেক্ষা করিনি কখনো। সেই অপেক্ষা আর শেষ হচ্ছে না। অবশেষে দরজায় কার যেন ছায়া পড়ল। আমরা উঠে দাঁড়ালাম। অবশেষে জিনেদিন জিদান তাহলে আসছেন। কিন্তু জিদান না, রুমে ঢুকলেন তাঁর মিডিয়া ম্যানেজার। পেছনেই তাহলে জিদান। না, পেছনে কেউ নেই। মিডিয়া ম্যানেজার একাই এসেছেন। এসে যা বললেন, তা শোনার অব্যবহিত পরের অনুভূতিটা এখনো মনে করতে পারি। হতাশা, আশাভঙ্গ এসব দিয়ে যা ঠিক বোঝানো যাচ্ছে না। একটু বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে, তবে আসলেই যা হয়েছিল, তা হলো, একটা শূন্যের অনুভূতি।

মহারাষ্ট্রের 'হিন্দু জনআক্রোশ মোর্চা' কীসের উস্কানি দিতে পথে নেমেছে?

মুম্বাই ঃ মহারাষ্ট্রে গত মাস ছয়েক সময়ের মধ্যে 'হিন্দু জনআক্রোশ মোর্চা' নাম দিয়ে ৫০টিরও বেশি মিছিল হয়েছে, যেগুলি থেকে উস্কানিমূলক ভাষণ এবং বিতর্কিত ধর্মীয় ইস্যুগুলি তুলে ধরা হচ্ছে।

মিছিলগুলিতে কথিত 'লাভ জিহাদ', 'ভূমি জিহাদ', মুসলমানদের অর্থনৈতিক বয়কট ইত্যাদির মতো বিষয়গুলো নিয়ে আসা হচ্ছে।

বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের নেতা কর্মীরা 'সকল হিন্দু সমাজ' নামের একটি সংগঠনের পতাকাতলে মিলিত হয়ে এইসব র‍্যালির আয়োজন করছেন।

রাজধানী মুম্বাই সহ মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন ছোট বড় শহরে আয়োজিত মিছিলগুলোতে ভালই লোক সমাগম হচ্ছে।

সকল হিন্দু সমাজ নামে এক ভুঁইফোড় সংগঠন কি একাই এত পরিকল্পিত র‍্যালি করছে?

মিছিলে যেসব ইস্যু তুলে ধরা হচ্ছে

এই র‍্যালিগুলিতে নেতা আর বক্তারা যেসব বিষয়ে কথা বলছেন, তার মধ্যে আছে তথাকথিত 'লাভ জিহাদের' প্রসঙ্গ।

বিশেষ করে হিন্দু নারী ও মুসলমান পুরুষের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক এবং 'ভূমি জিহাদ' বা ফাঁকা জায়গায় মসজিদ তৈরির মতো ইস্যু নিয়ে কথা বলা হচ্ছে।

মুসলমানদের অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করার আবেদনও করা হচ্ছে এসব র‍্যালি থেকে।

ছোটখাটো হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের নেতা কর্মীদের বেশি সংখ্যায় দেখা গেলেও ক্ষমতাসীন বিজেপি ও শিবসেনা (শিণ্ডে গোষ্ঠী)'র কয়েকজন নেতা এবং কিছু জনপ্রতিনিধিদেরও এইসব র‍্যালিতে অংশ নিতে দেখা গেছে।

তবে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতাসীন বিজেপি এবং শিবসেনা (শিণ্ডে গোষ্ঠী) নিজেদের এইসব র‍্যালি থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এবং মুসলমান গোষ্ঠী হিন্দু জনআক্রোশ মোর্চার এই সমাবেশ মিছিলের সমালোচনা করছেন এই বলে যে এগুলো সামাজিক সৌহার্দ্যের পরিপন্থী।

মহারাষ্ট্রে এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে বিধানসভা নির্বাচন আসছে। তার আগে রাজ্যে ব্যাপকভাবে ধর্মীয় মেরুকরণ হতে দেখা যাচ্ছে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা প্রশ্ন তুলছেন এই ধর্মীয় র‍্যালিগুলো ঠিক এই সময়েই কেন করা হচ্ছে?

র‍্যালিগুলি বেশ সুসংগঠিত ভাবে আয়োজন করা হচ্ছে। এসব মিছিল হঠাৎ করে যেমন হচ্ছে না, তেমনই কোনও ছোটখাট সংগঠনের পক্ষে এত সুসংগঠিত মিছিল করা সম্ভবও না।

নামকরা লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক সুহাস পালশিকরের কথায়, মনে হচ্ছে এগুলোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গুজরাত বা কর্ণাটকের মতো হিন্দু একতা কায়েম করা এবং ওই রাজ্যগুলির মতোই ধর্মীয় মেরুকরণ ঘটানো।

'সকল হিন্দু সমাজ' মুম্বাই সহ নভি মুম্বাই, পুনে, কোলাপুর, নাসিক, কড়াড, সোলাপুর, লাতুর, নাগপুর, আহমেদনগর, ধুলে, জলগাও, আহমেদনগর সহ অন্যান্য ছোট ছোট শহরেও বিশাল 'হিন্দু জন আক্রোশ মোর্চা'র আয়োজন করেছে।

প্রথম র‍্যালিটি হয়েছিল মারাঠওয়াড়া অঞ্চলের পরভণিতে, গত বছরের ২০ নভেম্বর।

দিল্লিতে শ্রদ্ধা ওয়ালকার হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত এক মুসলমান যুবকের নাম সামনে আসার পরেই ওই র‍্যালি হয়।

শ্রদ্ধা ওয়ালকার মুম্বাইয়ের কাছে ভাসাইতে থাকতেন আর আফতাবের সঙ্গে লিভ-ইন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। মি. আফতাবকে দিল্লি পুলিশ গত বছর নভেম্বর মাসে গ্রেপ্তার করে।

তারপরেই 'সকল হিন্দু সমাজ'এর ব্যানারের নীচে একত্রিত হয়ে প্রথম র‍্যালিটি বেরয়।

ওই র‍্যালির ঘোষিত ইস্যু ছিল 'লাভ জিহাদ'।

সেই মিছিলে বিপুল সাড়া পড়েছে এটা দেখে উৎসাহিত হয়ে পরের র‍্যালিটি করা হয় পুনেতে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা শ্রীরাজ নায়ার বিবিসি মারাঠিকে ফেব্রুয়ারি মাসে বলেছিলেন, মহারাষ্ট্রে লাভ জিহাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। তৃণমূল স্তরে কাজ করতে গিয়ে আমাদের কাছে অনেক বাবামা এ নিয়ে অভিযোগ জানাচ্ছেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখা সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদও 'সকল হিন্দু সমাজ'এর মধ্যে রয়েছে। নভেম্বরের আগে 'সকল হিন্দু সমাজ'এর নাম শোনাই যায় নি।

তবে যেভাবে র‍্যালিগুলির আয়োজন করা হচ্ছে, মিছিলে যারা অংশ নিচ্ছেন, মিছিলের রুট যেভাবে তৈরি করা হচ্ছে বা যেসব ভাষণ দেওয়া হচ্ছে, প্রত্যেকটা বিষয়ই ভেবে চিন্তে করা হচ্ছে।

স্থানীয় বক্তারা ছাড়াও মহারাষ্ট্রের বাইরে থেকেও বক্তা আনা হচ্ছে।

তেলেঙ্গানা থেকে উস্কানিমূলক ভাষণ দেওয়ার জন্য কুখ্যাত, বহিষ্কৃত বিজেপি নেতা টি রাজা সিং, গুজরাতের সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার কাজল হিন্দুস্তানি, সুদর্শন নিউজ চ্যানেলের প্রতিষ্ঠাতা সুরেশ চাহানকে এবং বিতর্কিত ধর্মীয় নেতা কালীচরণ মহারাজের মতো ব্যক্তিদের ডাকা হচ্ছে এসব র‍্যালিতে।

তবে এর আয়োজক 'সকল হিন্দু সমাজ'এর অন্তর্ভুক্ত হিন্দু জনজাগরণ সমিতির নেতা সুনীল ঘনওয়াত বিবিসিকে বলছেন, কোনও কিছুই পরিকল্পিতভাবে করা হচ্ছে না। মানুষ নিজে থেকেই যোগ দিচ্ছেন।

'হিন্দু জনআক্রোশ মোর্চা'গুলি থেকে যেসব দাবী তোলা হচ্ছে, বা যে ধরণের ভাষণ দেওয়া হচ্ছে, সেসবের কড়া সমালোচনা হচ্ছে নানা মহল থেকে।

সেকারণে এইসব র‍্যালির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলাও দায়ের করা হয়েছে।

যদিও 'সকল হিন্দু সমাজ'এর কোনও আলাদা ফেসবুক পেইজ বা ইউটিউব চ্যানেল নেই, কিন্তু যেসব সংগঠন রয়েছে ওই ব্যানারের নীচে, তাদের সামাজিক মাধ্যমের পেইজগুলোতে র‍্যালিতে দেওয়া কিছু কিছু ভাষণ আপলোড করা হয়েছে।

যেমন ২২ ডিসেম্বর ধুলে শহরের র‍্যালিতে সুদর্শন নিউজের প্রতিষ্ঠাতা সুরেশ চাহানকে যোগ দিয়েছিলেন।

তিনি ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, পুলিশ যদি রেকর্ডিং করতে চায়, তাহলে ক্যামেরা সুরেশ চাহানকের দিকে তাক না করে ওইসব মসজিদে লাগানো উচিত যেখানে জিহাদিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যেখানে লাভ জিহাদের জন্য অর্থ বিলি করা হয়।

উগ্র হিন্দুত্ববাদী চ্যানেল সুদর্শন টিভির প্রধান মি. চাহানকে আরও বলেন, ওখান থেকেই লাভ জিহাদিদের মোটরসাইকেল দেওয়া হয়, তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় কীভাবে হিন্দু নারীদের ফাঁসাতে হবে। ক্যামেরা তো মাদ্রাসায় লাগানো উচিত যেখানে শেখানো হয় যে মুসলমান ছাড়া বাকি সবাই কাফির।

আবার ২২ জানুয়ারি মুম্বাইতে আয়োজিত এক র‍্যালিতে ভাষণ দেন বিতর্কিত নেতা টি রাজা সিং। তিনি লাতুর আর সোলাপুরের র‍্যালিতেও ভাষণ দিয়েছেন।

তিনি সেখানে বলেন, মহারাষ্ট্র হিন্দুদের পবিত্র ভূমি। এটা লজ্জার বিষয় যে এই মাটিতেই লাভ জিহাদ বন্ধ করার আইন আনার জন্য হিন্দুদের লড়াই করতে হচ্ছে। মহারাষ্ট্রের প্রতিটি কোণায় কোণায় অর্থের লোভ দেখিয়ে আমাদের দলিত এবং আদিবাসী বন্ধুদের ধর্ম পরিবর্তন করানো হচ্ছে। আমাদের দেবদেবীদের প্রকাশ্যে অপমান করা হচ্ছে।

হিন্দুত্ববাদী নেতা নেত্রীরা দীর্ঘদিন ধরেই 'লাভ জিহাদ'এর কথা বলে আসছেন। কিন্তু হিন্দু জনআক্রোশ র‍্যালিগুলোয় 'ভূমি জিহাদ' নামে একটা নতুন শব্দবন্ধ ব্যবহার করা হচ্ছে।

এতে বক্তারা অভিযোগ তুলছেন যে বড় আর ছোট শহরগুলিতে খালি পড়ে থাকা জমি দখল করে মসজিদ বানিয়ে ফেলা হচ্ছে।

তবে দেশের বিভিন্ন অংশে এইধরনের অভিযোগ হিন্দুত্ববাদী নেতারা আগেও বিচ্ছিন্নভাবে তুলেছেন, কিন্তু হিন্দু জনআক্রোশ র‍্যালিগুলিতে নিয়মিতই এই শব্দবন্ধ ব্যবহার করা হচ্ছে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নেতা শ্রীরাজ নায়ারের কথায়, এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ সরকারী জমি অবৈধভাবে দখল করে ধর্মীয় ইমারত বানাচ্ছে। আমরা এধরণের জবরদখলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা চাই। মহারাষ্ট্রে ভূমি জিহাদ একটা নতুন কারবার, নিরাপত্তার জন্যও এটা বিপজ্জনক।

মুম্বাইতে একটি হিন্দু জনআক্রোশ র‍্যালিতে 'সংখ্যালঘু বিরোধী ঘৃণাসূচক বক্তব্য দেয়ার অভিযোগ তুলে কেরালার এক বাসিন্দা সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন।

আদালতের নির্দেশে ওই র‍্যালিগুলির ভিডিও রেকর্ডিং শুরু করে পুলিশ। আবারও ঘৃণাসূচক বক্তব্য দেওয়া হলে পুলিশকে ব্যবস্থা নিতেও নির্দেশ দেওয়া হয়। ভিডিও রেকর্ডিং চালু হওয়ার পরও থামে নি ঘৃণাভাষণ। তখন সুপ্রিম কোর্টে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হয়।

সেই মামলার শুনানিতেই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি কেএম যোসেফ মন্তব্য করেন, রাজ্য সরকার নপুংসক। রাজ্য সরকার শক্তিহীন, সময়মতো ব্যবস্থা নিতে অপারগ তারা।

যদি সরকার চুপ করে বসে থাকে, তাহলে এরকম সরকারের প্রয়োজনটা কী? বলেন তিনি।

হিলি সীমান্তে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেছে বিজিবি ও বিএসএফ

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার হিলি সীমান্তে মিষ্টি উপহার দিয়ে ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা বিনিময় করেছে বিজিবি ও বিএসএফএর সদস্যরা। শনিবার (২২ এপ্রিল) সকাল ১০ টায় সীমান্তের ২৮৫ নম্বর মেইন পিলার সংলগ্ন চেকপোস্ট গেটের শূন্যরেখায় মিষ্টি বিনিময় করেন বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী। বিজিবি হিলি আইসিপি ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার অহিদুল ইসলাম বিএসএফের পতিরাম ৬১ ব্যাটালিয়ন কমান্ডার রমেশ কুমারের হাতে ৬ প্যাকেট মিষ্টি তুলে দেন। পরে বিএসএফের পক্ষ থেকেও ৪ প্যাকেট মিষ্টি দিয়ে ঈদের শুভেচ্ছা জানানো হয়। এ সময় দুই সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বিজিবি ও বিএসএফ এর পক্ষ থেকে জানানো হয়, সীমান্তে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রেখে দুই বাহিনী যেন তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে সে লক্ষ্যে দুই দেশের বিভিন্ন জাতীয় ও ধর্মীয় উৎসবে একে অপরকে মিষ্টি উপহার দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। হিলি সীমান্তে দীর্ঘদিন ধরেই এ রেওয়াজ চলে আসছে।

জোর করে বিমান নামিয়ে আটক বেলারুশ সাংবাদিককে ১০ বছর কারাদণ্ড দেয়ার আবেদন

বেলারুশ ঃ বেলারুশের এক ভিন্নমতাবলম্বী সাংবাদিককে ১০ বছরের কারাদণ্ড দেয়ার জন্য আবেদন করেছেন প্রসিকিউটররা।একটি বাণিজ্যিক বিমানে করে লিথুয়ানিয়া যাওয়ার সময়, একটি যুদ্ধ বিমান ঐ বিমানটিকে অবতরণে বাধ্য করে এবং পরে এই সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হয়। অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা এবং ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বেলারুশে সাংবাদিক রামান প্রাতাসেভিচের বিচার চলছে। প্রাতাসেভিচের একটি টেলিগ্রাম মেসেজিং অ্যাপ চ্যানেল পরিচালনা করতেন। ২০২০ সালের আগস্টে অনুষ্ঠিত বিতর্কিত নির্বাচনের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত গণবিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীরা এই অ্যাপ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতেন। সেই নির্বাচনের মাধ্যমে বেলারুশের কর্তৃত্ববাদী প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো ষষ্ঠ মেয়াদে ক্ষমতায় আসেন। বিক্ষোভ চলেছিলো কয়েক মাস ধরে। ১৯৯৪ সালে লুকাশেঙ্কো ক্ষমতা গ্রহণের পর এটি ছিলো তার বিরুদ্ধে সংগঠিত দীর্ঘতম এবং বৃহত্তম বিক্ষোভ। বেলারুশ কর্তৃপক্ষ কঠোর দমনপীড়নের মাধ্যমে সেই বিক্ষোভ দমন করে। সে সময় ৩৫,০০০ এর বেশি লোককে গ্রেপ্তার করা হয়, হাজার হাজার লোককে পুলিশ মারধর করে। আর কয়েক ডজন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সংস্থা বন্ধ করে দেয়া হয়। ঐ সময় প্রাতাসেভিচ প্রবাসে বসবাস করতেন। ২০২১ সালের মে মাসে তিনি তার বান্ধবীকে বহনকারী, গ্রীস থেকে লিথুয়ানিয়া গামী রায়ান এয়ারের বিমানটিকে বেলারুশের রাজধানী মিনস্কে অবতরণের জন্য আদেশ দেয়া হয় এবং তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। তখন বেলারুশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিলো যে বোমা হামলার হুমকি দেয়া হয়েছিলো। পরে বলা হয়, বিমানটিতে কোনো বিস্ফোরক পাওয়া যায়নি। পশ্চিমা দেশগুলো বিমানের এই গতিপথ বদলকে ছিনতাইয়ের শামিল বলে নিন্দা জানায় এবং লুকাশেঙ্কো ও বেলারুশের বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। প্রাতাসেভিচ পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে বেশ কয়েকটি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। সমালোচকরা দাবি করেন যে চাপের মুখে তিনি এই জবানবন্দি দিয়েছেন। পরে তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয় এবং গৃহবন্দী করে রাখা হয়। ২০২২ সালের মে মাসে রুশ নাগরিক তার বান্ধবীকে ছয় বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়।

কক্সবাজারে ভেসে আসা ট্রলার থেকে হাতপা বাঁধা ১০ জনের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

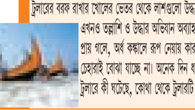

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপকূলে ভেসে আসা একটি ট্রলার থেকে অন্তত ১০ জনের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। রোববার দুপুরের দিকে কক্সবাজার সদর মডেল থানার পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস লাশগুলো উদ্ধার করে। তাৎক্ষণিকভাবে নিহতদের নাম পরিচয় জানা যায়নি। উদ্ধার কাজ অব্যাহত রয়েছে। কক্সবাজার মডেল থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) নাজমুল হুদা এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেছেন, মাছ ধরার ওই ট্রলারটি তারা অর্ধ নিমজ্জিত অবস্থায় পেয়েছেন। ট্রলারের বরফ রাখার খোলের ভেতর থেকে লাশগুলো উদ্ধার করা হয়। লাশের হাত পা দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় পান উদ্ধারকারীরা। ভেতরে আরও মরদেহ আছে কিনা তা দেখতে এখনও তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান অব্যাহত আছে বলে জানান তিনি। পুলিশের ধারণা এই লাশগুলো অন্তত ১৫-২০ দিন ধরে জলের ভেতরে ছিল। মরদেহগুলো প্রায় গলে, অর্ধ কঙ্কালে রূপ নেয়ায় কারও পরিচয় শনাক্ত করা যাচ্ছে না। মি. হুদা বলেন, লাশের যা অবস্থা, ডিএনএ পরীক্ষা ছাড়া পরিচয় জানা সম্ভব না। চেহারাই বোঝা যাচ্ছে না। অনেক দিন ধরেই এই লাশগুলো জলের ভেতরে ছিল বোঝা যাচ্ছে। তবে নিহতদের পরিচয় শনাক্তে তারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন এবং ট্রলারে কী ঘটেছে, কোথা থেকে ট্রলারটি ভেসে এসেছে সে বিষয়টি খতিয়ে দেখার কথা জানান তিনি।

খার্তুম থেকে কূটনীতিকদের সরিয়ে নিলো যুক্তরাষ্ট্র, দূতাবাস কার্যক্রম স্থগিত

জেদ্দা ঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জানিয়েছেন সুদানের রাজধানী খার্তুম থেকে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

আমার আদেশে যুক্তরাষ্ট্রের মিলিটারি যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি কর্মকর্তাদের খার্তুম থেকে সরিয়ে আনতে একটি অভিযান পরিচালনা করেছে, এক বিবৃতিতে বলেছেন মি. বাইডেন।

এর আগে সুদানের প্যারা মিলিটারি র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস বা আরএসএফ বলেছেন রবিবার ভোরের অভিযানে ছয়টি এয়ারক্রাফট ব্যবহার করা হয়েছে এবং কর্মকর্তাদের সরিয়ে নেয়ার বিষয়টি তারা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সমন্বয় করেছে।

তবে ঘটনাটির বিস্তারিত এখনো পুরোপুরি পরিষ্কার নয়।

এমনকি কতজনকে সরিয়ে আনা হয়েছে সুদান থেকে সেটিও এখনো নিশ্চিত না।

তবে রবিবারের এই অভিযানের আগে যুক্তরাষ্ট্রে বিবিসি'র পার্টনার প্রতিষ্ঠান সিবিসি নিউজ তাদের রিপোর্টে ৭০ জন সরকারি কর্মকর্তাদের সরিয়ে আনার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলো।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন অবশ্য নিশ্চিত করেছেন যে খার্তুমে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস এখন বন্ধ। আমরা সুদানে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করেছি।

অভিযান সফল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য তিনি জিবুতি, ইথিওপিয়া ও সৌদি আরবকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

তিনি একই সাথে দূতাবাস কর্মীদের 'সাহস ও পেশাদারিত্বের' এবং তাদের যারা সরিয়ে এনেছে সেই সেনা সদস্যদের দক্ষতার প্রশংসা করেছেন।

গত সপ্তাহে সুদানে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ার পর এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো বিদেশী নাগরিকদের সরিয়ে আনা হলো।

এর আগে শনিবার কূটনীতিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মকর্তাসহ ১৫০ জনেরও বেশি বিদেশীকে সাগরপথে সৌদি আরবের জেদ্দা বন্দরে নেয়া হয়।

এদের বেশিরভাগ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের নাগরিক। পাশাপাশি মিসর, পাকিস্তান ও কানাডার নাগরিকও ছিলেন তাদের মধ্যে।

আরবি ভাষার নিউজ চ্যানেল আল হাদাত তাদের রিপোর্টে বলেছে যুক্তরাষ্ট্রের ছয়টি এয়ারক্রাফট তাদের দূতাবাস কম্পাউণ্ডে অবতরণ করেছে। বেশ কিছু টুইটার ব্যবহারকারী তাদের পোস্টে দূতাবাসে হেলিকপ্টার ওঠানামার কথা জানিয়েছেন।

তবে বিবিসি এসব খবর যাচাই করে দেখতে পারেনি।

খার্তুম বিমানবন্দরে বারবার গোলা ও গুলি বর্ষণের কারণে বিমানে করে লোকজনকে সরিয়ে আনা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক যুক্তরাষ্ট্রের একজন কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা এপিকে বলেছেন ন্যাশনাল সিকিউরিটি টিমের পরামর্শ পেয়ে শনিবার প্রেসিডেন্ট বাইডেন খার্তুম থেকে কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সরিয়ে আনার আদেশ দেন।

মি. বাইডেন তার বিবৃতিতে বলেছেন , আমরা সুদানে থাকা আমেরিকানদের সহযোগিতার বিষয়ে আমার দলের চলমান কাজ নিয়ে নিয়মিত রিপোর্ট পাচ্ছি।

আমরা আমাদের সহযোগী ও অংশীদারদের সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছি।

সুদানের সহিংসতার নিন্দা করে তিনি বলেন, এটা অযৌক্তিক এবং এটা বন্ধ হওয়া উচিত।

যুদ্ধরত পক্ষগুলোকে অবশ্যই অবিলম্বে নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতি কার্যকর করে মানবিক সহায়তার সুযোগ দিতে হবে এবং সুদানের জনগণের ইচ্ছেকে সম্মান করতে হবে।

ওদিকে যুক্তরাজ্য বলছে তারাও তাদের কর্মীদের সরিয়ে আনার উপায় খুঁজছে। সুদানে যুক্তরাজ্যের নাগরিকদের মধ্যে যাদের জরুরি সহায়তা দরকার তাদের জন্য একটি হটলাইন চালু করা হয়েছে। একই সঙ্গে নাগরিকরা কে কোথায় আছে সেটিও জানাতে বলা হয়েছে।

যুক্তরাজ্যের কূটনীতিকদের সরিয়ে আনার কার্যক্রম শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অন্যদিকে কানাডা সুদানে থাকা তাদের নাগরিকদের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার পরামর্শ দিয়েছে। গত ১৫ এপ্রিল থেকে সুদানে ব্যাপক লড়াই শুরু হয়।

সুদানে কিভাবে বেসামরিক শাসন ফিরিয়ে আনা হবে, মূলত তা নিয়ে দুই ক্ষমতাধর সামরিক অধিনায়কের দ্বন্দ্ব থেকে এই লড়াই চলছে।

সুদানের বর্তমান সামরিক সরকার চলে মূলত সেনাপ্রধান জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল বুরহানের নেতৃত্বে। তার সঙ্গে উপনেতা হিসেবে আছেন আরেকটি আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আরএসএফ) প্রধান মোহাম্মদ হামদান হেমেডটি ডাগালো।

বেসামরিক শাসনে প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই দুটি বাহিনীকে একীভূত করার কথা। কিন্তু আরএসএফ তাদের বিলুপ্ত করার বিপক্ষে, এবং এই পরিকল্পনা থামানোর জন্য তাদের বাহিনীকে রাস্তায় নামায়। এরপর এটি সেনাবাহিনী এবং আরএসএফের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ লড়াইয়ে রূপ নিয়েছে।

শনিবার এক জরুরি সভায় সভাপতিত্ব করেছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক।

দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস ক্লেভারলি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সফর সংক্ষিপ্ত করে লন্ডনে ফিরে এসেছেন।

যুক্তরাজ্যের কিছু নাগরিক সুদানে আটকা পড়েছেন এবং বিমান যোগাযোগ না থাকায় উদ্বেগ ও হতাশা প্রকাশ করেছেন।

খার্তুম সফররত ইমান আবু গার্গা বলেছেন তিনি ও তার দুই সন্তানের নাম রেজিস্ট্রেশন করেছেন কিন্তু তারপর থেকে কিছুই হচ্ছে না।

কোনো সময়সীমা সম্পর্কে আমাদের ধারণা নেই। কি হচ্ছে তাও জানি না। খার্তুম বিমানবন্দর বাদে অন্য কোথাও থেকে আমাদের নেয়া হবে? আমরা কি সড়কপথে যাচ্ছি? এটা হতাশাজনক যে কেউ যোগাযোগ করেনি, তার অভিযোগ।

আরেকজন ব্রিটিশ নাগরিক বিবিসিকে বলেছেন যে তার কাছে মনে হচ্ছে যে তিনি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 'সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত'।

সুদানের সেনাবাহিনীর এক বিবৃতিতে জানানো হয়, সেনাবাহিনীর প্রধান ফাত্তাহ আল বুরহান বিদেশীদের সরিয়ে নেবার নিরাপদ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে রাজি হয়েছেন ।

যুক্তরাজ্য সরকার বলছে খার্তুমে থাকা কূটনীতিক ও ব্রিটিশ নাগরিকদের সহায়তা করতে সম্ভাব্য সব কিছু করা হচ্ছে।

স্পেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানিয়েছে তারা তাদের নাগরিকদের সরিয়ে আনতে ছয়টি বিমান জিবুতিতে পাঠিয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে ৪০০ র মতো মানুষ মারা গেছে। তবে এ সংখ্যা আরও বেশি বলে মনে করা হচ্ছে।

হাজার হাজার মানুষ আহত হয়েছে এবং চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো এতে করে হিমশিম খাচ্ছে।

খার্তুম ছাড়া পশ্চিমাঞ্চলে দারফুরেও ব্যাপক লড়াই হচ্ছে। জাতিসংঘ হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে, দশ হাজার হতে বিশ হাজার মানুষ যাদের বেশিরভাগ নারী এবং শিশু, সুদান ছেড়ে পালিয়েছে পাশের দেশ চাদে আশ্রয় নেয়ার জন্য।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঈদের ঐতিহ্যবাহী ও জনপ্রিয় খাবার কোনগুলো?

কাবুল ঃ ঈদ মানে আনন্দ, উৎসব, প্রিয়জনকে পাশে নিয়ে সময় কাটানো। নতুন পোশাক, ঘুরেবেড়ানোর পাশাপাশি ঈদে অন্যতম আকর্ষণই থাকে মিষ্টি, ঝাল স্বাদের মুখরোচক নানান খাবারদাবার। তবে দেশ ভেদে ঈদের ঐতিহ্যবাহী খাবারে ভিন্নতা রয়েছে। আর এই খাবারগুলো সেদেশের ঈদ আয়োজনে যোগ করে ভিন্ন মাত্রা। কিন্তু সেগুলো কী? জেনে নেয়া যাক বিশ্বের কয়েকটি দেশের জনপ্রিয় কিছু ঈদের খাবার সম্পর্কে -

তুরস্কে 'লোকুম'

হরেক রঙের মিষ্টির টুকরো এই 'লোকুম' মূলত টার্কিশ ডিলাইট। বরফি আকৃতির বিশেষ এই মিষ্টি তুরস্কের সব ঘরেই ঈদের দিন তৈরি করা হয়। চিনি, স্টার্চ আর খেজুর, বাদামের মতো উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয় এই ডেজার্টটি। এই মিষ্টি তৈরিতে নানারকম রঙও ব্যবহার করা হয়। শুধু ঈদ নয় তুরস্কের যেকোনোও উৎসব আয়োজনে এই মিষ্টি থাকে সবার ঘরে ঘরে।

মরোক্কোর 'তাজিন'

মরোক্কোতে ঈদের বিশেষ খাবারের নাম হলো 'তাজিন'। ঐতিহ্যগতভাবে এই রান্নাতে ব্যবহার করা হয় মাটির পাত্র যেটার নাম তাজিন। আর ওই মাটির পাত্রের নামানুসারে রান্নার নামকরণও হয়েছে তাজিন। সাধারণত ভেড়া ও গরুর মাংস দিয়ে তৈরি করা এই খাবারটি। তবে মাংসের সাথে নানারকম সবজি ও মশলার মিশ্রণও থাকে এতে। খাবারটি ধীরে ধীরে রান্না করা হয়, অনেকটা স্ট্যু এর মতো করে। মরক্কোর বিশেষ এই খাবারটি পুরো আফ্রিকাতেই জনপ্রিয়। বিশেষ করে আলজেরিয়াতে এই খাবারটি বেশ জনপ্রিয়।

আফগানিস্তানের 'বোলানি'

আফগানিস্তানে ঈদের দিন সকালে বিশেষভাবে যে খাবারটি রান্না করা হয়, সেটা হলো বোলানি। পাতলা রুটির ভেতরে সবজি, আলু, ডাল বা কুমড়ার পুর দিয়ে বিশেষভাবে তৈরি করা হয় এই খাবারটি। পরিবেশন করা হয় টক দইয়ের সাথে। ঈদ ছাড়াও আফগানিস্তানের মুসলিমদের কাছে এই খাবারটি ভীষণ জনপ্রিয়।

বসনিয়ার 'তুফাহিজা'

বসনিয়ার এতিহ্যবাহী এক খাবার হলো তুফাহিজা। এই বিশেষ রেসিপিটি ঈদসহ বিশেষ দিনে বসনিয়ানরা তৈরি করে থাকেন। আপেল সেদ্ধ করে তৈরি করা হয় এটি। সেদ্ধ আপেলের মধ্যে আখরোট বাদামে ভরাট করা হয় এবং হুইপড ক্রিম দিয়ে উপরে সাজানো হয়।

মধ্যপ্রাচ্যে ল্যাম্ব রোস্ট ও মাখন দিয়ে তৈরি কুকি বা বিস্কুট

ঈদ আয়োজনে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে মাংসজাতীয় খাবার বিশেষ করে 'ল্যাম্ব রোস্ট' ভীষণ জনপ্রিয়।

এছাড়া পুরো রমজান মাস জুড়ে ও ঈদের দিনে মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশে বিশেষ এক ধরনের কুকি বা বিস্কুট খুবই জনপ্রিয়।

মাখন দিয়ে তৈরি বিশেষ এই কুকি বা বিস্কুটের মধ্যে খেজুরের পেস্ট বা আখরোট বা পেস্তা বাদামের পুর দিয়ে ওপরে বাদাম ও হাল্কা চিনির গুঁড়া ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

বিভিন্ন দেশে অবশ্য এর ভিন্ন ভিন্ন নাম। যেমন সিরিয়া, লেবাননে এর নাম - মামুল, ইরাকে একে বলা হয় ক্লাইচা এবং মিশরে এর নাম কাহাক।

লেবাননে ঈদ উদযাপন মামুল ছাড়া অসম্পূর্ণ বলে মনে করা হয়। বাটার, খেজুর এবং বাদাম দিয়ে তৈরি করা হয় ছোট ছোট কুকিজ। লেবাননের প্রায় প্রতিটি ঘরেই ঈদে মামুল পরিবেশন করা হয়।

দক্ষিণ এশিয়া - সেমাই

বাংলাদেশ সহ পুরো দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে ঈদের দিনে সেমাই পরিবেশন করা। বাংলাদেশের অনেক এলাকায় হাতে বানানো চালের সেমাইও পরিবেশন করেন। শুধু ঘি, চিনি দিয়ে সেমাই রান্না করা যায়। আবার ঘন দুধ ও চিনি দিয়েও অনেকে রান্না করে থাকেন।

বাংলাদেশ সহ পুরো দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে ঈদের দিনে সেমাই পরিবেশন করা। বাংলাদেশের অনেক এলাকায় হাতে বানানো চালের সেমাইও পরিবেশন করেন। শুধু ঘি, চিনি দিয়ে সেমাই রান্না করা যায়। আবার ঘন দুধ ও চিনি দিয়েও অনেকে রান্না করে থাকেন।

পাকিস্তান ও ভারতে 'শীর খুরমা' ঘন দুধ দিয়ে রান্না করা সেমাই পাকিস্তান ও ভারতের মুসলিমদের কাছে পরিচিত 'শীর খুরমা' নামে।

বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্নভাবে এই মিষ্টান্ন তৈরি করেন মুসলিমরা। প্রচুর বাদাম ও খেজুর দিয়ে অনেকে তৈরি করেন এটি। পিস্তাচিও, আখরোট, আমন্ডস, কিশিমিশসহ নানারকম বাদাম ব্যবহার করেন অনেকে। আর সঙ্গে ঘন দুধ ও চিনিতো আছেই।

মিয়ানমারে 'শাই মাই'

মিয়ানমারের মানুষেরা ঈদের দিন তাদের ঐতিহ্যবাহী এক খাবার শাই মাই তৈরি করে থাকেন। আমাদের সেমাইয়ের মতোই রান্না তবে তা ভিন্ন উপায়ে। নারকেল, কিসমিস এবং কাজু বাদাম ভাজা দিয়ে তারা 'শাই মাই' পরিবেশন করে থাকেন।

রাশিয়ার জনসংখ্যার কমপক্ষে ১৫ শতাংশ মুসলিম।

ঈদের দিনে তাদের অনেকের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় খাবার - মানতি। এটি এক ধরণের ডাম্পলিং বা পুলি পিঠা। মাখানো আটার ভেতর ভেড়া বা গরুর মাংসের কিমার পুর দিয়ে তা ভাপে দেয়া হয়। পরিবেশন করা হয় মাখন এবং সাওয়ার ক্রিম দিয়ে।

রাশিয়ায় অঞ্চল ভেদে মানতির রেসিপি একেক রকম। কিন্তু যদি বলা হয় রাশিয়ায় ঈদের দিনের সবচেয়ে জনপ্রিয় খাবার কী? উত্তর হবে -মানতি।

চীনে 'সাঙজা'-

চীনের বেশিরভাগ মুসলিমদের কাছে ঈদের দিনের প্রিয় খাবার হলো সেখানকার ঐতিহ্যবাহী 'সাঙজা'।

ময়দার লেই দিয়ে মোটা করে নুডলস বানিয়ে তা ডুবো তেলে কড়া করে ভাজা হয়। তারপর তা পিরামিডের মত করে সাজিয়ে পরিবেশন করা হয়। চীনের মুসলিম অধ্যুষিত শিনজিয়াং প্রদেশে উইগুর মুসলিমদের খুবই জনপ্রিয় খাবার এটি। ঈদের আগে তাদের দোকানে ঢুকলে মুচমুচে সাঙজার দেখা মিলবেই।

ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় ঐতিহ্যবাহী 'কেটুপাত'

ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় ঈদ আয়োজনে রাখা হয় নানা ধরনের মুখরোচক মিষ্টি। এর পাশাপাশি থাকে ঐতিহ্যবাহী খাবার 'কেটুপাত'।

পাম গাছের পাতায় মোড়া এক ধরণের চালের আটার পিঠার মতো এটি।।

মাংসের বিভিন্ন আইটেমের সাথে কেটুপাত পরিবেশন করা হয়। যেমন - ওপর আয়াম নারকেল দুধ দিয়ে রান্না মুরগি অথবা সাম্বাল গোরেং কেনটাং বিফ এবং আলুর ডিশের সাথে এই খাবারটি পরিবেশন করা হয় ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায়।

ব্রিটেন জুড়ে 'বিরিয়ানি'

ব্রিটেনের মুসলিমদের কাছে ঈদের দিনে জনপ্রিয় একটি খাবার হলো বিরিয়ানি। চাল, মাংস এবং সবজি দিয়ে তৈরি এই মুখরোচক খাবারটির সাথে থাকে দই এবং পুদিনার চাটনি। খাদ্য বিশেষজ্ঞদের মতে.

ব্রিটেনে বিরিয়ানির জনপ্রিয়তার অন্যতম একটি কারণ হলো এখানকার জনসংখ্যার পাঁচ শতাংশ দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত।

সোমালিয়ায় জনপ্রিয় 'ক্যাম্বাবুর'

পাতলা রুটি বা প্যানকেকের মত দেখতে খাবারটি সোমালিয়ায় খুবই জনপ্রিয়। মাংস বা সবজির সাথে গরম গরম পরিবেশন করা হয় ঐতিহ্যবাহী এই প্যানকেক। চিনি এবং দই দিয়ে আলাদাভাবেও খাওয়া হয় এটি।

ইথিওপিয়ায় এটির নাম -ইনজেরা এবং সেখানেও ঈদ উৎসবসহ অন্যসব আয়োজনে খুব জনপ্রিয় এই খাবারটি। ঐতিহ্যবাহী এই খাবারটি ইরিত্রিয়া, ইয়েমেন ও সুদানেও বেশ জনপ্রিয়।

সুদানে লড়াই অব্যাহত, খার্তুম ছেড়ে যাচ্ছেন বিদেশীরা

সুদান (এজেন্সী) ঃ সুদানে রাজধানী খার্তুমে সামরিক বাহিনীর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের মধ্যে লড়াই অব্যাহত থাকায় যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কিছু দেশ তাদের কূটনীতিক ও নাগরিকদের সরিয়ে নিচ্ছে। মুসলিমদের ধর্মীয় উৎসব ঈদ উল ফিতরের জন্য একটি যুদ্ধবিরতি করার আহ্বান সত্ত্বেও সহিংসতা থামেনি।

সুদানের সামরিক নেতৃত্বের দুই অংশের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণে গত সপ্তাহে এই সহিংসতা শুরু হয়। এক সপ্তাহ ধরে চলা সহিংসতায় এ পর্যন্ত কমপক্ষে ৪০০ লোক নিহত হয়েছে।

সংবাদদাতারা জানাচ্ছেন খার্তুম শহরে বোমা বিস্ফোরণ, গোলাবর্ষণ ও বন্দুকের গুলিবিনিময় অব্যাহত রয়েছে।

খার্তুমের বাসিন্দারা বলছেন, যে শহরে ঈদের সময়টায় পরিবেশ উৎসবমুখর থাকে, সেখানে এখন বিরাজ করছে ভূতুড়ে পরিবেশ ।

সুদানে লড়াই অব্যাহত থাকায় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও চীন তাদের কূটনীতিক ও নাগরিকদের সেদেশ থেকে সরিয়ে নিতে যাচ্ছে।

সুদানের সেনাবাহিনীর এক বিবৃতিতে জানানো হয়, সেনাবাহিনীর প্রধান ফাত্তাহ আল বুরহান বিদেশীদের সরিয়ে নেবার নিরাপদ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে রাজি হয়েছেন ।

সেনাবাহিনী বলছে, এ চারটি দেশ তাদের কূটনীতিকদের নিজ নিজ দেশে ফিরিয়ে নিতে সামরিক বিমান ব্যবহার করবে। আগামী কয়েক ঘন্টার মধ্যেই এ প্রক্রিয়া শুরু হবে। এ ছাড়া সৌদি আরবও ঘোষণা করে যে তারা 'ভ্রাতৃপ্রতিম কিছু দেশের' নাগরিকদের সুদান থেকে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করছে।

সবশেষ খবরে বলা হয়, সৌদি মিশনের কূটনীতিকরা ইতোমধ্যেই সড়কপথে পোর্ট সুদান গিয়ে সেখান থেকে নিজ দেশের উদ্দেশে বিমান উঠেছেন।

সেনাবাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয় জর্ডনের দূতেরাও একই পথে স্বদেশে ফিরে যাবেন।

নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে এর আগে বিদেশী নাগরিকদের সরিয়ে নেবার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যায়নি।

সুদানের সেনাবাহিনী ও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী আধাসামরিক বাহিনীর লড়াইয়ের সময় খার্তুমের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি আক্রান্ত হয়েছে।

সুদানে কিভাবে বেসামরিক শাসন ফিরিয়ে আনা হবে, মূলত তা নিয়ে দুই ক্ষমতাধর সামরিক অধিনায়কের দ্বন্দ্ব থেকে এই লড়াই চলছে।

সুদানের বর্তমান সামরিক সরকার চলে মূলত সেনাপ্রধান জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল বুরহানের নেতৃত্বে। তার সঙ্গে উপনেতা হিসেবে আছেন আরেকটি আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আরএসএফ) প্রধান মোহাম্মদ হামদান হেমেডটি ডাগালো।